Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

www.at-tahreek.com

৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

رب زدنى علما

مجلة "التحريك" الشهرية علمية وأدبية و دينية
جلد:٨ عدد:١. شعبان و رمضان ١٤٢٥هـ/أكتوبر ٢٠٠٤م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ ওছমানীয় খেলাফতের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ মুহাম্মাদ আলী মসজিদ, কায়রো, মিছর। ১৮৪৯ সালের কিছু পূর্বে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর গম্বুজগুলি রূপার আচ্ছাদনে সুশোভিত এবং মিনারগুলির উচ্চতা ৯০ মিটার।

Monthly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on real Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned scholars and Columnists of home and abroad, aiming to establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health, Medicine & Agriculture 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 170/00 & Tk. 90/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741.

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহ্‌রীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৮ম বর্ষঃ ১ম সংখ্যা
শা'বান-রামাযান ১৪২৫ হিঃ
আশ্বিন-কার্তিক ১৪১১ বাং
অক্টোবর ২০০৪ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক **আত-তাহরীক**
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।
ই-মেইলঃ **tahreek@librabd.net**
ওয়েবসাইটঃ **www.at-tahreek.com**
ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১২ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **দরসে কুরআনঃ**
  - হস্তী বাহিনীর পরিণতি ০৩
- **প্রবন্ধঃ**
  - ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে পানি ০৬
    -ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
  - ক্বিয়ামে রামাযান ও ই'তেকাফ ১০
    -মুহাম্মাদ হারূণ আযীযী নদভী
  - নিদ্রা হ'তে ছালাত উত্তম ১৪
    -মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
  - চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম সাধনা ১৫
    -লিলবর আল-বারাদী
  - ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল ১৮
    -আত-তাহরীক ডেস্ক
- **ছাহাবা চরিত**
  - হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) ২০
    -ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী
- **নবীনদের পাতাঃ**
  - বিচিত্র মানব মন ২৪
    -আব্দুর রাক্বীব
- **দিশারীঃ** ২৮
  - কতিপয় অপপ্রচারের জবাব (৪র্থ কিস্তি)
    - মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
- **কবিতাঃ** ৩৩
- **সোনামণিদের পাতাঃ** ৩৪
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৫
- **মুসলিম জাহান** ৪০
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪১
- **সংগঠন সংবাদ** ৪১
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৫

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০০৪

সম্পাদকীয়

আত্মশুদ্ধির মাস রামাযান

'রামাযান' আসছে। মানবকল্যাণে নিবেদিত বছরসেরা মাস রামাযানুল মুবারক তোমাকে জানাই খোশ আমদেদ। তোমাকে স্বাগত জানাই এ কারণে যে, তোমার আহ্বান হ'ল বিরত থাকার, নিরত থাকার নয়। তোমার আবেদন হ'ল ত্যাগের, ভোগের নয়। তোমার নিবেদন হ'ল আত্মশুদ্ধির, আত্মপূজার নয়। আল্লাহ জিন ও ইনসান সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। আমরা তাঁর ইচ্ছায় দুনিয়াতে এসেছি, তাঁর হুকুমে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আবার তাঁর নিকটে চলে যাব। যে সময়টুকু দুনিয়াতে আছি, সেটুকু কেবল তাঁর ইবাদতের জন্যই আছি। এখানকার কর্মতৎপরতার ভিত্তিতেই পরকালে আমাদের জন্য জান্নাত অথবা জাহান্নাম প্রস্তুত রাখা হয়েছে। আমরা প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল আলোর গতিতে আমাদের তৃতীয় ঠিকানা কবরের দিকে এগিয়ে চলেছি। অতএব এ পৃথিবী নশ্বর, অবিনশ্বর নয়। এটি আমাদের জন্য মুসাফিরখানা, স্থায়ী ঠিকানা নয়। দ্রুত হারিয়ে যাওয়া প্রতিটি সেকেণ্ড ও মিনিটে আমরা আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য আখেরাতে মুক্তির জন্য বেশী বেশী পাথেয় যাতে সঞ্চয় করি, রামাযান আমাদেরকে বাধ্যগতভাবে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর রেখে সেদিকেই পথনির্দেশ করে।

হে মুসলিম! তোমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'ল তোমার জীবনকালটুকু। একে ব্যর্থ করে দিয়োনা। অলসতা ও বিলাসিতায় তোমার আয়ুষ্কাল শেষ করে দিয়ো না। বার্ধক্য আসার পূর্বে তোমার যৌবনকে, অসুখের পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে, মৃত্যু আসার পূর্বে তোমার জীবনকে যথার্থভাবে কাজে লাগাও। মনে রেখ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে ও তাকে নেক কাজে ব্যয় করেছে। রামাযান সেই পবিত্র জীবন গড়ায় আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে।

হে মুসলিম ভাই ও বোন! আসুন আমরা আল্লাহ্র অনুগত হই। যতটুকু করি, কেবল তাঁর জন্যই ইখলাছের সাথে করি। কোনরূপ 'রিয়া' ও প্রদর্শনী যেন আমাদের ইখলাছের স্বচ্ছ আকাশকে কালিমালিপ্ত না করে। কেননা আল্লাহ কেবল আমাদের ইখলাছটুকুই কবুল করবেন। আমরা যদি তাঁর নে'মতের শুকরিয়া আদায় করি, তাহ'লে তিনি আমাদের বেশী বেশী দিবেন। কেননা আসমানেই সবকিছুর ফায়ছালা হয়ে থাকে, যমীনে নয়। অতএব, আসুন! আমরা আমাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্র আনুগত্যে ব্যয় করি। আমাদের জিহ্বাকে তাঁর যিকরে সিক্ত রাখি। প্রতি ওয়াক্ত ছালাত শেষে যদি এক পারা করে তেলাওয়াত করি, তাহ'লে সপ্তাহে আমরা একবার কুরআন খতম করতে পারি। রামাযানে যার প্রতি হরফে ১০ থেকে ৭০০ গুণ ও তার চেয়ে বেশী নেকী লেখা হয়ে থাকে। আসুন! আমরা হাট-বাজারকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলি ও গৃহকোণে বা মসজিদে আশ্রয় নেই। সাধ্যমত ইবাদত ও তেলাওয়াতে রত হই। মানুষকে দ্বীনে হক-এর দাওয়াত দেই। কেননা আপনার দাওয়াতে কেউ ফিরে এলে তার সমপরিমাণ নেকী আপনার আমলনামায় লেখা হবে। মনে রাখবেন, রামাযানে নেকীর কাজের ছওয়াব যেমন অন্য সকল মাসের চেয়ে বেশী, এ মাসে অন্যায় কাজের শাস্তি তেমনি অন্য মাসের চেয়ে বেশী।

হে বনু আদম! তুমি তোমার রূযীদাতা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর। তিনি তোমার জন্য ও তোমার সন্তানের জন্য ব্যয় করবেন। তুমি সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহশীল হও, সৃষ্টিকর্তা তোমার প্রতি অনুগ্রহশীল হবেন। হে দায়িত্বশীল! তুমি দায়িত্ব সচেতন হও। তোমার দায়িত্ব যার উপরে, তিনি তোমার ব্যাপারে সচেতন হবেন। প্রত্যেকে আমরা ক্বিয়ামতের দিন স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব। চক্ষু, কর্ণ, হৃদয় তথা প্রতিটি নে'মতকে আমরা কিভাবে ব্যয় করেছি, সেবিষয়ে আমাদের যথাযথ কৈফিয়ত সেদিন দিতে হবে।

হে ব্যবসায়ী! অন্য মাসের চেয়ে রামাযানে তুমি কম লাভ কর। যতটুকু ছাড়বে, তার চেয়ে বহু গুণ তুমি আখেরাতে পাবে। এমনকি আল্লাহ্র ইচ্ছা হ'লে দুনিয়াতেও পেতে পার। হে ঘুষখোর, সূদখোর, দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, মওজুদদার, দুনিয়াদার মনুষ্যকীট! বিরত হও! জাহেলী আরবের কাফেররাও বছরের চারটি সম্মানিত মাসে অন্যায়-অপকর্ম ও মারামারি-কাটাকাটি থেকে বিরত থাকত। তোমরা কি তাদের চেয়ে অধম হয়ে গেলে? অতএব যাবতীয় হিংসা-হানাহানি, গীবত-তোহমত ও অমানবিক কর্মকাণ্ড হ'তে এসো আমরা তওবা করি। ঐ শোন রামাযানের প্রতি রাত্রে আল্লাহ্র প্রেমময় আহ্বান- 'হে কল্যাণের অভিযাত্রী, এগিয়ে চল! হে অকল্যাণের অভিসারী বিরত হও'!! প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর শ্রেষ্ঠ ভুলকারী তারাই, যারা তওবাকারী। এসো আমরা খালেছ মনে তওবা করি। আল্লাহ্র নিকটে চূড়ান্ত হিসাব দেওয়ার আগে নিজেই নিজের হিসাব নিই। আমার জানাযার ছালাত অন্যে আদায়ের আগে নিজের ছালাত নিজে আদায় করি। আমার দেহ গোসল করিয়ে শুভ্র কাফনে ঢাকার আগে নিজের দেহকে হালাল খাদ্য ও পোষাক দিয়ে আবৃত করি।

হ'তে পারে এটিই আমার জীবনের শেষ রামাযান। অতএব এসো এ রামাযানেই আমরা সর্বোচ্চ তাক্বওয়া ও আল্লাহভীতি অর্জন করি। ক্বিয়ামতের ভয়ংকর মুহূর্তকে স্মরণ করি। নিজ পিতা-মাতার মৃত্যুকরুণ বিদায়ী চেহারা মনে করে তাঁদের জন্য প্রাণখোলা দো'আ করি ও সাধ্যমত দান করি। আমরা এসেছি একা, যাব একা, ক্বিয়ামতে উঠব একা, কৈফিয়ত দেব একা। অতএব সাথীদের মাঝে আত্মহারা হয়ো না হে আত্মভোলা মানুষ। রামাযান তোমায় ডাকছে তাক্বওয়ার দিকে। এসো আমরা আল্লাহভীরু হই। অতএব হে মাহে রামাযান! তোমাকে জানাই খোশ আমদেদ।

৮ম বর্ষের শুরুতে রামাযানের সুপ্রভাতে আমরা প্রথমে আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করছি। অতঃপর দেশ-বিদেশে আমাদের হাযার হাযার পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, নতুন বছরের শুরুতে অক্টোবর'০৪ হ'তে আত-তাহরীকের নিজস্ব 'ওয়েবসাইট' চালু হ'ল- *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। এখন পৃথিবীর যেকোন স্থান থেকে ইন্টারনেটে www.at-tahreek.com ক্লিক করলেই ঘরে বসে আত-তাহরীক পড়তে পারবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!! (স.স)।

দরসে কুরআন

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

হস্তী বাহিনীর পরিণতি

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ- أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ- وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ- تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ- فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ-

অনুবাদঃ তুমি কি দেখোনি তোমার প্রভু হস্তীওয়ালাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন(?) (১)। তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? (২)। তিনি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি (৩)। যারা তাদের উপরে নিক্ষেপ করেছিল পাকা মাটির পাথর সমূহ (৪)। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত ভূষি সদৃশ করে দেন (৫)।

ব্যাখ্যাঃ সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়। শুরুতে أَلَمْ تَرَ (আলাম তারা) 'তুমি কি দেখোনি'? বলে মূলতঃ আরবদের বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা কি দেখোনি? কারণ সূরাতে বর্ণিত ঘটনাটি তখন এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, আরবের ঘরে ঘরে এর চর্চা ছিল। উক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ঐ সময় মক্কায় অনেক লোক ছিল, যারা এমনকি উম্মে হানী (রাঃ)-এর নিকটে দু'পাত্র ভর্তি ঐসব গযবের পাথর গচ্ছিত ছিল।[১] অত্র সূরায় ছোট ছোট মাত্র পাঁচটি আয়াতের মাধ্যমে একটি বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে আরব নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাদেরকে উক্ত ঘটনার শিক্ষণীয় বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের বানাওয়াট মা'বূদগুলিকে ছেড়ে হক মা'বূদ আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে এসো। যাঁর ক্ষমতা তোমরা মাত্র কয়েক বছর পূর্বে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছ তৎকালীন বিশ্বশক্তি খৃষ্টানবাহিনীর মর্মান্তিক পরিণতির মাধ্যমে।

ঘটনার কারণঃ কা'বা ধ্বংসের কাহিনী বর্ণনার পূর্বে আবরাহা কেন ও কোন্ স্বার্থে এই দুঃসাহসিক অভিযান করতে গেল, তার কারণ জানা প্রয়োজন মনে করি। কেননা এর মধ্যে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় লুকিয়ে রয়েছে।

আবরাহার কা'বা অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি। কা'বা অভিযানের মাধ্যমে সে খৃষ্টানদের ধর্মীয় জোশকে তার পক্ষে ব্যবহারের চেষ্টা করেছিল মাত্র।

১. রাজনৈতিক কারণ ছিল এই যে, ইয়ামনের নাজরানের হিমিয়ারী বংশের সর্বশেষ ইহুদী শাসক যু-নাওয়াস হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের উপর স্রেফ ধর্মীয় কারণে যে অবর্ণনীয় নির্যাতন চালিয়ে তাদের ২০,০০০ লোককে হত্যা করেছিল (সূরা বুরূজে যে ঘটনা বিবৃত হয়েছে), তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাদের মধ্যে বেঁচে যাওয়া একমাত্র ব্যক্তি দাওস যু-ছা'লাবান খৃষ্টান রাজা রোম সম্রাট 'ক্বায়ছার'-এর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি তাদের নিকটবর্তী হাবশার খৃষ্টান রাজা নাজ্জাশীর নিকটে পত্র লিখে দেন তাকে সাহায্য করার জন্য।[২] সেমতে হাবশার (আবিসিনিয়ার) খৃষ্টান রাজা ইয়ামনের উপরে হামলা চালিয়ে তা দখল করে নেন ও অত্যাচারী যু-নওয়াস সাগরে ডুবে মরে। ফলে ৫২৫ খৃষ্টাব্দেই অত্রাঞ্চলের সর্বত্র হাবশী খৃষ্টানদের শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর এটা সম্পন্ন হয়েছিল তৎকালীন কনষ্ট্যান্টিনোপলের রোম সম্রাটের প্রেরিত নৌশক্তির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। একই সাথে রোম সম্রাট ('কায়ছার')-এর প্রতিদ্বন্দ্বী ইরান সম্রাট ('কিসরা')-এর সাসানীয় সাম্রাজ্যের বিপরীতে মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য সে এলাকায় সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল তৎকালীন খৃষ্টান বিশ্বের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

২- **অর্থনৈতিক স্বার্থঃ** ইরানের সাথে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে ঐ এলাকায় রোমকদের ব্যবসায়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নতুন ব্যবসায়িক অঞ্চল সৃষ্টি করার স্বার্থে রোম সম্রাট তাদের মিত্র হাবশী-খৃষ্টানদের সহায়তায় খৃষ্ট-পূর্ব যুগ থেকে আরবদের চলে আসা হাযার বছরের নৌবাণিজ্যের সুপ্রাচীন ব্যবসায়িক রুট দখল করতে চায়। এজন্য তারা প্রথমে নৌবাহিনী গঠনের মাধ্যমে আরবদের সমুদ্রপথ দখল করে নেয়। অতঃপর মরুভূমির বৈরী আবহাওয়ার কারণে নিজেরা ব্যর্থ হয়ে মিত্র হাবশা সম্রাটের মাধ্যমে ইয়ামন দখল করে। ফলে দক্ষিণ আরব হ'তে সিরিয়া পর্যন্ত আরবদের স্থল বাণিজ্য পথের উপরে রোম সম্রাটের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর মক্কা-মদীনা সহ পুরা দক্ষিণ আরব দখলের জন্য সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আবরাহাকে কাজে লাগায়। উল্লেখ্য যে, ইয়ামন দখলের সময় হাবশা বাহিনীর সেনাপতি ছিল 'আরিয়াত'। 'আবরাহা' ছিল তার অধীনস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ। কিন্তু পরে দু'জনের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে 'আরিয়াত' নিহত হ'লে 'আবরাহা' ইয়ামনের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে এবং ইয়ামনে হাবশা সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে নিজের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। আরিয়াতের সাথে দ্বৈতযুদ্ধে আবরাহার নাক কাটা পড়ার কারণে তাকে 'আশরাম'(الأشرم) বা নাককাটা বলা হয়। তার পুরা নাম আবু ইয়াকসূম আবরাহা ইবনুছ ছাব্বাহ (أبو يكسوم أبرهة ابن الصبّاح)।

১. *তাফসীর কুরতুবী ২০/১৯৫।*

২. *সীরাতে ইবনে হিশাম (মিসরঃ বাবী হালবী প্রেস ২য় সংস্করণ ১৩৭৫হিঃ/১৯৫৫খৃঃ) ১/৩৭ পৃঃ।*

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

কা'বা অভিযানের ঘটনাবলীঃ

পূর্ব আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ ও রোমান অধিকৃত অঞ্চলসমূহে পরিচালিত আরবদের শত শত বছরের ব্যবসায়িক আধিপত্য করায়ত্ব করার উদ্দেশ্যে এবং সেই সাথে ইবরাহীমী দ্বীনের অনুযারী আরবদেশ সমূহে খৃষ্টান ধর্মের প্রচার ও প্রসারের সুদূর প্রসারী লক্ষ্য নিয়ে রোমান ও হাবশী সম্রাটের যৌথ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য 'আবরাহা' বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন করে। 'গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধানোর' নীতি অবলম্বন করে সে আরবদের রাগান্বিত করার উদ্দেশ্যে ইয়ামনের রাজধানী ছান'আতে 'কুল্লাইস' নামক একটি কারুকার্য খচিত গীর্জা নির্মান করে এবং সবাইকে কা'বা গৃহ বাদ দিয়ে সেখানে হজ্জ করার নির্দেশ জারি করে। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে মুযার গোত্রের বনু ফুক্বায়েম শাখার হুযায়ফা বিন আব্দ আল-কিনানী নামক জনৈক তরুণ মুহাররম মাসের পবিত্রতা ভঙ্গ করে সেখানে প্রবেশ করে মলত্যাগ করে এবং মুহাররমের হুরমতকে সে ছফর মাসে পিছিয়ে দেয়।

যেটাকে আরবীতে (النسئ) বা পিছিয়ে দেওয়া বলে।

আরবরা বাধ্যগত কারণ বশে কখনো কখনো এটা করত। কুরআনেও বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে *(তওবাহ ৩৭)*। কেউ বলেন, আবরাহা নিজেই নিজের লোক দিয়ে এইসব করায়। কোনটাই অসম্ভব নয়। মূলতঃ আবরাহার উক্ত ঘোষণাটিই ছিল উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। বলা বাহুল্য, উক্ত ঘটনাকে অজুহাত করে আবরাহা প্রকাশ্যে কা'বা ধ্বংসের শপথ নেয় এবং কা'বা গৃহকে সমূলে উৎপাটন ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অনধিক ১৩টি শক্তিশালী হাতী সাথে নেয়, যারা একযোগে ধাক্কা দিয়ে বা শিকলে বেঁধে টান দিয়ে পুরা কা'বা গৃহকে উপড়িয়ে ফেলবে।

অতঃপর ৬০,০০০ সুশিক্ষিত সেনাদল দিয়ে আবরাহা মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়। কা'বা গৃহের প্রতি ও তার তত্ত্বাবধায়ক কুরায়েশ বংশের প্রতি অনুরাগী সারা আরব বিশ্ব আবরাহার এই অশ্রুতপূর্ব নোংরা অভিযানের খবর শুনে দারুণভাবে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হ'ল। অভিযানের শুরুতেই ইয়ামনের যু-নফর নামক জনৈক সরদার আরবদের একটি বাহিনী নিয়ে আবরাহার পথরোধ করেন। অতঃপর খাছ'আম গোত্রের লোকেরা তাদের নেতা নুফায়েল বিন হাবীব আল-খাছ'আমীর নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। অতঃপর ত্বায়েফ-এর বনু ছাক্বীফ গোত্র এগিয়ে এসেও পিছিয়ে যায় এবং কা'বার চাইতে নিজেদের দেবতা 'লাত'-এর মূর্তিকে বাঁচানোর জন্য আবরাহার শরণাপন্ন হয়। বিনিময়ে তারা আবু রিগাল নামক জনৈক ব্যক্তিকে পথপ্রদর্শক হিসাবে আবরাহার সঙ্গে পাঠায়। কিন্তু মক্কায় পৌঁছানোর তিন ক্রোশ আগেই আল-মুগাম্মিস নামক স্থানে সে মৃত্যুবরণ করে। আবরাহাকে পথ দেখানো ছিল একটি জাতীয় অপরাধ। তাই আরব জনগণ দীর্ঘদিন যাবৎ তার কবরের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করে এবং লাত-এর মন্দির রক্ষার বিনিময়ে কা'বা ধ্বংসে সহযোগিতার জন্য আরবগণ দীর্ঘদিন যাবৎ ত্বায়েফের বনু ছাক্বীফ গোত্রের উপরে অভিসম্পাৎ করতে থাকে।

আবরাহা অতঃপর আসওয়াদ বিন মাকৃছূদ-এর নেতৃত্বে অগ্রবর্তী সেনাদলকে মক্কায় পাঠায়। তারা সেখানে গিয়ে বহু উট লুট করে আনে। যার মধ্যে রাসূলের দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিবের ২০০ উট ছিল। আবরাহা মক্কার নেতাদের নিকটে হুনাত্বাহ আল-হিমিয়ারীকে দূত হিসাবে পাঠালো এই মর্মে যে, তারা বাঁধা না দিলে বিনা রক্তপাতে কেবলমাত্র কা'বা ধ্বংস করেই তারা চলে যাবে। এ বিষয়ে তাদের নেতা তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারেন। অতঃপর মক্কার নেতা হিসাবে আব্দুল মুত্ত্বালিব তাঁর কয়েকজন সন্তানসহ আবরাহার কাছে এলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বলিষ্ঠ চেহারা ও সৌম্য কান্তি দেখে আবরাহা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়ে নিজে চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে তাঁর পাশে নীচে আসন গ্রহণ করে। অতঃপর আবদুল মুত্ত্বালিব কা'বা গৃহ সম্পর্কে কোন কথা না বলে কেবল নিজের লুণ্ঠিত উটগুলি ফেরৎ চাইলেন। এতে আবরাহা ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, اَتُكَلِّمُنِى فِىْ مِائَتَىْ بَعِيْرٍ أَصَبْتُهَا لَكَ وَ تَتْرُكُ بَيْتاً هُوَ دِيْنُكَ وَ دِيْنُ اٰبَاءِكَ، قَدْ جِئْتُ لِهَدْمِهِ وَ لاَتُكَلِّمُنِى فِيْهِ! 'আপনি আপনার লুণ্ঠিত ২০০ উট সম্পর্কে কথা বললেন। অথচ ঐ গৃহ সম্পর্কে কিছুই বললেন না, যেটি আপনার ও আপনার বাপ-দাদার দ্বীন। আমি এসেছি ওটাকে ধ্বংস করতে। অথচ আপনি সে সম্পর্কে কিছুই বললেন না'। জবাবে তিনি বলেন, إِنِّى أَنَا رَبُّ الْإِبِلِ وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا سَيَمْنَعُهُ। 'আমি উটের মালিক। কা'বা গৃহের একজন মালিক আছেন। সত্বর তিনি তার হেফাযত করবেন'। জবাবে আবরাহা বলল, مَا كَانَ لِيَمْتَنِعَ مِنِّيْ 'সে আমার হামলা থেকে তার গৃহকে রক্ষা করতে পারবে না'। আবদুল মুত্ত্বালিব বললেন, أَنْتَ وَ ذَاكَ 'ওটা তোমার ও তাঁর মধ্যকার ব্যাপার'। আবরাহা তার উটগুলি ফেরৎ দিল। আবদুল মুত্ত্বালিব ফিরে এসে ব্যাপক গণহত্যা থেকে বাঁচার জন্য সকলকে বিভিন্ন পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিতে বললেন। অতঃপর কয়েকজন নেতাকে সাথে নিয়ে কা'বা গৃহে গমন করে কা'বার দরজা ধরে কাঁদতে কাঁদতে দো'আ করেন, যা ইতিহাসের গ্রন্থগুলিতে বিভিন্নভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন-

يَارَبِّ لاَ أَرْجُوْ لَهُمْ سِوَاكَ + يَا رَبِّ فَامْنَعْ مِنْهُمْ حِمَاكَ

إِنَّ عَدُوَّ الْبَيْتِ مَنْ عَادَاكَ + اِمْنَعْهُمْ أَنْ يُّخَرِّبُوْا قِرَاكَ

'হে প্রভু! ঐ শত্রুদের বিরুদ্ধে আমি তোমাকে ব্যতীত কারু নিকটে কিছুই আশা করি না। হে প্রভু! ওদের ক্ষতি থেকে তুমি তোমার পবিত্র হারামকে হেফাযত কর'। 'নিশ্চয়ই এই

গৃহের শত্রু তারাই, যারা তোমার সাথে শত্রুতা করে। তুমি তোমার জনপদকে ওদের ধ্বংসকারিতা হ'তে রক্ষা কর'।[৩]

তিনি আরও বলেন, وَانْصُـــرْنَا عَلَى اٰلِ الصَّلِيْبِ وَعَـابِدِيْهِ الْيَـوْمَ اٰلَكَ 'ক্রুশধারী ও উহার পূজারীদের মুকাবিলায় আজ তুমি আমাদেরকে অর্থাৎ তোমার নিজ পরিজনদেরকে সাহায্য কর (হে প্রভু)'।

এইভাবে কাতর প্রার্থনা শেষে তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে হেরা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলেন ও আল্লাহ্র সাহায্যের আশায় প্রহর গুনতে থাকেন। শিক্ষনীয় বিষয় এই যে, এই মহাবিপদের সময় মক্কার নেতারা কেউ ৩৬০টি দেব-দেবীর অসীলায় বা তাদের নিকটে কোনরূপ সাহায্য কামনা করেননি। অথচ উপমহাদেশের মুসলিম নামধারীগণ আনন্দে ও বিপদে হর-হামেশা স্ব স্ব মৃত পীরের অসীলায় মুক্তি কামনা করে থাকেন।

পরের দিন আবরাহা মক্কায় প্রবেশ করার জন্য অগ্রসর হ'ল। কিন্তু আবরাহার নিজের হস্তীসেরা 'মাহমূদ' হঠাৎ বসে পড়ল। মেরে পিটিয়ে শত চেষ্টা করেও তাকে উঠানো গেল না। উল্টা দিকে যেতে বললে সে দ্রুত দৌড়ায়। কিন্তু মক্কার দিকে যেতে বললে বসে পড়ে। বাকী হস্তীগুলির অবস্থাও তথৈবচ। এমতাবস্থায় হঠাৎ আসমান অন্ধকার করে ঝাঁকে ঝাঁকে হলুদ ঠোঁট ওয়ালা সামুদ্রিক কালো পাখি উড়ে এলো। তাদের প্রত্যেকের দু'পায়ে ও ঠোঁটে মোট তিনটি করে কংকর ছিল। আবরাহা বাহিনীর উপরে এসে তারা ঐ কংকর নিক্ষেপ করতে লাগলো। যার গায়ে পড়ল, সে মরতে থাকল। কংকর গায়ে পড়লেই সাথে সাথে প্রচণ্ড চুলকানি শুরু হয়ে যেত। আর সে নিজেই নিজের দেহের মরা-পঁচা গোশত ছিঁড়ে ফেলতে ফেলতে এক সময় মৃত্যু বরণ করত। ইয়াকূব বিন উৎবা বলেন, এই ঘটনার পূর্বে আরবরা কখনো বসন্ত রোগ দেখেনি। আবরাহারও একই পরিণতি হ'ল। দিকভ্রান্ত হয়ে সব পালাতে লাগল। কিন্তু পালাবার পথও তাদের জানা নেই। অবশেষে 'খাছ'আম' এলাকা থেকে যাকে পথপ্রদর্শক হিসাবে ধরে এনেছিল, সেই নুফায়েল বিন হাবীব আল-খাছ'আমীকে (نفيل بن حبيب الخثعمى) খুঁজে বের করে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার অনুরোধ করলো। জবাবে নুফায়েল অস্বীকার করে বলল,

أَيْنَ الْمَفَرُّ وَالْإِلٰهُ الطَّالِبُ + وَالْأَشْرَمُ الْمَغْلُوْبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

'কোথায় পালাবে তুমি! স্বয়ং আল্লাহ তোমার সন্ধানকারী। 'নাককাটা'(আবরাহা) পরাজিত। সে কখনোই বিজয়ী হ'তে পারবে না'।

এইভাবে কিছু লোক সেখানেই মরল। বাকীরা রাস্তা-ঘাটে পড়ে মরে থাকল। আবরাহা নিজে রাজধানী ছান'আতে ফিরে এসে মারা গেল।

৩. তাফসীর ইবনু জারীর ৩০/১৯৫ পৃঃ।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল মিনা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী 'মুহাছছাব' (المحصّب) উপত্যকার 'মুহাসসির' নামক স্থানে। মিনা ও মুযদালিফার মধ্যে যাতায়াতের সময় রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণে হাজী ছাহেবগণ এই স্থানটি দ্রুত অতিক্রম করেন। যাতে তারা এই গযব নাযিলের স্থানটিতে এসে পুরানো স্মৃতি স্মরণ করেন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নুফায়েল বিন হাবীব তার কবিতায় এই স্থানে গযব নাযিলের স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন,

رُدَيْنَةُ لَوْرَأَيْتِ وَلَمْ تَرِيْهِ + لَدَى جَنْبِ الْمُحَصَّبِ مَا رَأَيْنَا

حَمِدْتُ اللّٰهَ إِذَا أَبْصَرْتُ طَيْرًا + وَخِفْتُ حِجَارَةً تُلْقَى عَلَيْنَا

وَكُلُّ الْقَوْمِ يَسْأَلُ عَنْ نُفَيْلٍ + كَأَنَّ عَلَيَّ لِلْحَبْشَانِ دَيْنَا

(১) হে রুদাইনা! যদি তুমি দেখতে সেই ঘটনা, -না তুমি তা দেখোনি- মুহাছছাব উপত্যকার নিকটে আমি যা দেখেছি (২) আমি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি, যখন আমি পাখিগুলিকে দেখেছি ও ভয় পেয়েছিলাম পাথরগুলিকে যেন তা আমাদের উপরে এসে না পড়ে (৩) ঐ লোকগুলির প্রত্যেকে নুফায়েলকে খুঁজছিল। যেন আমার উপরে হাবশীদের কোন ঋণ চেপে ছিল'।

তারা যে সংখ্যায় ৬০,০০০ ছিল, এটাও তাদের কবিতার মাধ্যমে তারা স্মরণীয় করে রেখেছে। যেমন কবি আবদুল্লাহ ইবনুয যাব'আরী বলেন,

سِتُّوْنَ أَلْفًا لَمْ يَؤُبُوْا أَرْضَهُمْ + وَلَمْ يَعِشْ بَعْدَ الْإِيَابِ سَقِيْمُهَا

كَانَتْ بِهَا عَادٌ وَجُرْهُمْ قَبْلَهُمْ + وَاللّٰهُ مِنْ فَوْقِ الْعِبَادِ يُقِيْمُهَا

'ওরা ৬০,০০০ ছিল। নিজেদের মাটিতে তারা ফিরে যেতে পারল না। আর ফিরে গেলেও তাদের রুগ্ন ব্যক্তিটি (আবরাহা) বেঁচে থাকতে পারল না'। 'তাদের পূর্বে সেখানে 'আদ ও জুরহুম গোত্রের লোকেদের বসবাস ছিল। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপরে সর্বদা বর্তমান। তিনিই তাদেরকে রক্ষা করেন'।

ব্যর্থ কা'বা অভিযানের এই শিক্ষনীয় ঘটনা অন্য একজন কবি আবু ক্বায়েস বিন আসলাত বর্ণনা করেন এভাবে,

فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا رَبَّكُمْ وَتَمَسَّحُوْا + بِأَرْكَانِ هَذَا الْبَيْتِ بَيْنَ الْأَخَاشِبِ

فَلَمَّا أَتَاكُمْ نَصْرُ ذِي الْعَرْشِ رَدَّهُمْ + جُنُوْدُ الْمَلِيْكِ بَيْنَ سَافٍ وَحَاصِبِ

'অতএব তোমরা ওঠো ও তোমাদের প্রভুর ছালাতে রত হও এবং মক্কা ও মিনার পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত আল্লাহ্র ঘরের স্তম্ভ সমূহ স্পর্শ কর'। 'অতঃপর যখন আরশ অধিপতির সাহায্য তোমাদের জন্য এসে গেল। তখন সেই রাজাধিরাজের সৈন্যদল তাদেরকে এমনভাবে ফিরিয়ে দিল যে, কেউ ধূলায় লুণ্ঠিত হ'ল ও কেউ নিক্ষিপ্ত পাথরে হ'ল চূর্ণ-বিচূর্ণ'।

ঘটনার সময়কাল, পরিণতি ও ফলাফলঃ

৫৭১ খৃষ্টাব্দে হজ্জ মওসুমের পরে মুহররম মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয় এবং ৫৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই পারস্য সম্রাটের হামলায় ইয়ামনে হাবশী শাসনের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে। এই ঘটনাটিকে বিশ্বনবীর আগমনের পূর্বাভাষ বা 'ইরহাছ' (الإرهاص) বলা হয়। কেননা এ ঘটনার অন্যূন ৫০ দিন পরে ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল মুতাবেক ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার রাসূলের জন্ম হয়। এই ঘটনার শুভ ফল হিসাবে কুরায়েশগণ একটানা ১০ বছর মতান্তরে ৭ বছর আর কোনরূপ শিরক করেনি। এই সময় তারা কেবলমাত্র লা-শারীক আল্লাহ্র ইবাদত করত। আরবরা ঐ বছরটিকে 'আমুল ফীল' (عام الفيل) বা 'হস্তীবর্ষ' নামে অভিহিত করে। উল্লেখ্য যে, শেষনবীর আবির্ভাবের পর হাবশার সম্রাট নাজ্জাশী রাসূলকে সমর্থন দেন ও তাঁর অনুসারীদের আশ্রয় দেন।[৪]

শিক্ষাঃ

১. আল্লাহ্র সর্বোচ্চ শক্তি সম্পর্কে বান্দাকে চাক্ষুষভাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

২. যালেমের বিরুদ্ধে মযলূমের একমাত্র আশ্রয় হ'লেন আল্লাহ এবং যালেমের ধ্বংস অনিবার্য।

৩. আল্লাহ্র সাহায্য পেলে যেকোন পরাশক্তি পদদলিত হ'তে বাধ্য।

৪. আল্লাহ্র সাহায্য পেতে হ'লে অন্য সকল শক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল তাঁরই করুণা ভিক্ষা করতে হয়।

৫. শেষনবী (ছাঃ)-এর দাওয়াত ছিল শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত। জীবনের সর্বক্ষেত্রে উক্ত তাওহীদ প্রতিষ্ঠাই হ'ল ইসলামী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য।

উপসংহারঃ

সেদিনের খৃষ্টান পরাশক্তি যেমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ হাছিলের লক্ষ্যে আরব ভূমিতে হামলা চালিয়েছিল, আজকের খৃষ্টান পরাশক্তি তেমনি উভয় স্বার্থ হাছিলের লক্ষ্যে ইরাকের মাটিতে হামলে পড়েছে। সেদিন যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে তারা ধর্মীয় ইস্যু সৃষ্টি করেছিল, আজও তেমনি ইচ্ছাকৃতভাবে তারা ইসলামকে জঙ্গীবাদ বলে আখ্যায়িত করছে এবং ইরাক হামলাকে 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধ নামে অভিহিত করছে। সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী উক্ত জঙ্গীবাদ মুকাবিলার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে। এক্ষনে যদি মুসলিম উম্মাহ সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে ও কেবল তাঁরই প্রেরিত অহি-র বিধান বাস্তবায়নে তৎপর হয়, তাহ'লে আল্লাহ্র ঐশী শক্তি তাদের মদদের জন্য যথেষ্ট হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, তাফসীরে ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর, কুরতুবী, আর-রাহীকুল মাখতূম প্রভৃতি অবলম্বনে।

প্রবন্ধ

ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে পানি

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

(২য় কিস্তি)

আকাশ হ'তে বারি বর্ষণ ও ভূপৃষ্ঠ সিক্তকরণঃ

পানির গতিপথ সংক্রান্ত মতপার্থক্য পূর্বে বেশ ছিল। কিন্তু আল-কুরআন তার সুস্পষ্ট সমাধান দিয়েছে। যা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। পূর্বের আলোচনায় আধুনিক বিজ্ঞান পানির যে গতিপথ বিশ্লেষণ করেছে নিম্নের আয়াতগুলির সাথে এর চমৎকার মিল রয়েছে। মহান আল্লাহ আকাশ হ'তে বারিধারা বর্ষণ করেন এবং মৃত যমীনকে সিক্ত ও উজ্জীবিত করেন।

আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ আকাশ হ'তে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর এর দ্বারা মৃত্যুর পর (শুকিয়ে যাওয়ার পর) যমীনকে জীবন্ত (সবুজ) করে তোলেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন সমূহ রয়েছে শ্রবণকারীদের জন্য' *(নাহল ৬৫)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, 'লক্ষ্য কর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস-রজনীর পার্থক্যে, মানুষের মুনাফার জন্য সমুদ্রে জাহাজ সমূহের চলাচলে, আসমান হ'তে আল্লাহ কর্তৃক বৃষ্টি বর্ষণে, তদ্বারা মৃত ধরণীকে পুনরুজ্জীবিত করণে, আবহাওয়ার পরিবর্তনে, আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী অধিনস্থ মেঘমালায় নিদর্শন রয়েছে সে সব মানুষের জন্য, যারা জ্ঞানী' *(বাক্বারাহ ১৬৪)*।

আকাশ হ'তে বারি বর্ষণের ফলে শুষ্ক ধরণী সঞ্জীবন লাভ করতঃ বিবিধ খাদ্য-শষ্য উদগত করে। তা ভক্ষণ করে জীব-জন্তু জীবন ধারণ করে। আলো, বাতাস, সলিল সবকিছুই মানুষের জীবন রক্ষার সহায়ক। এগুলি প্রত্যক্ষ করে প্রত্যেক জ্ঞানবানেরই জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয়। নিশ্চয়ই এগুলিতে আল্লাহ্র একত্ববাদের নিদর্শন সমূহ বিরাজমান।[১৩]

তিনি আরো বলেন, '(আল্লাহ) তিনিই, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য দোলনা সদৃশ করে সৃষ্টি করেছেন এবং তার মধ্যে তোমাদের জন্য রাস্তা সমূহ তৈরী করেছেন। তিনিই আসমান হ'তে বারি বর্ষণ করে থাকেন এবং তদ্বারা উৎপন্ন করে থাকেন গাছপালার জোড়া সমূহ, যা একটি অপরটি হ'তে আলাদা। খাও! এবং তোমরা জন্তু-জানোয়ারদেরও চরাও। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা বুদ্ধিমান' *(ত্বোহা ৫৩-৫৪)*।

'অতঃপর আল্লাহ যমীনকে বিস্তৃত করেছেন। তার মধ্য হ'তে বের করেছেন পানি ও ঘাম এবং পর্বত সমূহ

** আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১৩. মাওঃ আশরাফ আলী থানভী, তাফসীরে আশরাফী (বঙ্গানুবাদ) (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, সংশোধিত সংস্করণঃ রবীউল আউয়াল, ১৩৮২ হিঃ), ২য় পারা, পৃঃ ২২।

প্রতিষ্ঠিত করেছেন দৃঢ়ভাবে, তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর উপকারার্থে' *(নাযি'আত ৩০-৩৩)*। উপস্থাপিত আয়াতগুলি সুস্পষ্ট প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ আসমান হ'তে পানি বর্ষণ করে মৃত ধরাকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

তিনি আরো বলেন, 'আমরা আকাশ হ'তে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণ মত এবং স্থান দেই তাকে যমীনের বুকে এবং আমরা তা অপসারণ করার ক্ষমতাও রাখি' *(মুমিনূন ১৮)*। এ আয়াতে আকাশ হ'তে বারি বর্ষণের সাথে 'বিক্বাদার' কথাটি উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে খুবই দুর্বল। ফলে যেসব জিনিস তার জীবনের জন্য অপরিহার্য, সেগুলি নির্ধারিত পরিমাণের বেশী হয়ে গেলে তার জন্য বিশেষ ক্ষতিকর এমনকি কষ্টকর হয়ে যায়। যে পানির অপর নাম জীবন, সে পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশী বর্ষিত হয়ে মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়বে বিধায় আল্লাহ পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করেন।

তবে আল্লাহ কোন কোন ক্ষেত্রে প্লাবন-তুফান চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্র ভিন্ন।[১৪] আল্লাহ আরো বলেন, 'আমরা আকাশ হ'তে বরকতপূর্ণ পানি বর্ষণ করে থাকি, তার সাহায্যে উৎপন্ন করি বাগান সমূহ ও চাষাবাদের ফসলাদি, দীর্ঘ খেজুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর। বান্দাদের জীবিকা স্বরূপ এবং বৃষ্টির দ্বারা আমি মৃত জনপদকে সঞ্জীবিত করি। এমনিভাবে পুনরুত্থান ঘটবে' *(ক্বাফ ৯-১১)*। আল্লাহ বলেন, 'আমরা বৃষ্টি গর্ভবায়ু পরিচালনা করি। অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদের তা পান করাই। বস্তুতঃ তোমাদের কাছে এর ভাণ্ডার নেই' *(হিজর ২২)*।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কুদরতে কিভাবে সমুদ্রের পানিকে ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র পৌঁছানোর অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়। তিনি সমুদ্রে বাষ্প সৃষ্টি করেন। বাষ্প বৃষ্টির উপকরণ (মৌসুমী বায়ু) সৃষ্টি হয় এবং উপরে বায়ু প্রবাহিত করে একে পাহাড়সম মেঘমালার পানি ভর্তি জাহাজে পরিণত করেন। অতঃপর এসব পানি ভর্তি উড়োজাহাজকে পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে দরকার পৌঁছে দেন। এরপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সেখানে যতটুকু পানি দেয়ার আদেশ হয়,স্বয়ংক্রিয় উড়ন্ত মেঘমালা সেখানে সে পরিমাণ পানি বর্ষণ করে।[১৫]

আল্লাহ বায়ু সম্পর্কে আরো বলেন, 'আল্লাহ বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চারিত করে। অতঃপর আমি তা মৃত ভূগর্ভের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর তদ্বারা সে ভূখণ্ডকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করে দেই। এমনিভাবেই পুনরুত্থান' *(ফাত্বির ৯)*। 'তিনিই আল্লাহ যিনি বাতাস প্রবাহিত করেন, যা উত্থিত করে মেঘমালা। তিনিই তাদের ছড়িয়ে দেন আসমানে যেমন ইচ্ছা এবং তাদের ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করেন। পরে তুমি দেখতে পাও যে, তাদের মধ্য হ'তে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে থাকে। তিনি যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে তাঁর বান্দাদের নিকট পাঠিয়ে দেন এবং তারা উল্লাসিত হয়' *(রূম ৪৮)*।

'সেই সামগ্রী আল্লাহ প্রেরণ করে থাকেন আসমান হ'তে এবং তার দ্বারা তিনি পুনরুজ্জীবিত করেন ধরাকে তার মৃত্যুর পর এবং বাতাসের (গতি) পরিবর্তনের মাঝে নিদর্শন রয়েছে সে সব লোকের জন্য, যারা জ্ঞানী' *(জাছিয়া ৫)*। আলোচ্য আয়াতে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে বায়ুর গতি পরিবর্তনের উপর। বলা আবশ্যক যে, বায়ুর এ গতি পরিবর্তনের উপরেই নির্ভর করে বৃষ্টির চক্রাকার গতিধারা।[১৬]

'(আল্লাহ) তিনিই, যিনি বাতাস পাঠিয়ে থাকেন তাঁর রহমতের খোশ খবরদাতা হিসাবে। যখন তারা ভারবাহী মেঘমালাকে বহন করে, আমরা তাকে চালনা করি মৃত যমীনের দিকে। তারপর আমরা তাদের মধ্য হ'তে পানি বর্ষাই। তাদের দ্বারা সাধারণের ফল-মূল উৎপন্ন করি' *(আ'রাফ ৫৭)*। '(আল্লাহ) তিনিই, যিনি বাতাস প্রেরণ করেন, তাঁর রহমতের খোশ খবরদাতা হিসাবে। আমরা তা থেকে সুপেয় পানি বর্ষাই, যেন মৃত যমীন পুনরুজ্জীবিত হয় এবং আমরা যাদের সৃষ্টি করেছি সে জন্তু-জানোয়ার ও মানবমণ্ডলী পানির সরবরাহ পেতে পারে' *(ফুরক্বান ৪৮-৪৯)*। 'আল্লাহ বর্ষণ করেন পানি আসমান হ'তে, যাতে নদী সকল প্রবাহিত হ'তে পারে তাদের পরিমাণ অনুসারে। বেগবান প্রবাহ ভাসিয়ে নিয়ে যায় বর্ধমান ফেনা' *(রা'দ ১৭)*। 'বলুন তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করে দিবে পানির স্রোতধারা' *(মুলক ৩০)*। 'তোমরা কি দেখনা যে আল্লাহ্ আকাশ হ'তে পানি বর্ষণ করেন এবং তাকে বিভিন্ন সূত্রে যমীনের ভিতরে নেন? অতঃপর তিনি মাঠগুলিতে উৎপন্ন করেন বিভিন্ন রঙের নানা শষ্য' *(যুমার ২১)*। 'তার মধ্যে আমরা সংস্থান করেছি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সমূহ এবং পানির ঝরণা বেগে প্রবাহিত করেছি' *(ইয়াসীন ৩৪)*।[১৭]

ঝরণা সমূহের উপযোগিতা এবং কিভাবে তারা বৃষ্টির পানি দ্বারা পরিপুষ্ট হয় তা উপরের কয়েকটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা একটু পিছনে তাকালে দেখতে পাব মধ্যযুগে এরিষ্টোটলের মত মনীষীদের মতবাদ কিভাবে সেকালে সর্বত্র স্বীকৃত ও সমর্থিত হ'ত। এরিষ্টোটলের মতবাদ অনুসারে ঝরণাধারা সমূহ পরিপুষ্ট হয়ে থাকে ভূগর্ভস্থ হ্রদের পানির দ্বারা।[১৮] শুধুমাত্র রেনেসাঁর যুগ

১৪. তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃঃ ৯১৫।
১৫. তদেব, পৃঃ ৭২৮।
১৬. বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, পৃঃ ২৩৯।
১৭. একই বিষয়ে যথাসম্ভব একাধিক আয়াত উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠে। দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশংকায় প্রতিটি আয়াতের বিশ্লেষণ করা হয়নি। -লেখক।
১৮. বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, পৃঃ ২৪০।

(১৪০০-১৬০০ খ্রীঃ) আসার পরই পানি বিজ্ঞান নিরেট দার্শনিক মতবাদের বাধা অতিক্রম করতে পেরেছিল এবং কেবল তখনই নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণের ধারাকে পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার ভিত্তি হিসাবে সম্ভব হয়েছিল।

লিওনার্দ্যো দ্যা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) এরিষ্টোটলের পানি সংক্রান্ত বক্তব্য তথা মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বার্নাড পেলিসি তাঁর 'ওয়াণ্ডারফুল ডিসকোর্স অন দি নেচার অব ওয়াটার্স এ্যাণ্ড ফাউন্টেনস বোথ ন্যাচারাল এ্যাণ্ড আর্টিফিসিয়াল' পুস্তকে পানির চক্রাকার গতিপথ সম্পর্কে বিশেষত বৃষ্টির পানির দ্বারা ঝরণা সমূহের পরিপুষ্টি সাধনের বিষয়ে প্রথম নির্ভুল ব্যাখ্যা তুলে ধরেন।[১৯] মেঘমালা সম্পর্কে ডঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান বলেন, 'মেঘ প্রথমে থাকে বাষ্পাকারে, ফলে একে তখন দেখা যায় না'। যখন ঘনীভূত বা পুঞ্জীভূত হয় তখনই কেবল আমরা দেখতে পাই। এভাবে মেঘ যখন পূর্ণগর্ভ হয়, তখনই নির্গত হয় বারি ধারা।[২০]

আকাশ হ'তে বৃষ্টিপাতের সময় আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়, যা হচ্ছে বিদ্যুৎ চমক (বিজলী), এতে রয়েছে প্রচুর উপকার। যেমন আল্লাহ বলেন, '(আল্লাহ) তোমাদেরকে দেখান বিজলী, যাতে আছে যুগপৎ ভয় ও ভরসা' *(রা'দ ১২)*। বিজলীতে ভয়ের কারণ আছে এটা স্পষ্ট, কিন্তু এতে ভরসা কি আছে তা অবশ্যই অনুসন্ধান সাপেক্ষ। গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আকাশে বিদ্যুৎ চমকের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন গ্যাস নাইট্রেটে পরিণত হয় এবং তা বৃষ্টির সাথে মাটিতে নেমে আসে। আর এই নাইট্রেট উদ্ভিদ জগতের প্রধান খাদ্য।[২১] নাইট্রোজেন জীবকুলের জন্য অপরিহার্য। বাতাসে ৭৭ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। তাই আমরা সহজে অম্লজান নাসারন্ধ্র করতে পারি। বাতাসে নাইট্রোজেন না থাকলে জীবন রক্ষাকারী অম্লজান গ্রহণ করা সম্ভব হ'ত না। নাইট্রোজেন সার জমির উর্বর শক্তি বৃদ্ধি করে। মহাশূন্যে প্রতি ইঞ্চিতে ২ কোটি টন নাইট্রোজেন গ্যাস থাকে, যা বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সাহায্যে জমিতে ফিরে আসে। উলকাপাতের সাহায্যেও নাইট্রোজেন ধরাপৃষ্ঠে পতিত হয়।[২২]

এতসব অবদান দিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় মানুষকে আল্লাহ তা'আলা উপকৃত করেন, যা কল্পনার বাইরে। আল্লাহ এ সমস্ত নিদর্শন দিয়েছেন তাঁর বান্দাদেরকে, যেন তারা তাঁর একত্বে বিশ্বাসী হয়।

১৯. ঐ, পৃঃ ২৪০-২৪১।
২০. ডাঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান, কমপিউটার ও আল-কোরআন (আল-কোরআনের সত্যতার বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রতিষ্ঠান), প্রকাশ কালঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ ইং), পৃঃ ১০৫।
২১. ঐ, পৃঃ ১০৫-১০৬।
২২. আলহাজ আব্দুর রহিম মিঞা, বিজ্ঞানে কোরআনের মর্মবাণী (রাজশাহীঃ প্রকাশক জাহান আরা বেগম, হাসি ভিলা, ১ম সংস্করণঃ জানুয়ারী ১৯৯৭ইং), পৃঃ ৩২।

পানির একটি ভিন্নরূপঃ

পানির আরেকটি রূপ হ'ল, পানি ক্ষেত্র বিশেষে জমাটবদ্ধ হয়ে বরফে পরিণত হয়। ৪° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পানি সর্বোচ্চ ঘনত্বে পৌঁছে। এটি পানির তরল রূপ। তাপমাত্রা আরো কমে গেলে পানি কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হয়। তখন তার নাম হয় বরফ। এ সময় পানি আয়তনে বৃদ্ধি পায়। আর এ কারণেই বরফ পানির উপরে ভেসে থাকতে পারে।[২৩] যে অঞ্চলে তাপমাত্রা শূন্যের কোঠায় পৌঁছে, সেখানে পানির তাপ আদান-প্রদানের এক বিস্ময়কর ধর্ম না থাকলে সমুদ্রের জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যেত। পানি যখন বরফে পরিণত হ'তে থাকে, তখন সে নিজ দেহ হ'তে বিপুল পরিমাণ তাপ বের করে দেয় (৮০ ক্যাল/সিসি)। এই তাপ সমুদ্রের নীচের জীবন ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার এক অপরিহার্য শর্ত। কোন কারণে সমুদ্রের তলদেশে বরফ জমতে শুরু করলে তা আয়তনে বৃদ্ধি পায়, ঘনত্ব কমে আসে, ফলে তাকে ভেসে উঠতে হয় উপরে। এই প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে আসা তাপমাত্রা আশ-পাশের পানিকে হিমাংকের উপরে থাকতে সাহায্য করে। উপরে জমে যাওয়া পানির আস্তরণের নীচে তাই চলে জীবনের ধারা। পানির এই গুণটি না থাকলে মেরু অঞ্চলীয় নদ-নদী ও সাগর-উপসাগর হয়ে পড়ত এক একটা আস্ত বরফের টুকরো। এটি সংক্রমিত হয়ে পড়ত অন্যান্য অঞ্চলে। মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে পড়ত জীবন।[২৪]

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বিষয়টা আরো পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, সমুদ্রের পানি যখন বরফে রূপান্তরিত হয়, তখন যদি তা উপরে ভেসে না উঠতো, তাহ'লে কি অবস্থা ঘটত? পানির নীচের প্রাণীদের জীবন যাত্রা হয়ে পড়ত অসহনীয়। আসলে এগুলি আল্লাহ্‌রই নিদর্শন। আল্লাহ সতর্ক করেছেন মানব গোষ্ঠীকে- 'ওহে মানুষ! তোমাদের কি হ'ল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য স্বীকার করছ না'? *(নূহ ১৩)*।

মহা বিস্ময়কর নিদর্শনঃ

আল্লাহ্‌র কি অসীম শক্তি যে, তিনি দু'সমুদ্রের মিলন স্থলে তাঁর বান্দাদের জন্য নিদর্শন রেখে দিয়েছেন। সমুদ্রের পানি তর তর বেগে প্রবাহিত হচ্ছে অথচ কি বিস্ময়কর ব্যাপার দু'সমুদ্রের মিলনস্থলে পানির রং দু'ধরনের। অথচ উভয়ই পানি। সত্যিই এটা ভাববার বিষয়। নদীর নির্মল সুপেয় পানি যখন সমুদ্রের লোনা পানিতে গিয়ে পড়ে, তখন তা সাথে সাথে মিশে যায় না। পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে যে ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে কারো কারো মতে তা টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস (দজলা ও ফোরাত) নদীর মোহনার ঘটনা। এই দু'টি নদী এক সঙ্গে মিশেছে এবং প্রায় ১০০ মাইল বিস্তৃত এ মোহনাকে (যা শাতিল আরব নামে পরিচিত) অনেকে সাগর নামে অভিহিত করে থাকেন। এখানে উপসাগরের

২৩. বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন সুন্নাহ, পৃঃ ৪০-৪১।
২৪. আল-কোরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ, পৃঃ ১২৫।

অভ্যন্তরে জোয়ার-ভাটার একটা চমৎকার প্রাকৃতিক রহস্যময় ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। জোয়ারে সাগরের লোনা পানি ফিরে না এসে, ফিরে আসে কেবলমাত্র মিঠা পানি। ফলে সে পানিতে আশেপাশের প্রয়োজনীয় সেচ ব্যবস্থা সহজেই সম্ভব হয়। আয়াতে বর্ণিত বক্তব্য সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য জানা দরকার যে, ইংরেজীতে যাকে আমরা 'সি' বলি তার আরবী শব্দ 'বাহ্‌র' এর সাধারণ অর্থ বাংলায় যেমন সাগর, দরিয়া। এই 'বাহ্‌র' বলতে বিস্তীর্ণ পানির এলাকা বুঝানো হয়। এর দ্বারা যেমন সাগর বোঝায়, তেমনি নীলনদ অথবা টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের মত অন্যান্য বড় বড় নদীকেও বোঝানো যেতে পারে।[২৫]

সমুদ্রের পানি বিভক্তকরণ সম্পর্কিত আয়াত সমূহ নিম্নরূপ-

'(আল্লাহ) তিনিই, যিনি দু'সমুদ্রকে মিলিয়ে দিয়েছেন। একটি গ্রহণযোগ্য সুমিষ্ট, অন্যটি লোনা, তিক্ত। তিনি দু'দরিয়ার মাঝে রেখে দিয়েছেন একটি আড়াল। ইহা এমন একটি প্রাচীর, যা লংঘন নিষিদ্ধ' *(ফুরক্বান ৫৩)*। 'দুই সাগর এক নয়। একটার পানি গ্রহণযোগ্য, সুমিষ্ট, পানে আনন্দ। অপরটি লোনা এবং স্বাদে কটু' *(ফাত্বির ১২)*। 'তিনি দু'দরিয়াকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তারা পরস্পর মিলিত হয়। তাদের মধ্যে রয়েছে একটি আড়াল- যা তারা অতিক্রম করে না। তাদের মধ্য হ'তে আসে মুক্তা ও প্রবাল' *(আর-রহমান ১৯, ২০ ও ২২)*।

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে উভয় প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। একটির পানি মিঠা অপরটির লোনা। কোন কোন স্থানে উভয় দরিয়া একত্রে মিলিত হয়েছে, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু যে স্থানে মিঠা ও লোনা উভয় প্রকার দরিয়া পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, সেখানে বেশ দূর পর্যন্ত উভয়ের পানি আলাদা ও সতন্ত্র থাকে। কোথাও কোথাও এই মিঠা ও লোনা পানি উপরে ও নীচে প্রবাহিত হয়। পানি তরল ও সূক্ষ্ম পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে মিশ্রিত হয় না।[২৬]

এই দু'নদী কিংবা দু'সমুদ্রের বা সাগরের পানির লোনা ও মিঠা পানি ছাড়াও সাধারণ পানির একত্রে মিশ্রিত না হওয়ার রহস্য মনে রাখা দরকার। এ শুধুমাত্র টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদীর ক্ষেত্রেই নয় বরং বৃহদায়তন সব নদীর বেলাতেই প্রযোজ্য। কুরআনের আয়াতে অবশ্য টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর নাম উল্লেখ নেই, যদিও অনেকের ধারণা, আয়াতে ঐ দু'টি নদীর কথা বলা হয়েছে। মিসিসিপি ও ইয়াংসির মত বৃহদায়তন নদ-নদীর বেলাতেও এ অদ্ভূদ বিষয় লক্ষণীয়। এদের মিঠা পানি যেখানে সমুদ্রে পড়েছে সেখানে সমুদ্রের লোনা পানির সাথে মিশ্রিত হয়নি। মিশে যাওয়ার ঘটনাটি ঘটেছে অনেক পরে দূর সমুদ্রে।[২৭] দু'দরিয়ার বিশেষত দু'বৃহৎ নদীর পানির এ মিশ্রিত না হওয়ার ব্যাপারটা বাংলাদেশেও প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। 'রাজবাড়ী বহর' নামক জায়গায় পদ্মা ও মেঘনা মিশেছে, কিন্তু এক দেহে লীন হয়নি। হাযার হাযার বছর পাশাপাশি প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও মিলে যায়নি। মেঘনার পানি কুচকুচে কালো। আর পদ্মার পানি সাদা ঘোলাটে।[২৮]

মিশে না যাওয়ার রহস্যইবা কি? আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপা ও অপার রহস্য দ্বারা পৃথিবীতে দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। (এক) সর্ববৃহৎ, যাকে মহাসাগর বলা হয়। গোটা পৃথিবী এর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ সর্ববৃহৎ দরিয়ার পানি রহস্যবশতঃ তীব্র লোনা ও বিস্বাদ। (দুই) পৃথিবীর স্থলভাগে আকাশ থেকে বর্ষিত পানির অন্যান্য ঝর্ণা, নদ-নদী, নহর ও বড় বড় দরিয়া। এগুলির পানি সবই সুপেয় ও মিষ্ট। মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে এরূপ পানিরই প্রয়োজন, যা আল্লাহ তা'আলা স্থলভাগে বিভিন্ন প্রকারে সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রে স্থলভাগের চাইতে অনেক বেশী সামুদ্রিক জন্তু-জানোয়ার বসবাস করে। এগুলি সেখানেই মরে, সেখানেই পচে এবং সেখানেই মাটি হয়ে যায়। যদি সমুদ্রের পানি মিষ্টি হ'ত, তবে দু'চার দিনেই পচে যেত। কারণ মিষ্টি পানি দ্রুত পচনশীল। এই পানি পচে গেলে তার দূর্গন্ধে ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের জীবনধারণ দুরূহ হয়ে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে এতো তীব্র লোনা তিক্ত ও তেজস্ক্রিয় করে দিয়েছেন, যেন সারা বিশ্বের আবর্জনা তাতে পতিত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং সেখানে বসবাসকারী যেসকল সৃষ্টি জীব মরে তাও পচতে পারে।[২৯] সর্বোপরি কথা হ'ল, এটা আল্লাহ্‌র এক মহান নিদর্শন। যা থেকে মানবকুল শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।

[চলবে]

২৫. *মুহাম্মাদ শাহজাহান খান, কোরআন এক বিস্ময়কর বিজ্ঞান (ঢাকাঃ সুলেখা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ২০০০ইং), পৃঃ ১১৩; বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, পৃঃ ২৪৪।*

২৬. *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃঃ ১৩১৮।*

২৭. *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, পৃঃ ২৪৫; কোরআন এক বিস্ময়কর বিজ্ঞান, পৃঃ ১১৪।*

২৮. *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, ১নং টীকা, পৃঃ ২৪৫।*

২৯. *তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃঃ ৯৬৩।*

'হে যুবক! তোমার প্রতি ফোঁটা রক্ত
...ওয়া পবিত্র আমানত।
...রি আল্লাহ্‌র পথে'।

আসুন! রামাযানের এ পবিত্র মাসে
আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলনের জন্য
অধিক সময় ও অর্থ ব্যয় করি।

ক্বিয়ামে রামাযান ও ই'তেকাফ

*মুহাম্মাদ হারূণ আযীযী নদভী**

রামাযানের রজনীতে ক্বিয়ামের ফযীলতঃ

এ ব্যাপারে দু'টি হাদীছ বর্ণিত আছে। যেমন- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةٍ، ثُمَّ يَقُوْلُ: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِيْ خِلَافَةِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَصَدْرٍ مِّنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্বিয়ামে রামাযান (তারাবীহ)-এর জন্য উৎসাহিত করতেন। কিন্তু দৃঢ়ভাবে কোন আদেশ দিতেন না। অতঃপর বলতেনঃ 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানে ক্বিয়াম করবে (তারাবীহর ছালাত পড়বে) তার পূর্বের সমস্ত পাপ মোচন করে দেওয়া হবে'। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইন্তেকাল করলেন অথচ তারাবীহ্‌র বিষয়টি সেরূপই ছিল। অতঃপর আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালেও সেরূপই ছিল এবং ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতের শুরুতেও অবস্থা একই রকম ছিল'।[১]

দ্বিতীয়টিঃ আমর ইবনু মুররা আল-জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট 'কুযা'আ' গোত্রের একটি লোক এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! যদি আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই, আর আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি, রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করি, আর রামাযানে ক্বিয়াম করি এবং যাকাত আদায় করি, তাহ'লে আপনি কি বলবেন? তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে ছিদ্দীক্ব এবং শহীদগণের মর্যাদায় ভূষিত হবে'।[২]

জামা'আতের সাথে তারাবীহ আদায় করাঃ

তারাবীহ ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা উত্তম। নবী করীম (ছাঃ) নিজেও জামা'আতের সাথে আদায় করেছেন এবং তার ফযীলতও বর্ণনা করেছেন। যেমন আবু যার (রাঃ) বলেন,

صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ، حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ، فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِيْنَا أَنْ يَفُوْتَنَا الْفَلَاحُ قَالَ قُلْتُ: مَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ السُّحُوْرُ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ-

'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিয়াম রেখেছি। তিনি আমাদেরকে তারাবীহর ছালাত পড়ালেন না। অবশেষে রামাযানের সাত দিন বাকী থাকতে তিনি আমাদের নিয়ে ছালাতে দাঁড়ালেন। এতে রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। ষষ্ঠ রাতে তিনি আমাদের নিয়ে ছালাত পড়লেন না, তিনি পঞ্চম রাতে আবার আমাদের নিয়ে ছালাত পড়লেন, এতে অর্ধেক রাত অতিবাহিত হয়ে গেল। আমরা তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের অবশিষ্ট রাতটিও যদি ছালাত আদায় করে অতিবাহিত করে দিতেন! তিনি বলেন, কেউ যদি ইমামের সাথে ছালাত আদায় করে, তার জন্য সারা রাত ছালাত আদায়ের ছওয়াব লেখা হয়। এরপর তিনি মাসের তিন রাত অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত আমাদের নিয়ে আর ছালাত আদায় করেননি। অতঃপর তৃতীয় (২৭শে) রাত থাকতে আবার তিনি আমাদের নিয়ে ছালাত আদায় করলেন। এই রাতে তিনি তাঁর পরিজন ও স্ত্রীগণকে এবং অন্যান্যদের ডেকে উঠালেন। এত দীর্ঘক্ষণ ছালাত আদায় করলেন যে, আমাদের মনে সাহরীর সময় চলে যাওয়ার আশংকা হ'ল। (রাবী বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ফালাহ' কি? তিনি বললেন, সাহরী খাওয়া। তারপর বাকী রাতগুলিতে তিনি আমাদেরকে নিয়ে আর ছালাত আদায় করেননি'।[৩]

তারাবীহ্‌র ছালাতে নিয়মিত জামা'আত না করার কারণঃ

নবী করীম (ছাঃ) রামাযান মাসের অন্যান্য রাতে ছাহাবীগণকে নিয়ে জামা'আতের সাথে তারাবীহ্‌র ছালাত

* খত্বীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।

১. ইমাম মুসলিম প্রভৃতি, ইরওয়াউল গালীল, ৪/১৪পৃঃ, হা/৯০৬; ছহীহ আবুদাঊদ, হা/১২৪১।

২. ইবনু হিব্বান সনদ ছহীহ, ছহীহ ইবনে খুযায়মা ৩/৩৪০ পৃঃ, হা/২২৬২; ছহীহ আত-তারগীব ১/৪১৯পৃঃ, হা/৯৯৩।

৩. ছহীহ আবুদাঊদ হা/১২৪৫; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল, হা/৪৪৭।

আদায় না করার কারণ হ'ল, ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়। কেননা যদি ফরয হয়ে যায়, তখন উম্মত তা আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়বে।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মধ্য রাতে বেরিয়ে মসজিদে ছালাত আদায় করলেন, তখন একদল লোক তাঁর সঙ্গে ছালাত আদায় করল এবং সকালে লোকেরা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করল। ফলে তাদের চাইতে অনেক বেশী লোক সমবেত হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্বিতীয় রাতে বের হ'লেন এবং লোকেরা তাঁর সঙ্গে ছালাত আদায় করল। এ দিন সকালেও লোকেরা বিষয়টি আলোচনা করতে থাকল। এতে তৃতীয় রাতে মসজিদে লোক সংখ্যা আরো বেশী হ'ল। তখন নবী (ছাঃ) বের হয়ে এলেন, লোকেরা তাঁর সঙ্গে ছালাত আদায় করল। চতুর্থ রাতে মসজিদে লোকদের স্থান সংকুলান হ'ল না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (স্বীয় হুজুরা থেকে) বের হ'লেন না। তখন তাদের মধ্যে কিছু লোক বলতে লাগল, ছালাত! ছালাত! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখনও বের হ'লেন না। অবশেষে ফজরের ছালাতের জন্য বের হ'লেন। ফজরের ছালাত আদায় করার পরে লোকদের দিকে ফিরে তিনি বললেন, আজ রাতে তোমাদের অবস্থা আমার কাছে গোপন থাকেনি। তবে আমার আশংকা হয়েছিল যে, রাতের (তারাবীহ) ছালাত তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাবে, আর তোমরা তা পালনে অক্ষম হবে'।[৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর সেই ভয় আর নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা শরী'আতকে পূর্ণ করে দিয়েছেন। অতএব যে কারণে ক্বিয়ামে রামাযানে জামা'আত নিয়মিত করা হয়নি, সে কারণ যেহেতু নেই, সেহেতু পূর্বের বিধানই বলবৎ থাকবে। অর্থাৎ ক্বিয়ামে রামাযানের জামা'আত করা যাবে। এ কারণেই ওমর (রাঃ) তা পুনরায় চালু করেন।[৫]

রামাযানে মহিলাদের জামা'আতঃ

মহিলাদের জন্য জামা'আতে উপস্থিত হওয়া জায়েয। উল্লিখিত আবু যার (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। বরং তাদের জন্য বিশেষ একজন ইমাম নির্ধারণ করে দেওয়াও জায়েয। ওমর (রাঃ) থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি যখন লোকজনকে ক্বিয়ামে রামাযানের জন্য সমবেত করলেন, তখন পুরুষদের জন্য উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-কে এবং মহিলাদের জন্য সুলায়মান ইবনু আবু খায়ছামা (রাঃ)-কে নিযুক্ত করলেন।

আরফাজা ছাক্বাফী বলেন, 'আলী ইবনু আবী ত্বালেব (রাঃ) লোকজনকে রামাযান মাসে ক্বিয়াম করার (তারাবীহ পড়ার) আদেশ দিতেন এবং পুরুষদের জন্য একজন আর মহিলাদের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করতেন। আমি ছিলাম মহিলাদের ইমাম'।[৬]

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, আমার মতে এর স্থান হ'ল মসজিদ, যদি মসজিদ অনেক বড় ও প্রশস্ত হয়। যাতে একে অপরের জন্য বিরক্তির কারণ না হয়।

ক্বিয়ামে রামাযানের রাক'আত সংখ্যাঃ

তারাবীহ ছালাতের রাক'আত সংখ্যা হ'ল এগার। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কখনো এগার রাক'আতের বেশী 'ক্বিয়ামুল লায়ল' তথা তারাবীহর ছালাত আদায় করেননি। আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে কিভাবে ছালাত আদায় করতেন? উত্তরে তিনি বললেন,

مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِىْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثًا،

'রামাযানে এবং রামাযান ব্যতীত অন্য সময় এগার রাক'আতের বেশী তিনি ছালাত পড়তেন না। (প্রথমত) তিনি চার রাক'আত পড়তেন। এ চার রাক'আতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে তুমি কোন প্রশ্ন করো না। তারপর আরো চার রাক'আত পড়তেন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করো না। এরপর পড়তেন আরও তিন রাক'আত'।[৭]

তারাবীহ ছালাতে ক্বিরাআতঃ

রামাযান ও অন্য মাসে রাত্রিকালীন ছালাতের ক্বিরাআতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন বিশেষ সীমা-রেখা নির্ধারণ করে যাননি, যাতে কম-বেশীর অবকাশ থাকেনা। বরং রাতের ছালাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্বিরাআত বিভিন্ন রকমের ছিল। কখনো অনেক লম্বা আবার কখনো সংক্ষিপ্ত, কখনো প্রত্যেক রাক'আতে মুয্যাম্মিল, অর্থাৎ বিশ আয়াতের মত পড়তেন, আবার কখনো পঞ্চাশ আয়াতের মত পড়তেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন,

مَنْ صَلَّى فِىْ لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ،

'যে ব্যক্তি রাত্রে একশ' আয়াত পড়ে ছালাত আদায় করবে, তাকে গাফেলদের মধ্যে গণ্য করা হবে না'। অন্যত্র তিনি বলেছেন, ... بِمِئَتَىْ آيَةٍ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ الْمُخْلَصِيْنَ،

'যে ব্যক্তি দুইশত আয়াত পাঠ করে রাত্রের ছালাত আদায় করবে, তাকে আল্লাহ্র অনুগত এবং মুখলিছদের মধ্যে গণ্য

৪. মুসলিম (আরবী-বাংলা) ১৬৫৪।
৫. বুখারী (আরবী-বাংলা) ১৮৬৮।
৬. বায়হাক্বী ২/৪৯৪, ইমাম আব্দুর রাযযাক 'মুছান্নাফ' (৪/২৫৮, হা/৮৭২২। ইবনে নছর, 'ক্বিয়ামে রামাযান' পৃঃ ৯৩।
৭. বুখারী (আরবী-বাংলা) ২/২৭৯, হা/১৮৭০; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ২০, ২১; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১২১২।

করা হবে'।[৮]

ছহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, যখন ওমর (রাঃ) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-কে লোকজন নিয়ে এগার রাক'আত ছালাত পড়ার আদেশ দিলেন, তখন উবাই শত আয়াত বিশিষ্ট সূরা সমূহ পড়তেন, এমনকি ক্বিয়াম দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে মুক্তাদীগণ লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন এবং ফজরের শুরু শুরু অবস্থায় ছালাত থেকে ফিরতেন।[৯]

ক্বিয়ামে রামাযানের সময়ঃ

রাত্রির ছালাতের সময় এশার ছালাতের পর থেকে ফজর পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ خَافَ أَنْ لاَّيَقُوْمَ مِنْ آخِرِاللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ آخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ

'যে ব্যক্তি শেষ রাতে জাগার ব্যাপারে আশংকাবোধ করবে, সে বিতর পড়ে ঘুমাবে। আর যে ব্যক্তি জাগার ব্যাপারে নিশ্চিত, সে রাতের শেষ ভাগে পড়বে'।[১০]

শেষ রাতে একা ছালাত পড়ার চেয়ে প্রথম রাতে জামা'আতের সাথে পড়া উত্তম। কারণ জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করলে সারা রাত্রি ইবাদত করার ছওয়াব হয়। তা পূর্বে উল্লিখিত আব্দুর রহমান ইবনু আবদুল ক্বারীর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।[১১]

বিতরের তিন রাক'আতে ক্বিরাআতঃ

বিতরের তিন রাক'আতের প্রথম রাক'আতে 'সূরা আ'লা', দ্বিতীয় রাক'আতে 'কাফিরুন' এবং তৃতীয় রাক'আতে 'ইখলাছ' পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো শেষ রাক'আতে ইখলাছের সাথে 'ফালাক্ব' এবং 'নাস'কে যুক্ত করতেন।[১২]

লায়লাতুল ক্বদরঃ

রামাযানের রাত সমূহের মধ্যে অতি উত্তম রাত হ'ল লায়লাতুল ক্বদর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

'যে ব্যক্তি ঈমান ও ইখলাছের সাথে লায়লাতুল ক্বদরে ক্বিয়াম করবে তার পূর্বের পাপ সমূহ ক্ষমা করা হবে'।[১৩]

ই'তেকাফঃ

রামাযান মাস এবং বছরের অন্য দিনেও ই'তেকাফ করা যায়। এর মূল দলীল হ'ল আল্লাহ্র বাণী, وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِيْ الْمَسَاجِدِ، 'যখন তোমরা মসজিদে ই'তেকাফ অবস্থায় থাক'। এছাড়া ই'তেকাফ সম্পর্কে অনেক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

নবী করীম (ছাঃ) একদা শাওয়ালের শেষ দশ দিন ই'তেকাফ করেছেন।[১৪] একদা ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি জাহেলী যুগে মসজিদে হারামে এক রাত ই'তেকাফ করার মানত করেছিলাম, তা কি পুরা করতে হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, মানত পূর্ণ কর'।[১৫]

তবে রামাযান মাসে ই'তেকাফ করার তাকীদ রয়েছে অনেক বেশী। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক রামাযানে দশ দিন ই'তেকাফ করতেন।[১৬]

সবচেয়ে বেশী ফযীলত ও মর্যাদার ই'তেকাফ হ'ল, রামাযানের শেষ দশ দিনের ই'তেকাফ। কেননা নবী করীম (ছাঃ) জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রামাযানের শেষ দশ দিন ই'তেকাফ করেছেন'।[১৭]

ই'তেকাফের শর্ত সমূহঃ

মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও ই'তেকাফ বৈধ নয়। আল্লাহ পাক বলেন, وَلاَتُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِيْ الْمَسَاجِدِ। 'যতক্ষণ তোমরা ই'তেকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না'।[১৮] আয়েশা (রাঃ) বলেন, ই'তেকাফকারীর জন্য সুন্নাত হ'ল,

৮. ছিফাতুছ ছালাত ১১৭-১২২ পৃঃ সনদ ছহীহ।
৯. মুওয়াত্ত্বা মালেক, ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৫২।
১০. মুসলিম, সিলসিলা ছাহীহা হা/২৬১০; মুসলিম (আরবী-বাংলা), ৩/৮৪ পৃঃ, হা/১৬৩৭।
১১. বুখারী, ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৪৮; বুখারী ২/২৭৭ পৃঃ, হা/১৮৬৮।
১২. নাসাঈ, আহমদ সনদ ছহীহ।
১৩. বুখারী ও মুসলিম, মুসনাদ আহমাদ, ৫/৩১৮ পৃঃ।
১৪. বুখারী, মুসলিম, ইবনু খুযায়মা, ছহীহ আবু দাঊদ ২১২৭।
১৫. বুখারী, মুসলিম, ইবনু খুযায়মা ছহীহ আবু দাঊদ ২১৩৬, ২১৩৭।
১৬. বুখারী, ইবনু খুযায়মা ২১২৬, ২১৩০।
১৭. বুখারী, মুসলিম, ইবনে খুযায়মা ২২২৩ ইরওয়াউল গালীল' হা/৯৬৬; ছহীহ আবুদাউদ হা/২১২৫।
১৮. অর্থাৎ স্ত্রী সহবাস করো না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'মুবাশারাত', মুলামাসাত এবং 'মাছ' সবকটি শব্দের উদ্দেশ্য হ'ল স্ত্রী সহবাস। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা ইঙ্গিতে বলে থাকেন, দ্রঃ বায়হাক্বী ৪/৩২১ পৃঃ, সনদ ছহীহ, বাক্বারাহ ১৮৭; ইমাম বুখারী উক্ত আয়াত দ্বারা আমরা যা বলেছি তার প্রমাণ পেশ করেছেন। হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, 'আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় এভাবে যে, যদি মসজিদ ব্যতীত অন্য জায়গায় ছহীহ হ'ত, তাহ'লে স্ত্রী সহবাস হারাম হওয়াকে মসজিদের সাথে বিশেষ করত না, কারণ সর্বসম্মতিক্রমে স্ত্রী সহবাস হ'ল, ই'তেকাফ বিনষ্টকারী। তাই মসজিদ উল্লেখ করা একথাই বুঝায় যে, মসজিদ ব্যতীত ই'তেকাফ হবে না।

সে যেন কোন অসুস্থকে দেখতে না যায়, জানাযায় শরীক না হয়, স্ত্রীকে স্পর্শ না করে, তার সাথে সহবাস না করে এবং ই'তেকাফের স্থান থেকে মানবীয় প্রয়োজন ব্যতীত বের না হয়। ছিয়াম ছাড়া ই'তেকাফ হয় না। আর জামে মসজিদ ব্যতীত অন্য জায়গায় ই'তেকাফ হয় না'।[১৯]

ই'তেকাফকারীর জন্য যা বৈধঃ

ই'তেকাফকারী নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য মসজিদ থেকে বের হ'তে পারবে।

মহিলাদের জন্য ই'তেকাফরত তার স্বামীর সাথে সাক্ষাতের জন্য মসজিদে গমন জায়েয এবং স্ত্রীকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য মসজিদের দরজা পর্যন্ত আসাও স্বামীর জন্য বৈধ।

ছাফিয়া (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশ তারিখে মসজিদে ই'তেকাফরত ছিলেন। আমি রাত্রে তাঁকে দেখতে গেলাম, তখন তাঁর কাছে তাঁর স্ত্রীগণ ছিলেন। পরে তাঁরা চলে গেলেন, আমি কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললাম। পরে আমি চলে যাওয়ার জন্য দাঁড়ালাম, তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি তাড়াতাড়ি করো না, আমিও তোমার সাথে যাব। তারপর আমাকে পৌছানোর জন্য তিনি দাঁড়ালেন। ছাফিয়ার কক্ষ ছিল উসামা ইবনু যায়েদের ঘরের নিকটে। যখন তিনি উম্মে সালমার (রাঃ) দরজার সামনে অবস্থিত মসজিদের দরজা পর্যন্ত আসলেন, দু'জন আনছারী পুরুষের সাথে দেখা হ'ল। নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখে তারা এগিয়ে চলল। নবী করীম (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা এগিয়ে এস। এই মেয়েটি ছাফিয়া বিনতে হুয়াই। তারা বলল, সুবহা-নাল্লাহ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, শয়তান মানবদেহে রক্তের মত চলাচল করে। আমার আশংকা হ'ল, সে তোমাদের মনে কোন কুধারণা সৃষ্টি করে দেয় কি-না'।[২০]

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ،

'নবী করীম (ছাঃ) মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত রামাযান মাসের শেষ দশকে ই'তেকাফ করেছেন। তারপর তাঁর স্ত্রীগণ (শেষ দশকে) ই'তেকাফ করতেন'।[২১]

এই হাদীছে মহিলাদের ই'তেকাফ বৈধ হওয়ার দলীল পাওয়া যায়। তবে এর জন্য তাদের অভিভাবকগণের অনুমতি থাকতে হবে। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হ'তে হবে এবং পুরুষদের সাথে মেলামেশার সম্ভাবনামুক্ত হ'তে হবে।

স্ত্রী সহবাস করলে ই'তেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক বলেছেন, وَلَاتُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ। 'যতক্ষণ তোমরা ই'তেকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না'। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

إِذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ بَطَلَ اِعْتِكَافُهُ، وَاسْتَأْنَفَ،

'যদি ই'তেকাফকারী স্ত্রী সহবাস করে তাহ'লে তার ই'তেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে, তাকে আবার নতুন করে ই'তেকাফ করতে হবে'।[২২] তবে তার উপর কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কারণ নবী করীম (ছাঃ) এবং কোন ছাহাবী থেকে এর প্রমাণ নেই।

[শায়খ আলবানী (রহঃ) রচিত 'ক্বিয়ামে রামাযান ও ই'তেকাফ' নামক পুস্তিকা অবলম্বনে লিখিত -সম্পাদক]

১৯. *বায়হাক্বী ছহীহ সনদে এবং আবু দাউদ হাসান সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনুল কাইয়িম 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থে বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণিত নেই যে, তিনি ছিয়াম ব্যতীত ই'তেকাফ করেছেন। বরং আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, ছিয়াম ব্যতীত ই'তেকাফ' হবে না। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ই'তেকাফকে ছিয়ামের সাথে বর্ণনা করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও ছিয়ামের সাথেই ই'তেকাফ করেছেন। অতএব, ছাওম ই'তেকাফের জন্য শর্ত। এটাই হ'ল জমহুরে সালাফী ও আল্লামা ইবনে তায়মিয়ার অভিমত। এ কথার উপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে যে, যে ছালাতে আসবে, তার জন্য সে মসজিদে থাকাকালীন ই'তেকাফের নিয়ত করা বৈধ হবে না। শায়খ ইবনু তাইমিয়াও তাই বলেছেন।*

২০. *বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ। ছহীহ আবু দাউদ হা/২১৩৩, ২১৩৪; বুখারী ২/২৯১ পৃঃ, হা/১৮৯৫।*

২১. *বুখারী, মুসলিম দ্রঃ ইরওয়া হা/৯৬৬।*

২২. *ইবনু আবি শায়বা ৩/৯২পৃঃ; আব্দুর রাযযাক ৪/৩৬৩ ছহীহ সনদ।*

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ করতে ইচ্ছুক ভাই-বোনেরা **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রণীত

হজ্জ ও ওমরাহ

বইটি সংগ্রহ করুন। পকেট সাইজ ৮০ পৃষ্ঠা। হাদিয়া ১৫ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থানঃ আত-তাহরীক অফিস।

ফোনঃ ০৭২১-৭৬১৩৭৮,মোবাইলঃ ০১৭১৯৪৪৯১১, ০১৭৫০০২৩৮০।

নিদ্রা হ'তে ছালাত উত্তম

*মুহাম্মাদ আবদুর রহমান**

'নিদ্রা হ'তে ছালাত উত্তম'। ফজরের আযানের এই হৃদয়গ্রাহী হৃদয়গ্রাহী আহ্বান রজনীর বুক চিরে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে মুয়াযযিন। সে ডেকে বলছে, অনেক হয়েছে এখন ঘুম ছাড়, অনেক ঘুমিয়েছ, এখন জাগো। আত্মভোলা হয়ে আর কতদিন কাটাবে? এখন আত্মস্থ হও, আল্লাহ তোমাদের ঢের সময় দিয়েছেন। প্রাত্যহিক ছালাত আদায়ের মাধ্যমে জড়তা, অলসতা ঝেড়ে-মুছে উঠে এসো। কিন্তু হায়! অধিকাংশ মানুষই ঘুমে মাতোয়ারা, এই কল্যাণের আহ্বানে আঁখি মেলে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا– 'আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম, রাত্রিকে করেছি আবরণ এবং দিবসকে করেছি জীবিকা আহরণের সময়' *(নাবা ৯-১১)*। একটু চিন্তা করলেই মহান আল্লাহ যে নিদ্রার মধ্যে কার্যকারিতা দিয়েছেন তা বুঝা যায়। নিদ্রা ও তন্দ্রার পর মানুষ বিরাট প্রশান্তি লাভ করে। সুতরাং প্রশান্তি দাতার গুণগান করার জন্য উঠে এসো!

নিদ্রা আল্লাহ্র বিরাট সৃষ্টি কৌশলের একটি। এর রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন। নিদ্রার মাধ্যমে তিনি মানুষের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ ছাড়া নিদ্রার মাধ্যমে এমন অনুপম শান্তির ব্যবস্থা কে করতে পারেন? অন্যদিকে প্রকাশ্য দিবালোকে জীবিকা উপার্জনের জন্য শ্রমকে পূর্ণ করা হয়েছে। এ শ্রম দ্বারাই সৃষ্টিতত্ত্ব পরিপূর্ণ ও পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা এভাবেই পার্থিব জীবন ব্যবস্থাকে জীবিত মানুষের জন্য উপযোগী করে তুলেছেন। অতএব আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দাও হে মানব মণ্ডলী।

আল্লাহ তা'আলার কল্যাণময়ী এই উদাত্ত আহ্বান শুধু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য নয়; বরং মানুষের সমগ্র জীবন সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসাবে দিনে-রাতে ৫ উক্ত আহ্বান আমাদেরকে সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আযানের পরে যে দো'আ বা প্রার্থনা করা হয়, তাতে বলা হয়, 'হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত ছালাতের আপনিই প্রভু। আপনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে অসীলা নামক সর্বোচ্চ সম্মান দান করুন এবং দান করুন মহা সম্মানিত স্থান'।

ছালাতের জন্য এতো ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি কেন? এর কারণ হ'ল, ছালাত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র নিকটে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। ইবরাহীম (আঃ) যেমন 'আমি জগৎ সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করেছি' *(বাক্বারাহ ১৩১)* বলে সফল আনুগত্যের শির লুটিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটে আত্মসমর্পণ করা।

ছালাত ইসলামের খুঁটি এবং দ্বিতীয় স্তম্ভ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ছালাত ক্বায়েম করল সে দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করল। যে ছালাত ক্বায়েম করল না, সে দ্বীন ইসলামকে ধ্বংস করলো' *(তাবারাণী)*। ছালাত যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত তা তাঁর নির্দেশের ভঙ্গিতেই বুঝা যায়। ইসলামের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা একবার বা দু'বার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু ছালাতের ব্যাপারে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ৮২ বার নির্দেশ দিয়েছেন। এতবার তাকীদ দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বান্দার প্রবৃত্তি ও শক্তিকে দাসত্ব সুলভ বিনয় ও আনুগত্যকে তাঁরই জন্য উৎসর্গ করা, আল্লাহ্র দেয়া শির তাঁরই চরণে লুটিয়ে দেওয়া।

ঈমানের পরে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হ'ল ছালাত। এই ছালাত আদায়ের মাধ্যমে তাক্বওয়া সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ 'নিশ্চয়ই ছালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ৪৫)*।

ছালাতের স্বাভাবিক গুণ হ'ল, স্রষ্টার আনুগত্য প্রকাশ এবং বিনীতভাবে তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করা। তাঁকে স্মরণ করা এবং কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সহ পার্থিব কল্যাণ কামনা করা, রাজাধিরাজ মহান সত্তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, পবিত্রতা অর্জন, আখেরাতের স্মরণ, ভাল কাজে উৎসাহ সৃষ্টি, মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণাবোধ তৈরী ইত্যাদি। ছালাত হচ্ছে নির্মল হৃদয় সৃষ্টি ও মহান আল্লাহ্র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যম।

ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে সর্বাগ্রে ছালাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নিঃসন্দেহে দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য। কিন্তু এ সংগ্রাম এক পবিত্র ও মহান সংগ্রাম। এ পথে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। ছালাতের মাধ্যমেই স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে, তারা কখনো রুকূ করছে, কখনো সিজদা করছে। তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় লিপ্ত রয়েছে' *(ফাত্হ ২৮)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! জুম'আর দিবসে যখন ছালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন আল্লাহ্র স্মরণের দিকে ব্রতী হও এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণময় যদি তোমরা বুঝ' *(জুম'আ ৯)*। এখানে আল্লাহ তা'আলা সাপ্তাহিক জুম'আর ছালাতের জন্য বিশেষভাবে আদেশ করে বলছেন, তোমরা যদি চিন্তা কর তাহ'লে বুঝতে পারবে যে, তোমাদের বিভিন্নরূপী

* *এম,এ, (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), সাধুর মোড়, রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।*

কল্যাণের জন্যই জুম'আর ছালাতের তাকীদ দিয়েছি।

মানুষের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা নির্ভর করে আল্লাহ্র দেওয়া জীবন বিধান মেনে চলার উপর, যা ছালাত দিতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়স হ'লে ছালাতের তাকীদ দাও এবং দশ বছর বয়সে ছালাত আদায় না করলে প্রহার কর' *(আবূদাঊদ, রিয়াযুছ ছালেহীন ১/২২৮ পৃঃ; মিশকাত হা/৫৭২)।* অর্থাৎ ছালাত আদায়ে বাধ্য কর।

ইসলামী বিধান পালনে মানুষের পারলৌকিক জীবনের মঙ্গলের সাথে সাথে ইহলৌকিক জীবনেও রয়েছে অফুরন্ত কল্যাণ। ছালাত, ছিয়াম মানুষের শরীর সুস্থ রাখা, শক্তি বৃদ্ধি করা, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা এবং শরীরকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি কুরআনের মধ্যে এমন সব বস্তু অবতীর্ণ করেছি যেগুলি মুমিনের জন্য আরোগ্য' *(বনী ইসরাঈল ৮২)।*

পরকালে বান্দার সব আমলের মধ্যে ছালাতের হিসাবই হবে সর্বপ্রথম। সুতরাং যার ছালাত শুদ্ধ হবে, তার সমস্ত আমলই শুদ্ধ হবে। আর যার ছালাত অশুদ্ধ হবে, তার সমস্ত আমলই অশুদ্ধ হবে। তাই এহেন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত তথা ছালাত আদায়ের প্রতি আমাদের সবাইকে সচেতন হ'তে হবে।

অতএব আসুন! আমরা যথাযথভাবে ছালাত আদায় করি এবং নিজ পরিবারবর্গ হ'তে শুরু করে পার্শ্ববর্তী আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে সঠিকভাবে ছালাত আদায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

এম,এস, কমপ্লেক্স

বিভাগীয় সদর দপ্তর, বিশেষ করে শিক্ষা নগরী হিসাবে সুপরিচিত রাজশাহী শহর সংলগ্ন মতিহারে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে বিনোদপুর বাজারে ছয় তলা বিশিষ্ট নির্মাণাধীন 'এম,এস, কমপ্লেক্স' এ দোকানসহ অফিসের (ব্যাঙ্ক, বীমা, এনজিও, আধুনিক রেস্তোঁরা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) জন্য কক্ষ ও ফ্লোর নির্ধারিত চুক্তি সাপেক্ষে হস্তান্তর প্রক্রিয়া চলছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

এম,এস কমপ্লেক্সে প্রাপ্তব্য আধুনিক সুবিধা সমূহঃ
(১) আণ্ডারগ্রাউণ্ড গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা।
(২) সিড়ির পাশাপাশি লিফ্ট ব্যবস্থা।
(৩) বিঘ্নহীন বিদ্যুৎ সরবরাহ।
(৪) সম্ভাব্য সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
(৫) ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে সাম্ভাব্য সহযোগিতা।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
এম,এস, কমপ্লেক্স
বিনোদপুর বাজার, মতিহার, রাজশাহী।
ফোনঃ (০৭২১) ৭৭৫৯০২, মোবাইলঃ ০১৭১-৮১৬৫৭৮।
সৌজন্যেঃ এম,এস, মানি চেঞ্জার
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম সাধনা

*লিলবর আল-বারাদী**

পূর্বাভাষঃ

'ছাওম' আরবী শব্দ। এর অর্থ- বিরত থাকা, সংযম, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। মানব জাতির প্রতি আল্লাহ তা'আলার আদেশ সমূহের মধ্যে 'ছিয়াম' অন্যতম। ছিয়াম একটি আধ্যাত্মিক ইবাদত। ছিয়ামের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব হচ্ছে মানুষকে মুত্তাক্বী বা আল্লাহভীরু করা। হিজরী দ্বিতীয় সনে ছিয়াম ফরয হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার' *(বাক্বারাহ ১৮৩)।* ছিয়াম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ (ছগীরা) মাফ করে দেওয়া হয়'।[১]

আমরা অনেকেই মনে করি, ছিয়াম সাধনার ফলে গুনাহ মাফ হয় ঠিকই, কিন্তু শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য তা ভীষণ ক্ষতিকর। সারা মাস ছিয়াম পালনের ফলে শরীর-স্বাস্থ্যের পুষ্টি সাধনে বাধাপ্রাপ্ত হয় ইত্যাদি। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাধ্যমে চির শ্বাশত তথ্যের সত্যতা বেরিয়ে এসেছে যে, ছিয়াম শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়; বরং অত্যন্ত উপকারী এবং স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়ক। ছিয়াম নিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদঘাটন করেছেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক ডাঃ হেপোক্রেটিস বহু শতাব্দী পূর্বে বলেছেন, The more you nourish a deseased body the worse you make it. অর্থাৎ 'অসুস্থ্য দেহে যতই খাবার দিবে, ততই রোগ বাড়তে থাকবে'। সমস্ত দেহে সারা বছরে যে জৈব বিষ (Toxin) জমা হয়, দীর্ঘ এক মাস ছিয়াম সাধনার ফলে সে জৈব বিষ দূরীভূত হয়। তাছাড়া মানুষের শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ছিয়াম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। নিম্নে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়ামের গুরুত্ব আলোচনা করা হ'ল-

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রঃ

ছিয়াম মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে, তাকে উজ্জীবিত ও উর্বর করে। এর ফলে মানুষের ধ্যান-ধারণা, মন-মানসিকতা পরিচ্ছন্ন হয় এবং স্নায়ুবিক

* *আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *বুখারী, মুসলিম, আলবানী- মিশকাত হা/১৯৮৫।*

অবসাদ ও দুর্বলতা দূর করে, সুদীর্ঘ অনুচিন্তন ও ধারণ সম্ভব হয়। যার ফলে মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহের এক অতুলনীয় ভারসাম্য সৃষ্টি হয়, যা সুস্থ স্নায়ুবিক প্রক্রিয়ার পথ প্রদর্শন করে এবং সূক্ষ্ম অনুকোষগুলি জীবাণুমুক্ত ও সবল রাখে।[২] পণ্ডিতগণ বলেছেন, Empty stomach is the power house of knowlege. 'ক্ষুধার্ত উদর জ্ঞানের আধার'। ছিয়াম সাধনায় মানুষের মানসিক ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে। মনোসংযোগ ও যুক্তি প্রমাণে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। আর স্নায়ুবিক প্রখরতার জন্য ভালোবাসা, আদর-স্নেহ, সহানুভূতি, অতিন্দ্রীয় এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ ঘটে। তাছাড়া ঘ্রাণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তির তীক্ষ্নতা বৃদ্ধি পায়। এ ব্যাপারে ডাঃ আলেক্স হেইগ বলেন, 'ছিয়াম হ'তে মানুষের মানসিক শক্তি ও বিশেষ বিশেষ অনুভূতিগুলি উপকৃত হয়। স্মরণশক্তি বাড়ে, মনোসংযোগ ও শক্তি পরিবর্ধিত হয়'।[৩]

হৃদপিণ্ড ও ধমনীতন্ত্রঃ

মানব দেহে অতিরিক্ত মেদ বা চর্বি জমে রক্তে কলেষ্টেরল (Cholesterol) বেশী থাকে। রক্তে স্বাভাবিক কলেস্টেরলের পরিমাণ হ'ল ১২৫-২৫০ মিলিগ্রাম ১০০ মিলিলিটার সিরামে (প্লাজমে)। এর বেশী হ'লে হৃদপিণ্ড, ধমনীতন্ত্র ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি মারাত্মক রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে এবং ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। যেমন- হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, বহুমুত্র, পিত্ত থলিতে পাথর, বাত প্রভৃতি মারাত্মক জটিল রোগ। কিন্তু নিয়মিত ছিয়াম পালনের ফলে দেহে অতিরিক্ত মেদ জমতে পারে না এবং রক্তের কলেস্টেরলের পরিমাণ স্থিতিশীল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।[৪] তাছাড়া হৃদপিণ্ডের ধমনী সহ সকল প্রকার ধমনীতন্ত্রগুলিও স্বাভাবিক পরিষ্কার ও সক্রিয় রাখে।

লিভার ও কিডনীঃ

যকৃত (Liver) মানব দেহের বৃহত্তম গ্রন্থি। যকৃতের ডান অংশের নীচে পিত্তথলি থাকে। যকৃত কর্তৃক ক্ষারিত পিত্ত জীবদেহের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। যকৃতের কার্যক্ষমতা লোপ পেলে জন্ডিস, লিভার সিরোসীস সহ জটিল রোগে আক্রান্ত হ'তে হয়। স্নেহ পদার্থ শোষণে পিত্তলবণ অংশ নেয়। এ ছাড়াও ল্যাক্সেটিভ কাজে অংশ নেয় এবং কলেস্টেরল লিসিথিন ও পিত্তরঞ্জক দেহ হ'তে বর্জন করে।[৫] কিন্তু ছিয়াম সাধনার ফলে এই কার্যক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং সকল অঙ্গগুলি সক্রিয় হয়ে উঠে। অন্যথায় ছিয়ামের অসীলায় যকৃত ৪ হ'তে ৬ ঘন্টা পর্যন্ত স্বস্তি গ্রহণ করে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ দাবী খুবই যুক্তিযুক্ত যে, যকৃতের এই অবসর গ্রহণের সময়কাল বছরে কমপক্ষে একমাস হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।[৬] কেননা যকৃতের দায়িত্বে খাবার হযম করা ব্যতীত আরো পনের প্রকার কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে।[৭] তাছাড়া যকৃত স্বীয় শক্তিকে রক্তের মধ্যে Globunin সৃষ্টিতে ব্যয় করতে সক্ষম হয়।[৮]

অনুরূপ কিডনীও (Kidney) শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের নাম। কিডনীকে জীবনও বলা হয়। কিডনী দেহে ছাকনী হিসাবে কাজ করে। যাকে রেচনতন্ত্র বলা হয়। কিডনী প্রতি মিনিটে ১ হ'তে ৩ লিটার রক্ত সঞ্চালন করে। রক্তের অপদ্রব্য পৃথকীকরণের মাধ্যমে মূত্রথলিতে প্রেরণ করে।[৯] ছিয়াম অবস্থায় কিডনী বিশ্রামে থাকে।[১০] কিন্তু তার রেচনক্রিয়া অব্যাহত রেখে প্রস্রাবের মাধ্যমে অতিরিক্ত বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ করে। যার জন্য মানুষ সুস্থ থাকে এবং রক্ত পরিষ্কার ও বর্ধিত হয়।

পাকস্থলী ও অন্ত্রঃ

যকৃত ও পাকস্থলীর অবস্থান পাশাপাশি। কখনো বিভিন্ন খারাপ খাদ্যের প্রভাব যকৃতের উপর পড়ে। পাকস্থলী স্বয়ংক্রীয় কম্পিউটারাইজড মেশিন। যার ভিতরে অনায়াসে বিভিন্ন প্রকার খাবার হজম হয়। পাকস্থলীসহ অন্যান্য অঙ্গ সক্রিয়ভাবে ২৪ ঘন্টা কর্তব্যরত থাকা ছাড়াও স্নায়ুচাপ ও খারাপ খাদ্যের প্রভাবে এতে এক প্রকার ক্ষয় সৃষ্টি হয়।[১১] আবার অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের ফলে পাকস্থলীর আয়তনও বৃদ্ধি পায়। আর এই আয়তন বর্ধিত হওয়াতে মানুষের শরীরের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তা স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর।[১২]

কিন্তু দীর্ঘ একমাস ছিয়াম সাধনা পাকস্থলীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। শরীরের অন্যান্য পেশির মত পাকস্থলীকে খাদ্যমুক্ত বা বিশ্রামে রাখা প্রয়োজন। এতে করে ক্ষয় পূরণ ও পুনর্গঠন কাজে সাহায্য করে। তাছাড়া গ্যাষ্টিক জুইস এনালাইসিস করে যে এসিড কার্ভ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, ছিয়াম অবস্থায় পাকস্থলীর এসিড সবচেয়ে কম থাকে। আমরা ধারণা করি যে, ছিয়াম অবস্থায় এসিডিটি বেড়ে যায়। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। প্রকৃত সত্য হ'ল, ছিয়াম অবস্থায় এসিডিটি বাড়ে না, বরং কমে যায় এবং পেপটিক আলসার নির্মূলে সাহায্য করে। এ ব্যাপারে ডাঃ মুহাম্মাদ গোলাম মুয়ায্যম দীর্ঘ গবেষণা করে (১৯৫৮-১৯৬৩ পর্যন্ত) বলেন, 'শতকরা প্রায় ৮০ জন ছিয়াম পালনকারীর পাকস্থলীতে অম্লরসের প্রভাব স্বাভাবিক। আবার প্রায় ৩৬% জনের অস্বাভাবিক এসিডিটি স্বাভাবিক হয়েছে। প্রায় ১২% ছায়েমের এসিডিটি সামান্য বেড়েছে। তবে কারো ক্ষতির পর্যায়ে যায়নি। সুতরাং ছিয়াম পালনকারীর পেপটিক আলসার হ'তে পারে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও মিথ্যা।[১৩]

---

২. *ডাঃ মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান (ঢাকাঃ আল-কাউসার প্রকাশনী, রমজান ১৪২০), ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫১।*

৩. *অধ্যাপক সাইদুর রহমান, মাহে রমজানের শিক্ষা ও তাৎপর্য, (ঢাকাঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৮৫), পৃঃ ১৭।*

৪. *নূরুল ইসলাম, প্রবন্ধঃ সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিয়াম সাধনা, মাসিক আত-তাহরীক, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ২০০১ সংখ্যা।*

৫. *শরীর বিদ্যা, সেলফ এসেসমেন্ট, (মাসিক কারেন্ট এ্যাফেয়ার্স নভেম্বর ২০০২), পৃঃ ৩২।*

৬. *সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ১৪৮।*

৭. *ঐ, পৃঃ ১৪৭।* ৮. *ঐ, পৃঃ ১৪৮।* ৯. *শরীর বিদ্যা, পৃঃ ৩৫।*

১০. *সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ১৪৯।*

১১. *ঐ, পৃঃ ১৪৭।* ১২. *শরীর বিদ্যা, পৃঃ ৩০-৩২।*

১৩. *ডাঃ মুহাম্মদ গোলাম মুয়ায্যাম, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও ইসলাম, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, নভেম্বর ১৯৯৭), পৃঃ ৮-৯।*

উত্তর নাইজেরিয়ায় অবস্থিত জারিয়ার Wusasa Hospital-এর ডাক্তার E.T. Hess ১৯৬০ সালে লিখেছেন, 'পেপটিক আলসার রোগীর অনুসন্ধান করতে গিয়ে এ অঞ্চলে দেখা গেছে যে, উপজাতীয় জীবন ধারায় যারা জীবন-যাপন করে তাদের মধ্যে একজনও পেপটিক আলসারের রোগী নেই'।[১৪] কারণ উপজাতীরা ছিয়াম পালন করত এবং মদ ও তামাকযুক্ত খাবার গ্রহণ থেকে বিরত ছিল। তাই তাদের পাকস্থলীতে কোন প্রকার জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়নি।

অগ্নাশয় ও কোষ নিয়ন্ত্রণঃ

অগ্নাশয় (Pancreas) মানব দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এর গ্রন্থিরসে ইনস্যুলিন (Insulin) নামক এক প্রকার হরমোন তৈরী হয়। এই ইনস্যুলিন রক্তের মাধ্যমে দেহের প্রত্যেক কোষে পৌঁছে এবং গ্লুকোজেন (Glycogen) অণুকে দেহ কোষে প্রবেশে সাহায্য করে। অন্যথায় ইনস্যুলিন তৈরী ব্যাহত হ'লে, রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে ডায়াবেটিস রোগ হয়।[১৫] কিন্তু ছিয়াম সাধনার ফলে পাকস্থলী বিশ্রামে থাকে হেতু সেখানে খাদ্যরস বা গ্লুকোজ তৈরী ব্যাহত হয়। পক্ষান্তরে অগ্নাশয়ে ইনস্যুলিন তৈরী অব্যাহত থাকে। যার কারণে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত হয় না এবং ডায়াবেটিস সহ অন্যান্য মারাত্মক রোগব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা সিংহভাগ কমে যায়।

দেহের কোষের (Cell) মধ্যে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেলে, শরীর নিস্তেজ হয়ে যায় এবং কোষগুলি পূর্বের চেয়ে অনেক সংকুচিত হয়। এছাড়া শরীরে বাড়তি মেদ (চর্বি) জমতে বাঁধাপ্রাপ্ত হয় এবং ক্যালোরির অভাবে মেদ ক্ষয় হ'তে থাকে। যার জন্য স্থূলাকার কমে যায় এবং স্বাস্থ্য স্বাভাবিক সুঠাম হয়। শরীরের অধিক ভার কমানোর জন্য এটাও এক প্রকার 'থেরাপিউটিক' ব্যবস্থা।[১৬] জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা সহজেই বলা যায় যে, লালা তৈরীকারী কোষগ্রন্থি, গর্দানের কোষগ্রন্থি এবং অগ্নাশয়ের কোষগ্রন্থি সমূহ অধীর আগ্রহের সাথে মাহে রামাযানের অপেক্ষায় অপেক্ষমান থাকে।[১৭] আর এভাবেই ছিয়ামের মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও স্থুলাকার ধীরে ধীরে কমতে থাকে। আবার ওযন কমেও মানুষ দুর্বলবোধ করে না। বরং স্বস্থির নিঃশ্বাস ছেড়ে সুস্থতাবোধ করে।

জিহ্বা ও লালাগ্রন্থিঃ

জিহ্বা মানবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। জিহ্বায় অসংখ্য কোষের সমষ্টি স্বাদ নলিকা রয়েছে। এগুলি দ্বারা খাবারের বিভিন্ন স্বাদ গ্রহণ করা যায়। স্বাদ নলিকা চার ভাগে বিভক্ত। যথা- জিভের গোড়ায় ঝাল-মিষ্টি, পেছনের অংশে তেতো, দু'পাশে নোন্‌তা, টক ও কষা। তবে জিভের ঠিক মাঝখানে কোন স্বাদ নলিকা না থাকায় সেখানে কোন স্বাদ পাওয়া যায় না।[১৮]

ছিয়াম সাধনায় ছায়েমের জিহ্বা ও লালাগ্রন্থিগুলি বিশ্রাম গ্রহণ করে। যার দরুন জিহ্বার ছোট ছোট স্বাদ নলিকাগুলি সতেজতা ফিরে পায় এবং খাবারের প্রতি রুচিরও প্রবলতা ফিরে আসে। তাছাড়া আহারের সময় খাদ্যদ্রব্য চিবাতে, গলধঃকরণ ও হযম করতে লালা গ্রন্থিগুলি থেকে এক প্রকার রস নিঃসৃত হয়। ছিয়াম পালনের ফলে এ রস বেশী বেশী নির্গত হয়। ফলে পাকস্থলীর হযম শক্তি বৃদ্ধি করে এবং বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধি দূর হয়।[১৯]

মনের প্রতিক্রিয়াঃ

শারীরিক কতগুলি রোগ-ব্যাধির উৎসের অন্যতম কারণ হ'ল মানসিক অশান্তি বা অমানবিক পীড়া। মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, কতগুলি শারীরিক ব্যাধির কারণ হচ্ছে 'মানসিক পীড়া'। এগুলিকে পৃথক রোগ সাইকোসোমেটিক (Psychosomatic) ব্যাধি হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন- হাঁপানী, গ্যাসটিক-আলসার, বহুমূত্র, উচ্চ রক্তচাপ, মাইগ্রেন, হৃদরোগ, হিপার থিরোডিজম, কোরনারী, মাসিক ঋতুর অনিয়ম প্রভৃতি।

সাধারণতঃ মানুষ পরস্পর দু'টি বিরোধী স্বভাব পশুত্ব ও মানবিক দিক দ্বারা পরিচালিত হয়। কোন ব্যক্তির উপর যদি পশুত্বের প্রভাব বেশী পড়ে, তবে মানুষ পশু সুলভ হয়। পক্ষান্তরে মানবিক দিকের প্রভাব বেশী প্রধান্য পেলে সে আদর্শবান, নিষ্ঠাবান, সৎ, ধার্মিক হয়।

রামাযানে এক মাস ছিয়াম সাধনা মানুষের মনের সকল প্রকার পশুত্বকে ভষ্মিভূত করে এবং মানবিক দিক সমূহ উন্মোচিত করে। যার কারণে মানুষ আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হয় এবং আদর্শবান মানুষ হিসাবে গড়ে উঠে। এ বিষয়ে The Cultural History of Islam গ্রন্থে যথার্থই বলা হয়েছে- The fasting of Islam has a wonderful teaching for establishing social unity, brotherhood and equity. It has also an excellant teaching for building a good moral character. অর্থাৎ 'সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় ইসলামের ছিয়ামে রয়েছে এক অভাবনীয় শিক্ষা। এতে উত্তম নৈতিক চরিত্র গঠনের এক চমৎকার শিক্ষাও রয়েছে'।[২০]

সমাপনীঃ

ছিয়াম মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর নয়; বরং অত্যন্ত কার্যকরী ও উপকারী। অদূর ভবিষ্যতে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা ব্যাপক গবেষণা করে আরো বিস্ময়কর তথ্য উদঘাটন করবেন। আর সকলে স্বীকার করবেন, আল্লাহ্‌র প্রত্যেকটি ইবাদত বান্দার জন্য কল্যাণকর এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'ল, বিজ্ঞানের মূল উৎস। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে তাঁর ইবাদত করার তাওফীক্ব দান করুন, আমীন!!

১৪. *Scientific Indications in the Holy Quran, (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, June 1995), p. 63.*
১৫. *শরীর বিদ্যা, পৃঃ ৩১।*
১৬. *Scientific Indication in the Holy Quran p. 62-63.*
১৭. *সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃঃ ১৫০।*

১৮. *শরীর বিদ্যা, পৃঃ ৩৩।* ১৯. *তদেব।*
২০. *মাসিক আত-তাহরীক, ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা (নভেম্বর, ২০০১ইং) প্রবন্ধঃ সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত দৃষ্টিতে ছিয়াম সাধনা।*

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফাযায়েলঃ

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত। কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার দেব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকট মিশ্‌কে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায়-অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে, তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[২]

মাসায়েলঃ

১. ছিয়ামের নিয়তঃ নিয়ত অর্থ-মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবীতে বা বাংলায় নিয়ত পড়ার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই।

২. ইফতারকালে দো'আঃ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করলে যথেষ্ট হবে। তবে ইফতার শুরু ও শেষের প্রসিদ্ধ দু'টি দো'আর প্রথমটি 'যঈফ' ও শেষেরটি 'হাসান'। তবে সউদী আরবের মুফতী শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, যদিও হাদীছ দু'টিতে দুর্বলতা রয়েছে, তবুও অনেক বিদ্বান একে 'হাসান' বলেছেন। অতএব ইফতারের সময় এটি বা অন্য দো'আ পাঠ করলেও তা কবুলযোগ্য হবে। কেননা এটি দো'আ কবুলের স্থান'।[৩]

দো'আ দু'টি হ'লঃ (১) আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া 'আলা রিযক্বিকা আফতারতু (২) যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ।

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ফজরের আযান শোনে, তবে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ না করে পাত্র রেখে না দেয়'।[৪]

৪. তিনি এরশাদ করেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহুদী-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'।[৫] 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক জলদী ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন'।[৬]

৫. সাহারীর আযানঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। তাই সাহারী প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[৭] বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত (সাইরণ বাজানো, ঢাক-ঢোল পিটানো, মাইকে ডাকাডাকি করা, বাঁশি বাজানো, ঘন্টা পিটানো ইত্যাদি) যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[৮]

(ঘ) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত।[৯] অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৬. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আঃ 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর, অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[১০]

৭. ফিৎরাঃ (ক) ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[১১]

(খ) উপরোক্ত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, ফিৎরা ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে ফরয। উহার জন্য 'ছাহেবে নেছাব' অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের হিসাবে আনুমানিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাযার) টাকার মালিক হওয়া শর্ত নয়।

---

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (আলবানী) হা/১৯৮৫।
২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।
৩. ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম নং ৪৩৬।
৪. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮৮।
৫. আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫।
৬. নায়লুল আওত্বার (কায়রোঃ ১৯৭৮) ৫/২৯৩ পৃঃ।
৭. বুখারী, মুসলিম, নায়ল ২/১২০।
৮. নায়ল ২/১১৯।
৯. মিশকাত হা/১৩০২।
১০. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।
১১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মদীনায় 'গম' ছিল না। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমে অর্ধ ছা' ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবী মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। যাঁরা অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন, তাঁরা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর অনুকরণ করেন মাত্র। ইমাম নবভী (রহঃ) একথা বলেন।[১২]

(ঘ) এক ছা' বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল। উল্লেখ্য যে, খাদ্য শস্য ব্যতীত তার মূল্য প্রদান করেছেন বলে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন প্রমাণ নেই।

(ঙ) ঈদুল ফিতরের ১/২ দিন পূর্বে ছাহাবায়ে কেরাম বাইতুল মাল জমাকারীর নিকটে ফিৎরা জমা করতেন। ফিৎরা আদায়ের এটাই সুন্নাতী পন্থা, যা ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বন্টন করতে হবে (বুখারী 'যাকাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৭৭, হা/১৫১১; ঐ, দ্রষ্টব্যঃ

৮. ঈদের তাকবীরঃ ছালাতুল ঈদায়েনে প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট অতিরিক্ত ১২ তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[১৩] ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই।[১৪]

৯. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহঃ (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ও যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয়।[১৫]

(খ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[১৬]

১০- ছিয়ামের ফিদ্‌ইয়াঃ (১) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদ্‌ইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[১৭] ইবনে আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদ্‌ইয়া আদায় করতে বলতেন।[১৮]

১২. *ফাৎহুল বারী (কায়রোঃ ১৪০৭ হিঃ) ৩/৪৩৮ পৃঃ।*
১৩. *আহমদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।*
১৪. *আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ।*
১৫. *নিসা ৯২, মুজাদালাহ ৪।*
১৬. *নায়ল ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩, ১/১৬২ পৃঃ।*
১৭. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২১।*
১৮. *নায়ল ৫/৩০৮-১১ পৃঃ।*

(২) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদ্‌ইয়া দিবেন।[১৯]

১১. তারাবীহঃ

প্রথম রাতের নফল ছালাতকে 'তারাবীহ' ও শেষ রাতের নফল ছালাতকে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ ১১ রাক'আত ছিল। তিনি ২৩, ২৫ ও ২৭শে রামাযান জামা'আত সহকারে পূর্বরাতেই এশার পরে তারাবীহ্‌র ছালাত শুরু করেছিলেন (আবুদাঊদ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১২৯৮)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইমামের সাথে জামা'আত সহকারে তারাবীহ্‌র ছালাত শেষ পর্যন্ত আদায় করে, তার আমলনামায় পূর্ণ রাত্রি ইবাদতের ছওয়াব লেখা হয়' (ঐ)। অতএব তারাবীহ্‌র কিছু অংশ পড়ে চলে যাওয়া উচিত নয়।

উল্লেখ্য যে, রামাযান মাসে তারাবীহ পড়লে আর তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না।

রাক'আত সংখ্যাঃ (১) একদা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত ১১ রাক'আতের বেশী ছিল না।[২০]

(২) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) ওবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী নামক দুই ছাহাবীকে রামাযান মাসে ১১ রাক'আত তারাবীহ্‌র ছালাত জামা'আতের সাথে পড়াবার হুকুম দিয়েছিলেন।[২১]

(৩) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান।[২২]

উপরোল্লিখিত বিশুদ্ধ হাদীছগুলি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তারাবীহ্‌র ছালাত বিতর সহ ১১ রাক'আত। উল্লেখ্য যে, বিশ রাক'আতের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে কোন ছহীহ দলীল নেই *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ অক্টোবর'০৩, পৃঃ ৮-১৭, নভেম্বর'০৩, পৃঃ ১৬-২৬)*।

১৩. শাওয়ালের ৬টি নফল ছিয়ামঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করল, অতঃপর তার পিছে পিছে শাওয়ালের ৬টি নফল ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম রাখলো'।[২৩]

১৯. *নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।*
২০. *বুখারী ১/১৬৯ পৃঃ, মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাঊদ ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ২৪৮ পৃঃ; তিরমিযী ৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ৯৭-৯৮ পৃঃ; মিশকাত ১১৫ পৃঃ; বাংলা বুখারী (আধুনিক প্রকাশনী) ৯/৪৭০ ও ২/২৬০ পৃঃ।*
২১. মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২।
২২. *আবু ইয়া'লা, ত্বাবারানী, আওসাত্ব, সনদ হাসান, মির'আত ২/২৩০ পৃঃ।*
২৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭।*

ছাহাবা চরিত

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)

*ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী**

উপক্রমণিকাঃ

সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন। যেখানেই সত্যের উত্থান, সেখানেই মিথ্যার আক্রমণ। এই চিরন্তন সত্যের ব্যতিক্রম ঘটেনি শাশ্বত ধর্ম ইসলামের উত্থানের ঊষা লগ্নেও। আর এ ভূমিকায় প্রকাশ্যভাবে অংশগ্রহণ করে তৎকালীন আরব বিশ্বের কায়েমী স্বার্থবাদী কাফির, মুশরিক, ইহুদী, নাছারা চক্র। এই চক্র চতুষ্টয়ের সম্মিলিত শক্তিও যখন ইসলামের উত্থানকে ঠেকাতে পারল না, তখন তাদের মধ্যকার কতিপয় ধূর্ত প্রকৃতির লোক মুখে কালেমার মুখোশ পরে, গায়ে ইসলামের লেবেল লাগিয়ে অপ্রকাশ্যভাবে হ'লেও ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হয়। এরা হ'ল মুনাফিক। কুরআনুল কারীমের বর্ণনায় এদের বাসস্থান হ'ল জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই মুনাফিক চক্রের তালিকা তৈরি করেছিলেন আর সে বিষয়ে গোপনে জানিয়ে দেয়ার কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তার প্রিয়তম ছাহাবী হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) কে। তাই তাকে বলা হয় صَاحِبُ سِرِّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গোপন তথ্যের বাহক।[১] আলোচ্য প্রবন্ধে এই মহান ছাহাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

নাম হুযায়ফা। কুনিয়াত আবু আব্দিল্লাহ। উপাধি 'ছাহিবুস সির্র'।[২] পিতার নাম হুসাইল মতান্তরে হিসল ইবনে জাবির (রাঃ)।[৩] আল-ইয়ামান তাঁর পিতার প্রকৃত নাম নয়। তাঁর পিতা হুসাইন (রাঃ) ছিলেন মক্কার সম্ভ্রান্ত 'গাতফান' গোত্রের বনু আব্স শাখার লোক। ইসলাম পূর্বযুগে তিনি নিজ গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে মক্কা থেকে পালিয়ে ইয়াছরিবে (মাদীনার পূর্ব নাম) আশ্রয় নেন। সেখানে বনু আব্দিল আশহাল গোত্রের সাথে প্রথমে মৈত্রীচুক্তি পরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। মদীনার আনছার গোত্র বনু আব্দিল আশহালের আদি সম্পর্ক মূলতঃ হুসাইল (রাঃ)-এর উর্ধ্বতন পুরুষ আল-ইয়ামানের সাথে। হুসাইল (রাঃ) তাঁদের গোত্রের মেয়ে বিয়ে করায় তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁর পরিচয় দিত আল-ইয়ামান বলে। এ জন্য হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলা হয়।[৪] হুযায়ফা (রাঃ)-এর মাতার নাম আর-রাবাহ বিনতে কা'ব ইবনে আদী ইবনে কা'ব ইবনে আব্দুল আশহাল।[৫] তাঁর পুরো বংশ পরিক্রমা হ'ল- হুযাইফা ইবনে ইয়ামান ইবনে জাবির ইবনে আমর ইবনে রবী'আহ ইবনে জিরওয়া ইবনে হারিছ ইবনে মাযিন ইবনে ক্বাতীয়াহ ইবনে আব্স ইবনে বাসীঈ ইবনে রাইস ইবনে গাতফান ইবনে সা'দ ইবনে ক্বায়ীস আইলান ইবনে মুযার ইবনে নিযার ইবনে মায়াদ ইবনে আদনান।[৬]

ইসলাম গ্রহণঃ

হুযায়ফা (রাঃ)-এর পিতা ইয়ামান (রাঃ) মাঝে মধ্যেই মক্কায় যাতায়াত করতেন। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হেদায়াতের দীপ্ত মশাল হাতে মক্কায় ইসলাম প্রচার শুরু করেন। তাঁর প্রচারিত তাওহীদের মর্মবাণী ইয়ামানের কর্ণ কুহরে পৌঁছে এবং হেদায়াতের হেরার রশ্মি তাঁর তনুমনকে উদ্ভাসিত করে। এক পর্যায়ে তিনি বনু আবসের ১১ ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে মক্কার অদূরে 'আল-আক্বাবা' উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইতিহাসে যা 'আক্বাবার প্রথম শপথ' নামে পরিচিত। তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী রাবাহও ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে হুযায়ফা (রাঃ) মুসলিম পিতা-মাতার ক্রোড়েই বেড়ে উঠেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন।[৭] ভাই-বোনের মধ্যে শুধু তিনি ও সাফওয়ান (রাঃ) এ গৌরবের অধিকারী হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একটু দেখার এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার জন্য তার মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠে। দিন দিন তার এ ব্যাকুলতা তীব্র থেকে তীব্রতর হ'তে থাকে। তিনি সব সময় যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছেন তাদের কাছে তাঁর আকার-আকৃতি ও আচার-ব্যবহার কেমন তা জানার জন্য প্রশ্ন করতেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রহর কাটিয়ে একদিন তিনি সত্যি সত্যিই মক্কায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হন। তিনি তাঁকে সবিনয়ে জিজ্ঞেস করেন أَمُهَاجِرٌ أَنَا أَمْ أَنْصَارِيٌّ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)!

---

* প্রধান মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।

১. হাফেয জালালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ মিযযী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র হা-রাতু হারিক ১৯৯৪ইং/১৪১১হিঃ) ৪/১৯১ পৃঃ।

২. মুহাম্মাদ আব্দুল মা'বুদ, আসহাবে রাসূলের জীবন কথা (ঢাকাঃ ইসলামিক সেন্টার ১৯৯৯), ৩/২২১ পৃঃ।

৩. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০), ২৬/১৩২ পৃঃ।

৪. হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরুতঃ মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৮৬ ইং/ ১০৪৬ হিঃ), ২/৩৬২ পৃঃ; ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা, ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ (বৈরুতঃ দারুন নাফাইস, চতুর্দশ সংস্করণ ২০ মে ১৯৮৪ ইং), ৪/১২২ পৃঃ।

৫. তাহযীবুল কামাল ৪/১৯১ পৃঃ; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিছ ছাহাবাহ (বৈরুতঃ এহইয়াউত তুরাছ আল-আরাবী, তাবি), ১/৩৯০ পৃঃ।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ, ৪/১২২-২৩ পৃঃ।

আমি কি মুহাজির, নাকি আনছার'? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যুত্তরে বললেন, إِنْ شِئْتَ كُنْتَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَإِنْ شِئْتَ كُنْتَ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ مَا تُحِبُّ- 'তুমি ইচ্ছে করলে মুহাজিরদের একজন হ'তে পার, আর ইচ্ছা করলে তুমি আনছারদের একজন হ'তে পারে। তোমার মনে যেটা ভাল লাগে সেটাই তুমি নিজের জন্য নির্বাচন করে নাও'।

হুযাইফা (রাঃ) বললেন, بَلْ أَنَا أَنْصَارِيْ يَارَسُوْلَ اللهِ। 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি বরং আনছারই হব'।[৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করার পর আনছার ও মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। হুযায়ফা (রাঃ)-এর সাথে আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ)-কে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেন।[৯]

যুদ্ধে অংশগ্রহণঃ

যুদ্ধের ময়দানে তিনি ছিলেন অকুতোভয় বীর সেনানী। বদরের যুদ্ধ ব্যতীত তাঁর জীবদ্দশায় অনুষ্ঠিত প্রতিটি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং অনুপম রণনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি ও তাঁর পিতা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতে পারার কারণ সম্পর্কে হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে আমার পিতা ও আমি মদীনার বাইরে ছিলাম। মদীনায় ফেরার পথে কুরাইশরা আমাদের পথরোধ করে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? আমরা বললাম, মদীনায়। তারা বলল, তাহ'লে নিশ্চয়ই মুহাম্মাদকে সাহায্য করতে যাচ্ছ? আমরা বললাম, আমরা শুধু মদীনায় যাচ্ছি, অন্য কোন উদ্দেশ্য আমাদের নেই। তারা বলল, তোমাদেরকে মদীনায় যেতে দেব এই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে যে, তোমরা মদীনায় গিয়ে আমাদের বিপক্ষে মুহাম্মাদকে কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবে না। অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে তাদেরকে উক্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা মদীনায় উপস্থিত হ'লাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কুরাইশদের সাথে কৃত অঙ্গীকারের কথা ব্যক্ত করে বললাম, এখন আমরা কি করব? তিনি বললেন, 'তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ কর এবং তাদের উপর যেন আমরা বিজয়ী হ'তে পারি তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ কর'।[১০]

ওহোদ যুদ্ধে হুযায়ফা (রাঃ) স্বীয় পিতা আল-ইয়ামান (রাঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর পিতা আল-ইয়ামান (রাঃ) এ যুদ্ধে স্বপক্ষীয় মুসলিম মুজাহিদদের অসির আঘাতে শাহাদত বরণ করেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ-

ওহোদ যুদ্ধের সময় আল-ইয়ামান (রাঃ) এবং ছাবিত ইবনে ওয়াক্‌শ (রাঃ) অতি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন। যুদ্ধের আগে নারী ও শিশুদেরকে একটি নিরাপদ দুর্গে রাখা হ'ত। আর এ দুই বৃদ্ধ ছাহাবীকে রাখা হয়েছিল ঐ দুর্গের তত্ত্বাবধানে। যুদ্ধ যখন তীব্র হ'তে তীব্রতর আকার ধারণ করল, তখন হুযায়ফার (রাঃ) পিতা আল-ইয়ামান (রাঃ) ও সঙ্গী ছাবিত (রাঃ)-কে বললেন,

لاَ أَبَا لَكَ، مَا نَنْتَظِرُ (!) فَوَاللهِ مَا بَقِيَ لِوَاحِدٍ مِّنَّا مِنْ عُمْرِهِ الاَّ بِمِقْدَارِ مَايَظْمَأُ الْحِمَارُ- إِنَّمَا نَحْنُ هَامَةُ الْيَوْمِ اَوْغَدٍ- اَفَلاَ نَأْخُذُ سَيْفَنَا وَنَلْحَقُ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَعَلَّ اللهُ يَرْزُقُنَا الشَّهَادَةَ مَعَ نَبِيِّهِ- ثُمَّ أَخَذَا سَيْفِهِمَا وَدَخَلاَ فِيْ النَّاسِ-

'তোমার পিতা নিপাত যাক! আমরা কিসের অপেক্ষায় বসে আছি? পিপাসিত গাধার স্বল্পায়ুর মত আমাদের সবার আয়ুও শেষ হয়ে এসেছে। আমরা খুব বেশী হ'লে আজ অথবা কাল পর্যন্ত বেঁচে আছি। আমাদের কি উচিত নয়, তরবারী নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট চলে যাওয়া? হ'তে পারে আল্লাহ তাঁর নবীর সাথে আমাদের শাহাদাত দান করবেন। তাঁরা উভয়ে নাঙ্গা তরবারী হাতে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন'।

ইতিমধ্যে শত্রুবাহিনী পরাজয় বরণ করে প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছিল। তখন অভিশপ্ত ইবলিশ চিৎকার করে বলে উঠল, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা, তোমাদের পিছন থেকে আরেকটি দল আসছে। এ কথা শুনে তারা পিছনের দিকে ফিরে গেল। তখন অগ্রভাগ ও পশ্চাৎভাগের মধ্যে সংঘর্ষ লেগে গেল। এমতাবস্থায় হুযায়ফা (রাঃ) দেখতে পেলেন তাঁর পিতা দু'দলের মাঝখানে রয়েছেন, তখন তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, أَيْ عِبَادَ اللهِ أَبِيْ، أَبِيْ- 'হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! ইনি আমার পিতা, ইনি আমার পিতা'। কিন্তু বিভীষিকাময় রণধ্বনির তরঙ্গে মিশে গেল তাঁর চিৎকার ধ্বনি। হুযায়ফা (রাঃ)-এর চোখের সামনে জনৈক মুসলিম মুজাহিদের তরবারীর আঘাতে দ্বি-খণ্ডিত হয়ে কাংক্ষিত শাহাদতের অমীয় সুধা পান করলেন তাঁর পরম স্নেহময়ী পিতা আল-ইয়ামান (রাঃ)। তখন হুযায়ফা (রাঃ) মুজাহিদদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ- 'আল্লাহ তোমাদের সকলকে

---

৮. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব (লাহোরঃ নাশারুস সুন্নাহ, তাবি), ২/১৯৩ পৃঃ; ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৪/১২৩-২৪ পৃঃ।

৯. ইসলামী বিশ্বকোষ ২৬/১৩৩ পৃঃ।

১০. ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবা ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়া, তাবি) ১/৩৩২ পৃঃ; ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ ৪/১২৪-২৫ পৃঃ; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/৩৬৩ পৃঃ।

ক্ষমা করুন। তিনিই সর্বাধিক দয়াবান'।[১১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হুযায়ফা (রাঃ)-কে তাঁর পিতার 'দিয়াত' তথা রক্তমূল্য দিতে চাইলে তিনি বলেন, إِنَّمَا هُوَ طَالِبُ شَهَادَةٍ وَقَدْ نَالَهَا- اَللَّهُمَّ اشْهَدْ اِنِّىْ تَصَدَّقْتُ بِدِيَّتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ- 'আমার আব্বা তো শাহাদাতেরই প্রত্যাশী ছিলেন, আর তিনি তা লাভ করেছেন। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো, আমি তাঁর দিয়াত মুসলমানদের জন্য দান করলাম'।[১২] তাঁর এই সহিষ্ণুতা ও মহানুভবতার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট তার মর্যাদা বেড়ে যায়।

আহযাবের যুদ্ধে হুযায়ফা (রাঃ) অবিস্মরণীয় রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। মক্কার কুরাইশ কাফিরেরা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এবং তাদের নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। তাদের তনুমনে প্রতিশোধের অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। দ্বীন ইসলামের আলোকরশ্মি চিরতরে নির্বাপিত করার মানসে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে সম্মিলিত বাহিনী গড়ে তোলে এবং মদীনা আক্রমণ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রখ্যাত ছাহাবী সালমান ফারসী (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমে নগরীর তিনদিকে ছয় হাযার হাত দীর্ঘ, দশ হাত প্রশস্ত এবং দশ হাত গভীর 'খন্দক' খনন করেন। ফলে কুরাইশ বাহিনী সরাসরি মদীনায় প্রবেশ করতে না পেরে দীর্ঘ দিন মদীনা অবরোধ করে রাখে। একদিন রাতে এক অভিনব ঘটনা ঘটে, যা ছিল মুসলমানদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সাহায্য। কুরাইশরা মদীনার আশপাশের বাগানগুলিতে শিবির স্থাপন করে অবস্থান করছিল। হঠাৎ এমন প্রচণ্ডভাবে সাইক্লোন শুরু হ'ল যে, রশি ছিড়ে তাঁবুগুলি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, হাঁড়ি-পাতিলগুলি উল্টে-পাল্টে গেল, প্রচণ্ডভাবে শৈত্যপ্রবাহ শুরু হ'ল। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান বলল, আর উপায় নেই, এখনই স্থান ত্যাগ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরাইশ বাহিনী নিয়ে দারুণ দুশ্চিন্তায় ছিলেন। তিনি সেই ভয়াল দুর্যোগময় রাতে হুযায়ফা (রাঃ)-এর শক্তি ও অভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করতে চাইলেন। তিনি রাতের অন্ধকারে কাউকে কুরাইশ বাহিনীর অভ্যন্তরে প্রেরণ করে তথ্য সংগ্রহ করতে ইচ্ছে করলেন। আর এ দুঃসাহসী অভিযানের জন্য নির্বাচিত করলেন হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) কে।

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমরা সেই ভয়াল নিকষকালো অন্ধকার যামিনীতে কাতারবন্দী হয়ে বসেছিলাম। প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা ও অন্ধকারের ঘনঘটা এতই তীব্র ছিল যে, এমন দুর্যোগপূর্ণ যামিনী আমাদের জীবনে আর কখনো আসেনি। বাতাসের শব্দ ছিল বাজ পড়ার শব্দের ন্যায়। আর এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল যে, আমরা আমাদের নিজের হাতের আঙ্গুলগুলি পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক এক করে আমাদের সকলের নিকট আসতে লাগলেন। এক সময় আমার কাছেও আসলেন। শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমার গায়ে একটি চাদর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। চাদরটি ছিল আমার স্ত্রীর, আর তা খুব টেনেটুনে হাঁটু পর্যন্ত পড়ছিল। তিনি আমার একেবারে কাছে আসলেন। আমি মাটিতে বসেছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? বললাম, হুযায়ফা। হুযায়ফা? এই বলে তিনি মাটির দিকে একটু ঝুঁকলেন, যাতে আমি তীব্র ক্ষুধা ও শীতের মধ্যে উঠে না দাঁড়াই। তিনি বললেন, কুরাইশ বাহিনীর একটি খবর শোনা যাচ্ছে। তুমি তাদের শিবিরে গিয়ে আমাকে সঠিক খবরটি এনে দিবে।

আমি অভিযানে বের হ'লাম। অথচ আমি ছিলাম সকলের চেয়ে ভীতু ও শীত কাতুরে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার জন্য দো'আ করলেন, اَللَّهُمَّ احْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ- 'হে আল্লাহ! সামনে-পিছনে, ডানে-বামে, উপরে-নীচে সব দিক থেকে তুমি হুযায়ফাকে হেফাযত কর'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আ শেষ হ'তে না হ'তেই আমার সব ভীতি দূর হ'ল এবং শীতের জড়তাও কেটে গেল।

আমি যখন অভিযানে বের হ'তে উদ্যত হ'লাম, তখন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, يَا حُذَيْفَةُ لاَتَضْرِبَنَّ فِىَّ أَحَدًا حَتَّى تَأْتِيَنِىْ- 'হে হুযাইফা! আমার নিকট ফিরে না আসা পর্যন্ত কাউকে আঘাত করবে না'। আমি রাতের ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকারে বন্ধুর ও কন্টকাকীর্ণ রাস্তায় অতি সন্তর্পনে চলতে লাগলাম। এক সময় চুপিসারে কুরাইশ শিবিরে প্রবেশ করে তাদের সাথে এমন ভাবে মিশে গেলাম, যেন আমি তাদেরই একজন।

আমি শিবিরে পৌছার কিছু পরেই কুরাইশ নেতা আবু সুফইয়ান সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, 'ওহে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলতে চাই। কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে তা মুহাম্মাদের কাছে পৌছে যায় কি-না। তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের পার্শ্বের লোকটির প্রতি লক্ষ করে দেখ, সে আমাদের সৈন্য না অন্য কেউ'। এ ঘোষণার সাথে সাথে তারা আমার পরিচয় নেয়ার পূর্বেই আমি আমার ডান পাশের লোকটির হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি? সে বলল, মু'আবিয়া অর্থাৎ মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (!) আবার বাম পাশের লোকটির হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? উত্তর এল, ইকরামা অর্থাৎ ইকরামা ইবনে আবু জাহল। আমার শরীর একবার মৃদু

---

১১. বুখারী, 'কিতাবুল মাগাযী' ২/৫৮১ পৃঃ হা/৩৭৬৮; সিয়ারু আলামিন ২/৩৬২ পৃঃ; তাহযীবুল কামাল ৪/১৯২ পৃঃ।

১২. ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ, ৪/১২৭ পৃঃ; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/৩৬২ পৃঃ।

কেঁপে উঠল কেননা আমি যে দুই সিংহ শাবকের মাঝখানে অবস্থান করছি।

এবার আবু সুফইয়ান বলতে লাগলেন, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহ্র কসম! তোমরা কোন নিরাপদ গৃহে নও। আমাদের যুদ্ধরত বাহন তথা উট ও ঘোড়াগুলি মরে গেছে, মদীনার ইহুদী গোত্র বনু কুরাইযাও আমাদেরকে ছেড়ে গেছে। আর কেমন প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝায় আমরা পড়েছি তাও তোমরা দেখছ। সুতরাং আর তিলার্ধকাল অপেক্ষা নয় ফিরে চলো। আমি চলছি। একথা বলে সে তার উটের রশি খুলল এবং পিঠে চড়ে বসে উটের গায়ে আঘাত করল। উট চলতে শুরু করল'।

(হুযায়ফা বলেন) শিকার আমার হাতের মুঠোয়। ইচ্ছা করলে আবু সুফইয়ানকে তীরাঘাত করে এফোঁড় ওফোঁড় করতে পারি। অজান্তেই আমার হাত চলে গেল তূণীরে। কিন্তু না, হঠাৎ স্মরণ হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিষেধাজ্ঞার কথা; তাই নিবৃত হ'লাম। আমি সেখান থেকে দ্রুত ফিরে আসলাম। এসে দেখলাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে দণ্ডায়মান আছেন। ছালাতান্তে তিনি তাঁর নিকট টেনে নিয়ে তাঁর চাদরের এক কোণা আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। আমি তাঁকে কুরাইশ বাহিনীর খবর জানালাম। শুনে তিনি খুবই খুশী হ'লেন এবং হামদ ও ছানা পাঠ করলেন। বাকী রাতটুকু আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাদরের নিচেই কাটিয়ে দিলাম। প্রত্যুষে তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'জেগে উঠ, ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তি'।[১৩]

হুযায়ফা (রাঃ) ওহোদ, খন্দক সহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত প্রতিটি অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি পারস্যের নিহাওয়ান্দ, দাইনাওয়ার, হামাযান, মাহ, রায় প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন এবং গোটা ইরাক ও পারস্যবাসীকে এক নিয়মে কুরআন পাঠের উপর সমবেত করেন।[১৪]

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর হুযায়ফা (রাঃ) রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনার্থে কুফা, নাসীবীন, মাদায়েন প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করেন।

ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল বিজিত হওয়ার পর মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ) সেখানকার ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ কাজের জন্য তিনি দু'জন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন। ফোরাত নদীর তীরবর্তী অঞ্চল সমূহে ওছমান ইবনে হুনাইফ (রাঃ)-কে এবং দজলা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল সমূহে হুযায়ফা (রাঃ)-কে নিয়োগ করেন। দজলা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল ভীষণ দুষ্ট প্রকৃতির। তারা হুযায়ফা (রাঃ)-কে তার কাজে কোন রকম সাহায্য সহযোগিতা তো দূরের কথা বরং নানা রকম বাঁধার সৃষ্টি করত। তা সত্ত্বেও তিনি ভূমি বন্দোবস্ত দিলেন। ফলে সরকারী আয় অনেকটা বেড়ে গেল। তিনি মদীনায় এসে ওমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। ওমর (রাঃ) তাঁকে বললেন, সম্ভবত যমীনের উপর অতিরিক্ত বোঝা পাচানো হয়েছে। হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, না বরং আমি অনেক বেশী ছেড়ে দিয়েছি।

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মাদায়েন বিজিত হওয়ার পর মুসলিম বাহিনী সেখানে অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া আরব মুজাহিদদের স্বাস্থ্যানুকূল না হওয়ায় খলীফা ওমর (রাঃ) সা'দকে তাঁর বাহিনী নিয়ে কুফায় চলে যেতে বলেন এবং সেখানে একটি স্বাস্থ্য উপযোগী স্থান নির্বাচন করে স্থায়ীভাবে সেনা ছাওনী তথা শহর পত্তনের নির্দেশ দেন। সা'দ (রাঃ) শহর পত্তনের জন্য হযরত হুযায়ফা (রাঃ) ও সালমান ইবনে যিয়াদ (রাঃ)-এর উপর স্থান নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁরা দু'জন গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর একটি সুস্বাস্থ্যকর স্থান নির্বাচন করেন। আজকের কুফা নগরীটি এ দু'মহান ছাহাবীরই নির্বাচিত স্থানে অবস্থিত।[১৫]

ওমর (রাঃ) হুযায়ফা (রাঃ)-কে মাদায়েনের ওয়ালী (গভর্ণর) নিয়োগ করেন। একজন নতুন ওয়ালী আসছেন মাদায়েনবাসী এ সংবাদ পেয়ে নতুন ওয়ালীকে স্বাগত জানানোর জন্য দলে দলে শহরের বাইরে রাস্তায় সমবেত হ'ল। তারা এ মহান ছাহাবীর তাক্বওয়া, আল্লাহ ভীতি, সরলতা ও ইরাক বিজয়ের অনেক কথা শুনেছিল। তারা তাঁর সাথে একটি জাঁকজমকপূর্ণ কাফিলার আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। না, কোন কাফিলার সাথে নয়। তারা দেখতে পেল কিছু দূরে গাধাঁর উপর ছওয়ার হয়ে দীপ্ত চেহারার এক ব্যক্তি তাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। গাধাঁর পিঠে অতি পুরানো জীর্ণ একটি জিন। তার উপর বসে বাহনের পিঠের দু'পাশের পা ছেড়ে দিয়ে এক হাতে রুটি ও অন্য হাতে লবণ ধরে মুখে ঢুকিয়ে চিবোচ্ছেন। আরোহী ধীরে ধীরে জনতার মাঝখানে এসে পড়লেন। তারা ভাল করে তাকিয়ে দেখে বুঝল, ইনিই সেই প্রতিক্ষিত ওয়ালী, যার জন্য তারা দাঁড়িয়ে আছেন। এই প্রথমবারের মত তাদের কল্পনা হোঁচট খেল। তিনি চললেন এবং লোকেরাও তাঁকে ঘিরে পাশাপাশি চলল। তিনি তাঁর গন্তব্য স্থানে উপস্থিত জনতাকে তাদের প্রতি লেখা খলীফার ফরমান পাঠ করে শোনালেন। ওমর (রাঃ)-এর রীতি ছিল, নতুন ওয়ালী নিয়োগের সময় সেই এলাকার অধিবাসীদের প্রতি বিভিন্ন নির্দেশ ও ওয়ালীর দায়িত্ব ও কর্তব্য স্পষ্টভাবে বলে দেয়া। কিন্তু হুযায়ফা (রাঃ)-এর নিয়োগপত্রে মাদায়েন বাসীদের প্রতি শুধু একটি নির্দেশ ছিল, 'তোমরা তাঁর কথা শুনবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে'। তিনি যখন খলীফার

১৩. *মুসলিম, হা/১৭৮৮, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯১; সিয়ারু আলামিন-নুবালা, ২/৩৬৪ পৃঃ; ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ, ৪/১২৯-৩৫ পৃঃ।*

১৪. *তাহযীবুত তাহযীব, ২/১৯৩ পৃঃ; ছুওয়ারুম মিন হায়াতিছ ছাহাবাহ, ৪/১৩৭ পৃঃ; আল-ইছাবাহ, ১/৩৩৩ পৃঃ।*

১৫. *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ৩/২২৭ পৃঃ।*

ফরমান তাদের সামনে পাঠ করে শুনালেন, তখন চারদিক থেকে আওয়ায উঠল, বলুন, আপনার কি প্রয়োজন। আমরা সবই দিতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী খুলাফায়ে রাশেদার পদাঙ্ক অনুসরণকারী হুযায়ফা (রাঃ) বললেন, 'আমার নিজের পেটের জন্য শুধু কিছু খাবার, আর আমার গাধাটির জন্য কিছু ঘাস-খড় প্রয়োজন। যতদিন এখানে থাকব, আপনাদের কাছে শুধু এতটুকুই চাইব।

হুযায়ফা (রাঃ) উক্ত পদে দীর্ঘদিন থাকার পর ওমর (রাঃ) তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য মদীনায় তলব করেন। খলীফার ডাকে সাড়া দিয়ে হুযায়ফা (রাঃ) যে অবস্থায় মাদায়েন গিয়েছিলেন ঠিক একই অবস্থায় মদীনার দিকে যাত্রা করেন। তাঁর আগমন বার্তা শুনে তাঁর আসার রাস্তার পাশে ওমর (রাঃ) লুকিয়ে থাকেন। হুযায়ফা (রাঃ) কেমন শানশওকতে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে আসছেন তা অবলোকন করার জন্য। কিন্তু খলীফা ওমর (রাঃ) দেখতে পেলেন তিনি জাঁকজমকহীনভাবে আসছেন। তাই নিকটে আসতেই হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ান এবং তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, হুযায়ফা, তুমি আমার ভাই, আর আমিও তোমার ভাই। অতঃপর উক্ত পদেই তাঁকে বহাল রাখেন।[১৬]

ওমর (রাঃ) ও ওছমান (রাঃ)-এর পুরো খিলাফত কাল এবং আলী (রাঃ)-এর খিলাফতকালের কিছু সময় অর্থাৎ আমৃত্যু তিনি মাদায়েনের গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১৭]

[চলবে]

১৬. *তাহযীবুত তাহযীব, ২/১৯৩ পৃঃ; ইসলামী বিশ্বকোষ ২৬/১৩৪ পৃঃ।*
১৭. *আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ, ১/৩৩২ পৃঃ।*

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল সূদকে করেছেন হারাম"
শিকদার এন্টারপ্রাইজ
Shikder Enterprise
●ত্রিপল ●তাঁবু ●ক্যানভাস ●পলিফেব্রিক্স
●রেইনকোর্ট ●গামবুট ●লাইফজ্যাকেট
ইত্যাদি প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।
ফোনঃ ৭১১৯০০৭/৭১১১২৯৯, ফ্যাক্স ঃ ৯৫৫৯৩৬২, মোবাইলঃ ০১১৮৩৬২৪১।
১ নং চন্ডিচরণ বোস ষ্ট্রীট (মাওয়া বাস ষ্ট্যান্ডের পার্শ্বে) ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩।
বি আর টি সি মার্কেট দোকান নং -২ ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা-১০০০।

নবীনদের পাতা

বিচিত্র মানব মন

*আব্দুর রাকীব**

পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ) বলেন,

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلاَّ مَنْ
رَحِمَ رَبِّى إِنَّ رَبِّى غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

'আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ, কিন্তু সে নয়, যার উপর আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(ইউসুফ ৫৩)*।

আলোচ্য আয়াতে 'আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না' অর্থ নিজের মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র মনে করি না। আর আয়াতে বর্ণিত 'মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ' দ্বারা সাধারণভাবে প্রত্যেক মনকেই মন্দ কর্মপ্রবণ বলা হয়েছে।

এই মন মানুষকে যুগ যুগ ধরে যে কত ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এই মনের অসৎ প্ররোচনায় সাড়া দিয়েই ফির'আউন নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করেছিল। অনুরূপভাবে শাদ্দাদ, নমরূদ, ক্বারূণ, আবু জাহল, আবু লাহাব সকলেই মনের দেয়া ধোঁকায় পতিত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছিল। সকলেই মনের উপর প্রভুত্বের বদলে মনের দাসে পরিণত হয়েছিল।

মীরজাফরের মন চেয়েছিল বাংলার নবাব হ'তে। তাই সে নবাব সিরাজুদ্দৌলার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং ইংরেজদের সহযোগিতা করেছিল। ইংরেজরা চেয়েছিল এদেশের মানুষকে চিরকাল গোলাম বানিয়ে রাখতে, তাই তারা তাদের লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করেছিল। সম্রাট শাহজাহান চেয়েছিলেন তার প্রেয়সী স্ত্রীর কথা বিশ্ববাসী চিরকাল মনে রাখুক, তাই তিনি তার স্ত্রীর সমাধির উপর 'তাজমহল' নির্মাণ করেছিলেন। হিটলার চেয়েছিল বিশ্ব জয় করতে, সে লক্ষ্যে সে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল। হ্যারি ট্রুম্যান চেয়েছিল জাপানীদের বশে আনতে। তাই সে মানবতার উপর জঘন্যতম, হিংস্রতম, বীভৎস হামলা চালিয়ে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে লাখ লাখ বনু আদমকে হত্যা করেছিল। বুশ চায় মুসলিম বিশ্বকে কব্জা করতে, তাই সে একের পর এক মুসলিম দেশ সমূহকে বিভিন্নভাবে পঙ্গু করার প্রয়াসে মাঠে নেমেছে।

এই মনের কুচাহিদাকে বাস্তবে রূপ দিতেই অফিস-আদালতে চলছে সূদ-ঘুষের অসুস্থ প্রতিযোগিতা, দেশ জুড়ে চলছে খুন-খারাবীর প্রলয় উল্লাস। চলছে চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, হাইজাক আর চাঁদাবাজি। ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, যেনা-ব্যভিচার, গিবত-তোহমত, অন্যের অনিষ্ট সাধন ইত্যাদি বহুবিধ অন্যায়-অপকর্ম মহামারির রূপ লাভ

** আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।*

করেছে। আজকের মিডিয়াবিপ্লব এসব প্রচেষ্টায় পরিণত হয়েছে সবচেয়ে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য হাতিয়ারে। বিশ্বের প্রতিটি দেশই আজ কম-বেশী এরূপ অস্থিরতায় নিমজ্জিত।

এখন প্রশ্ন হ'ল, মানুষ কি তার মনের সব আশা পূরণ করতে পেরেছে? যতটুকু পেরেছে তার মাধ্যমে সে কি সুখী হয়েছে, না দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে? আমাদের চারপাশে তাকালেই বুঝতে পারব যে, মানব মনের সব আশা পূরণের ফলাফল কী?

ফির'আউন নিজেকে আল্লাহ দাবী করে সুখে থাকতে পারেনি। শাহজাহান, ইংরেজ, মীরজাফর, হিটলার, মুসোলিনি, হ্যারি ট্রু ম্যান কেউ স্বস্তিতে থাকতে পারেনি। বুশও কি ইরাক, আফগানের মাটিতে মুসলমানদের কবর রচনা করে একদণ্ড স্থির থাকতে পারছে? ইসরাঈল,ভারত, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশ মুসলিম বিশ্বের প্রতি হাযারো হিংসার বিষ বাষ্প নিক্ষেপ করেও কতটুকুইবা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে? সুখে নেই আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারাও। মোটকথা এরা প্রত্যেকেই নিজেদের মনের আকাংক্ষাকে চরিতার্থ করতে কোনরূপ কসূর না করলেও কাংক্ষিত সুখের খোঁজ পেতে ব্যর্থ হয়েছে।

তারা তাদের মনের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে কেউ বিফল হয়েছে, আবার কেউ সফল হয়েছে। কিন্তু কেউ-ই সেই প্রার্থিত সুখসাগরে অবগাহনের সুযোগ পায়নি। কারণ হিসাবে একটা কথা আমভাবে সবার উপর প্রযোজ্য যে, তাদের মন 'মন্দ কর্মপ্রবণ'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, 'এরূপ সাথী সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা, যাকে সম্মান-সমাদর করলে তোমাদের বিপদে ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে তার অবমাননা করা হ'লে তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে? ছাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! এর চাইতে অধিক মন্দ দুনিয়াতে আর কোন কিছু হ'তে পারে না। তিনি বললেন, ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের বুকের অভ্যন্তরে যে মনটি আছে, সে-ই এই ধরনের সাথী'।[১] অন্য এক হাদীছে আছে, 'তোমাদের প্রধান শত্রু স্বয়ং তোমাদের মন। সে তোমাদেরকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে'।[২]

এখন প্রশ্ন হ'ল, মানুষ কি জেনে-বুঝেই মন্দ কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ে? উত্তর আসবে হ্যাঁ, মানুষ জেনে-বুঝেই মন্দ কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে অন্যান্য মানুষের অবস্থা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে না। কিন্তু ফলাফল যখন প্রকাশ পায়, তখন আফসোস ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। আর এজন্যই নফসের বিরুদ্ধে জিহাদই সবচেয়ে কঠিন জিহাদ। তাই নফস কলুষিত হয় এবং আখিরাতের চিন্তা থেকে দূরে

১. *কুরতুবী, তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন (সংক্ষিপ্ত) অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (সঊদী আরবঃ খাদেমুল হারামাইন কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প ১৪১৩হিঃ), পৃঃ ৬৭১-৭২, ইউসুফ ৫৩-এর তাফসীর।*

২. *পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৭২।*

সরিয়ে নেয় এমন সব বই, সাহিত্য, পত্র-পত্রিকা, প্রচার মাধ্যম, ক্লাব, আলোচনা মজলিস, দল, সংগঠন, সমিতি প্রভৃতি হ'তে নিজেদের দূরে রাখতে হবে এবং দৈনিক দেহের খোরাক যোগানোর ন্যায় রূহের ঈমানী খোরাক যোগাতে হবে। সর্বদা দ্বীনী আলোচনা, দ্বীনী আমল ও দ্বীনী পরিবেশের মধ্যে উঠাবসার মাধ্যমে রূহকে তাজা রাখতে হবে। আল্লাহ প্রেরিত শরী'আতের কোন বিধান সম্পর্কে মনের মধ্যে যখনই কোন সন্দেহ উঁকি মারবে, তখনই তাকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। ঘরের জানালা দিয়ে চোর উঁকি মারলে যেমন আমরা তাড়িয়ে দেই, তেমনি মনের জানালা দিয়ে শয়তান উঁকি মারলে তাকেও তাড়িয়ে দিতে হবে। অহেতুক সন্দেহ পোষণকারীদের থেকে দূরে থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا-

'শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। অতএব তোমরা তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর' *(ফাত্বির ৬)*।

মানুষ মাত্রই ধনী ও বিশাল সম্পত্তির মালিক হ'তে চায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَّ أَبْقَى-

'আল্লাহ্র কাছে যা আছে তা-ই উত্তম ও চিরস্থায়ী *(ক্বাছাছ ৬০)*।

অর্থাৎ দুনিয়ার সব সম্পদ, বিলাস-ব্যসন সবই ধ্বংসশীল। দুনিয়ার কাজকর্মের যে প্রতিদান পরকালে পাওয়া যাবে, তা এখনকার ধন-সম্পদ ও বিলাস-ব্যসন থেকে গুণগত দিক দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই উত্তম ও স্থায়ী। দুনিয়ার ধন-সম্পদ যতই উৎকৃষ্ট হোক, পরিশেষে সব কিছুই ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিম্নস্তরের ও ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অধিকতর সুখময় ও চিরস্থায়ী জীবনের উপর অগ্রাধিকার দিতে পারে না। বুদ্ধিমান তাকেই বলে, যে দুনিয়ার ঝামেলায় কম মগ্ন থাকে এবং পরকালের চিন্তা বেশী করে। তার লক্ষ্য থাকে কিভাবে এ পার্থিব পরীক্ষাকেন্দ্র সাফল্যের সাথে উত্তরণ করে পরকালের প্রতিশ্রুত চিরসুখময় স্থান জান্নাত লাভ করতে পারবে।

হাশরের ময়দানে কাফির-মুশরিকদেরকে শিরক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। জবাবে মুশরিকরা বলবে, আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা ইচ্ছা করে শিরক করিনি; বরং এই শয়তানই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল। তখন শয়তান বলবে, আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম ঠিকই কিন্তু বাধ্য করিনি। এজন্য আমরাও অপরাধী কিন্তু তারাও অপরাধ থেকে মুক্ত নয়। কারণ আমরা যেমন তাদের বিভ্রান্ত করেছিলাম, তার বিপরীতে পয়গম্বরগণ ও তাঁদের নায়েবগণ তাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখিয়েছিলন এবং প্রমাণাদিসহ তাদের কাছে হক তুলে ধরেছিলেন। তারা স্বেচ্ছায় তাদের কথা অগ্রাহ্য করেছে এবং আমাদের কথা মেনে নিয়েছে। এমতাবস্থায় তারা কিরূপে দোষমুক্ত থাকতে পারে?[৩]

৩. *বঙ্গানুবাদ মা'আরিফুল কুরআন, পৃঃ ১০১৮।*

তবে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহ ও পরকালের ভয়ে নিজের মনের দেওয়া মন্দ আদেশের বিরোধিতা করে। এই ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ-

'আমি শপথ করছি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়' *(ক্বিয়ামাহ ২)*। এখানে ‌ﻻ অব্যয়টি অতিরিক্ত। কারো বিরোধী মনোভাব খণ্ডন করার জন্য আরবী ভাষায় অতিরিক্ত ‌ﻻ ব্যবহৃত হয়। মানুষের মনের সামনে এই সূরা যে বড় বড় তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে তার চারপাশে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দাঁড় করিয়েছে, তার অন্যতম হচ্ছে মৃত্যু সংক্রান্ত নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ সত্যটি। এটি এমন নির্মম বাস্তবতা যে, প্রত্যেক প্রাণীই এর সম্মুখীন হয়ে থাকে। সূরার শুরুতে ক্বিয়ামত দিবস ও নফসে লাওয়ামাহ-এর শপথ করা হয়েছে। হাসান বছরী (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র শপথ, কোন মুমিনকে তুমি যখনই দেখবে, দেখবে যে, সে নিজেকে তিরষ্কার বা আত্মসমালোচনা করছে। সে নিরন্তর নিজেকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, আমার কথার উদ্দেশ্য কি? আমার খাওয়ার উদ্দেশ্য কি? আর পাপী লোককে দেখবে, সে চলছে তো চলছেই, একটুও আত্মসমালোচনা করছে না।[৪]

মোটকথা 'নফসে লাওয়ামাহ' অর্থ আত্মসমালোচনাকারী মন। সূরা ইউসুফের ৫৩ নং আয়াত থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক মনই মন্দ কাজের আদেশদাতা। সুতরাং এই শ্রেণীর লোকের মনও মন্দ কাজের আদেশ দেয়। কিন্তু সে আল্লাহ্র ভয়ে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে এবং নিজের মনকে তিরষ্কার করতে থাকে। সে সর্বদা আত্মসমালোচনা করে। সে কোন ভুল করলে নিজেকে ধিক্কার দেয়। আর যদি ভাল কাজ করে, তাহ'লে বলে যদি আরও ভাল কাজ করতাম! সে তার পাপের কারণে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা চায় এবং সেই পাপ পুনরায় না করার জন্য নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। তারা আল্লাহ্র রহমত ও দয়া থেকে নিরাশ হয় না। কেননা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট লোকেরাই আল্লাহ্র দয়া ও রহমত থেকে নিরাশ হয় *(হিজর ৫৬)*।

মানুষের মধ্যে এমন কিছু মন রয়েছে, যখন তাদের সামনে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তা'আলার নাম ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয়, তখন এদের মন আনন্দে নেচে উঠে *(যুমার ৪৫)*। মানুষের মধ্যে এমন অনেক মন রয়েছে, যারা গান-বাজনাকে খুবই পসন্দ করে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا-

'একদল লোক রয়েছে যারা গান-বাজনায় টাকা-পয়সা নষ্ট করে এবং অজ্ঞতাবশত মানুষকে আল্লাহ্র রাস্তা হ'তে গোমরাহ করার জন্য অবান্তর কথা বলে এবং উহা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে' *(লোক্বমান ৬)*। এখানে لهوالحديث অর্থ গান-বাজনা।[৫]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ-

'তোর আহ্বানে তাদের মধ্যে যাকে পারিস সত্যচ্যুত কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদের আক্রমণ কর' *(বণী ইসরাঈল ৬৪)*। উল্লেখ্য যে, গান অন্তরে মুনাফেকী পয়দা করে।

'দুররে মনছূর' কিতাবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে এক গায়িকা দাসী ক্রয় করে এনে কুরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে ফেরানোর কাজে তাকে নিয়োজিত করল। কেউ কুরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে তাকে গান শোনাবার জন্য সে দাসীকে আদেশ করত এবং বলত, মুহাম্মাদ তোমাদের কুরআন শুনিয়ে ছালাত আদায় করার, ছিয়াম পালন করার এবং ধর্মের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়ার কথা বলে। এতে কষ্টই কষ্ট। এসো! এ গানটি শোন এবং উল্লাস কর।[৬]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, যেসব লোক সব সময় গান-বাজনায় ব্যস্ত থাকে, তাদের অন্তরে মুনাফেকী পয়দা হয়, যদিও তার মধ্যে এর অনুভূতিও আসে না। যদি সে মুনাফিকের প্রকৃতি বুঝত, তবে অন্তরে অবশ্যই তার প্রতিফলন দেখতে পেত। কারণ কোন বান্দার অন্তরে কোন অবস্থাতেই গানের মহব্বত ও কুরআনের মহব্বত একত্রে সন্নিবেশিত হ'তে পারে না। তাদের একটি অন্যটিকে অবশ্যই দূর করে দেয়। বেশীর ভাগ লোকই যারা গান-বাদ্যের ফেৎনায় লিপ্ত রয়েছে, তারা ছালাত আদায়ে খুবই অলসতা করে। বিশেষ করে জামা'আতে ছালাত আদায়ের ব্যাপারে।[৭]

এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ-

'আল্লাহ তাদের অন্তর সমূহ ও তাদের কর্ণ সমূহের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের চক্ষু সমূহের উপর

৪. বঙ্গানুবাদ তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, ২১তম খণ্ড সূরা ক্বিয়ামাহ ২-এর ব্যাখ্যা, পৃঃ ২৬৫।

৫. হাকেম ও বায়হাক্বী, বঙ্গানুবাদ মাআরেফুল কোরআন, পৃঃ ১০৫২।
৬. মাআরেফুল কোরআন, পৃঃ ১০৫২।
৭. ইসলামী দিক নির্দেশনা, গান অন্তরে নিফাকী পয়দা করে অধ্যায়, পৃঃ ৫৭।

আবরণ পড়ে আছে। তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি' *(বাক্বারাহ ৭)*।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, শয়তান তাদের উপর বিপুলভাবে জয়লাভ করেছে এবং তারা তারই আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের অন্তর ও কর্ণে আল্লাহ্র মোহর লেগে গেছে এবং তাদের চোখের উপর পর্দা পড়ে গেছে। সুতরাং তারা হেদায়াতকে দেখতেও পাচ্ছে না, শুনতেও পাচ্ছে না, বুঝতেও পারছে না।[৮]

মুজাহিদ (রহঃ) তার হাতটি দেখিয়ে বলেন, অন্তর হাতের তালুর ন্যায়। বান্দার পাপের কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। বান্দা একটি পাপ করলে তখন তার কনিষ্ঠ আঙ্গুল বন্ধ হয়ে যায়। দু'টি পাপ করলে তার দ্বিতীয় আঙ্গুলটিও বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে সমস্ত আঙ্গুল বন্ধ হয়ে যায়। এখন মুষ্টি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেলে এর ভিতরে কোন কিছু প্রবেশ করতে পারে না। এভাবেই নিরন্তর পাপের কারণে তার অন্তরে কালো দাগ পড়ে মোহর লেগে যায়। তখন তার অন্তরে সত্য ক্রিয়াশীল হয় না।[৯]

হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে ফিৎনার অধ্যায়ে একটি ছহীহ হাদীছ বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, অন্তরের মধ্যে ফিৎনা এমনভাবে উপস্থিত হয় যেন ছেঁড়া মাদুরের একটা খড়কুটা। যে অন্তর তা গ্রহণ করে নেয়, তাতে একটা কালো দাগ পড়ে যায় এবং যে অন্তরে এই ফিৎনা ক্রিয়াশীল হয় না, তাতে একটা সাদা দাগ পড়ে যায় আর সেই শুভ্রতা বাড়তে বাড়তে সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গিয়ে সমস্ত অন্তরকে আলোকে উদ্ভাসিত করে দেয়। অতঃপর ফিৎনা এই অন্তরে কোন ক্ষতি করতে পারে না। পক্ষান্তরে অন্য অন্তরে কৃষ্ণতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যায় এবং পরিশেষে সমস্ত অন্তরকে কালো মসিময় করে দেয়। তখন তা উল্টানো কলসের মত হয়ে যায়, ভাল কথাও তার ভাল লাগে না, মন্দ কথাও খারাপ লাগে না।[১০] অন্য আয়াতে এদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে *(আ'রাফ ১৭৯)*।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ- ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً- فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي-

'হে প্রশান্তচিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অনন্তর তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' *(ফাজর ২৭-৩০)*।

এখানে মুমিনদের রূহকে نَفْسٌ مُطْمَئِنَّةٌ বা প্রশান্ত আত্মা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ যে আত্মা আল্লাহ্র স্মরণ ও আনুগত্য দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে। সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে মন্দ স্বভাব ও হীনমন্যতা দূর করেই এ স্তর অর্জন করা যায়। উল্লিখিত আলোচনা থেকে মানব মনের তিনটি প্রকার পরিলক্ষিত হয়। যথা-

(১) نَفْسٌ أَمَّارَةٌ বা 'মন্দ কাজের আদেশদাতা'। সাধারণতঃ মানুষের মন এরূপই হয়ে থাকে।

(২) نَفْسٌ لَوَّامَةٌ বা 'মনকে তিরষ্কারকারী'। মন মন্দ কাজের আদেশ দেয় ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ ও পরকালের ভয়ে সে নিজের মনকে ধিক্কার দেয় এবং নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।

(৩) نَفْسٌ مُطْمَئِنَّةٌ বা 'প্রশান্ত মন'। এই অন্তরে শুভ্রতা বাড়তে বাড়তে সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গিয়ে অন্তরকে আলোয় উদ্ভাসিত করে দেয়। অতঃপর ফিৎনা এই অন্তরে কোন ক্ষতি করতে পারে না।

নফসে লাওয়ামাহ মন্দ কাজের জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয় ঠিকই, কিন্তু মন্দ কাজ হ'তে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। অতঃপর নিজের মনের বিরুদ্ধে সাধনা, সৎকর্মে উন্নতি ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে চেষ্টা করতে করতে যখন শরী'আতের আদেশ-নিষেধ পালন করাকে এবং শরী'আত বিরোধী কাজের জন্য স্বভাবগত ঘৃণা অনুভব করতে থাকে তখন এই নফসই 'নফসে মুত্বমায়িন্নাহ' স্তরে উন্নীত হয়।

নফস কলুষিত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করা যায়ঃ

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ-

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন নফস চাচ্ছি, যা নফসে মুত্বমায়িন্নাহ। যা আপনার সাথে সাক্ষাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, আপনার ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকে এবং আপনার দানে তুষ্ট থাকে'।[১১]

পরিশেষে বলব, মানব মনের বিচিত্র সব চাহিদা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ। এই মনের অকল্যাণকর চাহিদাগুলি সার্বিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে দমন করে মহান আল্লাহ্র নির্দেশনাসমূহকে স্বার্থকভাবে বাস্তবায়িত করাই একজন মুমিনের দায়িত্ব। যিনি এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে যত তৎপর হ'বেন পারলৌকিক জীবনে সাফল্য অর্জনে তিনি ততই অগ্রসর হবেন। মহান রাব্বুল 'আলামীন একজন মুসলিম হিসাবে আমাদেরকে প্রকৃত দায়িত্ব পালনে সচেতন হওয়ার সামর্থ্য দান করুন এবং আমাদের সকলকে 'নফসে মুত্বমায়িন্নাহ' অর্জন করার তাওফীক্ব এনায়াত করুন। আমীন!

---

৮. তাফসীর ইবনে কাছীর বাক্বারাহ-৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
৯. পূর্বোক্ত। *১০. পূর্বোক্ত।*

১১. বঙ্গানুবাদ তাফসীর ইবনে কাছীর, আমপারা ১৮তম খণ্ড সূরা ফজর, পৃঃ ১৬২।

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

দিশারী

কতিপয় অপপ্রচারের জবাব

মুযাফফর বিন মুহসিন

(৪র্থ কিস্তি)

উছূলে ফিক্বহঃ আরো একটি ধ্বংসাত্মক নীতি হ'ল উছূলে ফিক্বহ বা ফেক্বহী মূলনীতি। যার দ্বারা হাদীছের উপর ধারালো অস্ত্র চালনা করে অনেক ক্ষেত্রে তার প্রাণনাশ করা হয়েছে। নিজেদের তৈরী উছূলে ফিক্বহ বা ব্যবহারিক আইন সূত্রের বিরোধী হওয়ার কারণে এর দ্বারা বহু ছহীহ হাদীছকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এমন অসংখ্য মূলনীতির মধ্যে তাদের রচিত মাত্র তিনটি ফেক্বহী মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য করুনঃ

মূলনীতি (১)ঃ

خَبَرُ الْوَاحِدِ ظَنِّيٌّ وَالْقِيَاسُ بِعِلَّةِ الْمَنْصُوْصَةِ قَطْعِيٌّ– 'খবরে ওয়াহেদ বা একক রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ ধারণানির্ভর, আর ক্বিয়াস দলীলগত কারণ থাকায় তা অকাট্য'।[৪৫] অন্যত্র সকল পর্যায়ের হাদীছ ও সুন্নাহ্‌কেই যান্নী বা ধারণাযুক্ত বলা হয়েছে'।[৪৬] যেমন- (وَمَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ يَكُوْنُ وَاجِبًا لِأَنَّهُ ظَنِّيٌّ) অন্যত্র আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, تَقْدِيْمُ الْقِيَاسِ عَلَى خَبرِ الْآحَادِ 'ক্বিয়াস সর্বদা খবরে ওয়াহেদের উপরে প্রাধান্যযোগ্য'।[৪৭]

এছাড়া তারা ইসলামী আক্বীদার ক্ষেত্রে কোনরূপ শর্ত ছাড়াই সমস্ত খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীছকে বর্জন করেছেন। যেমন- إِنَّ حَدِيْثَ الْآحَادِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِيْ الْعَقَائِدِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَإِنْ كَانَ حُجَّةً فِيْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، 'নিশ্চয়ই খবরে ওয়াহেদ ইসলামী আক্বীদার ক্ষেত্রে দলীলযোগ্য নয়, যদিও শরী'আতের অন্যান্য আহকামের ক্ষেত্রে দলীলযোগ্য'। আরো বলা হয়েছে, وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِقٌ وَآثِمٌ 'যে ব্যক্তি তার দ্বারা আক্বীদা সাব্যস্ত করবে সে ফাসেক ও পাপিষ্ঠ'।[৪৮]

এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়নি বরং হারাম পর্যন্ত বলা হয়েছে।[৪৯] এবার শুনুন তাদের হাদীছ বর্জনের মূল হাতিয়ার, رَدُّ خَبَرِ الْآحَادِ إِذَا خَالَفَ الْأُصُوْلَ 'খবরে ওয়াহেদ তখনি প্রত্যাখ্যাত হবে যখনই তা প্রণীত উছূল সমূহের বিরোধী হবে'।[৫০]

আফসোস! কোথায় একজন ছাহাবী কর্তৃক ছহীহ সনদে বর্ণিত রাসূলের (ছাঃ) বাণী, আর কোথায় নিজেদের রচিত ক্বিয়াস। এভাবে 'খবরে ওয়াহেদ' সহ সকল পর্যায়ের হাদীছ ও সুন্নাহ্‌কে ধারণাযুক্ত বলা কত বড় মারাত্মক অন্যায়! হকপন্থী মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের কেউই অনুরূপ কথা বলেননি। ইমাম নববী যান্নী বললেও তিনি তার সাথে শর্ত যুক্ত করেছেন যে, أَنَّهُ يُفِيْدُ الظَّنَّ الرَّاجِحَ 'খবরে ওয়াহেদ প্রাধান্যযোগ্য যান্নীর ফায়েদা দেয়'।[৫১] অর্থাৎ ইয়াক্বীন বা নিশ্চিত জ্ঞান ও সন্দেহাতীত ফায়েদা দান করে। এ বিষয়ে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮)-এর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করুন,

فَهَذَا يُفِيْدُ الْعِلْمَ الْيَقِيْنِي عِنْدَ جَمَاهِيْرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلم مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ أَمَّا السَّلَفُ فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ فِيْ ذَلِكَ نِزَاعٌ وَأَمَّا الْخَلَفُ فَهَذَا مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ الْكِبَارِ مِنْ أَصْحَابِ الْأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالْمَسْأَلَةُ مَنْقُوْلَةٌ فِيْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنْبَلِيَّةِ–

'উম্মতে মুহাম্মাদীর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল বিদ্বানের নিকটেই এটি নিশ্চিত বিশ্বাসের ফায়েদা দান করে। পূর্ববর্তীদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন দ্বন্দ্বই ছিল না। তবে এটি পরবর্তীদের মধ্যে চার মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ফক্বীহদের মত। এ সংক্রান্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ আছে হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলী মাযহাবের গ্রন্থ সমূহে'।[৫২]

---

৪৫. *হাফেয আহমাদ মোল্লা জিওন (মৃঃ ১১৩০ হিঃ), নূরুল আনওয়ার ফী শারহিল মানার (আরবী ও উর্দূ শারাহ) (ঢাকাঃ ইমদাদিয়া পুস্তকালয়, তারিখ বিহীন), পৃঃ ৬।*

৪৬. ঐ, পৃঃ ১৯।

৪৭. *শারহুল মানার, পৃঃ ৬২৩; দ্রঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, আল-হাদীছু হুজ্জিয়াহ বি নাফসিহী ফিল আক্বাইদে ওয়াল আহকাম (কুয়েতঃ দারুস সালাফিয়াহ, ১৯৮৬/১৪০৬), পৃঃ ৪০।*

৪৮. *দেখুনঃ শায়খ মুহাদ্দিছ আলবানী, ওজূবুল আখযি বি হাদীছিল আহাদ ফিল আক্বীদা (আম্মানঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ, ১৪২২ হিঃ) (ভূমিকা), পৃঃ ৩।*

৪৯. *আল-হাদীছু হুজ্জিয়াহ, পৃঃ ৪০,* لَايَجُوْزُ أَخْذُ الْعَقِيْدَةِ مِنْهُ بَلْ يَحْرُمُ

৫০. *শারহুল মানার, পৃঃ ৬৪৬; ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন, ১/৩২৯ পৃঃ; দ্রঃ আল-হাদীছু হুজ্জিয়াহ, পৃঃ ৪০।*

৫১. *ইমাম নববী, আত-তাক্বরীব-এর বরাতে, আল-হাদীছু হুজ্জিয়াহ, পৃঃ ২০।*

৫২. *ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন ২/৩৭৩ পৃঃ।*

ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬) বলেন,

فَإِنَّ جَمِيْعَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ كَانُوْا عَلَى قَبُوْلِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْرِىْ عَلَى ذَلِكَ كُلُّ فِرْقَةٍ ... حَتَّى حَدَثَ مُتَكَلِّمُوْا الْمُعْتَزِلَةِ بَعْدَ الْمِأَةِ-

'নিশ্চয়ই নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য খবরে ওয়াহেদকে গ্রহণ করার নীতির উপরই সমগ্র মুসলমান ছিল। আর প্রত্যেকটি দলও এর উপরই বহমান ছিল। অতঃপর মু'তাযেলী তর্কবাজরা শত বছর পর এই নীতির উদ্ভাবন করে'।[৫৩]

অনুরূপ 'আক্বীদার ক্ষেত্রে কখনই খবরে ওয়াহেদ গ্রহণ যোগ্য নয়' একথা বলে হাদীছশাস্ত্র সম্পর্কে তারা যে আসলেই অজ্ঞ তার বাস্তবতা প্রমাণ করেছেন। শায়খ আলবানী (রহঃ) এমন ৩০টি ইসলামী আক্বীদা সংকলন করেছেন, যেগুলিকে সবাই আক্বীদা বলেই পালন করে থাকে, অথচ অনেকে খবরই রাখে না যে, এগুলি 'খবরে ওয়াহেদ' দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।[৫৪] এজন্যই তিনি এরূপ ভ্রান্ত নীতি প্রণয়নের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেন,

أَنَّهُ قَوْلٌ مُبْتَدَعٌ مُحْدَثٌ لَا أَصْلَ لَهُ فِى الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْغَرَّاءِ وَهُوَ غَرِيْبٌ عَنْ هَدْىِ الْكِتَابِ وَتَوْجِيْهَاتِ السُّنَّةِ وَلَمْ يَعْرِفْهُ السَّلَفُ الصَّالِحُ رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ-

'নিঃসন্দেহে এই বক্তব্য নতুন ও উদ্ভাবিত। উজ্জ্বল ইসলামী শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই। ইহা মূলতঃ কুরআনের হেদায়াত ও সুন্নাহ্‌র দিক-নির্দেশনা হ'তে অনেক অনেক দূরে। এ সম্পর্কে সালাফে ছালেহীন কোন দিনই জানতেন না যাদের উপর রয়েছে আল্লাহ্‌র রেযামন্দী। এমনকি তাঁদের কোন একজনের পক্ষ থেকেও বর্ণিত হয়নি'।[৫৫]

'খবরে ওয়াহেদ' সম্পর্কে এ সমস্ত অবজ্ঞা প্রদর্শনের বিরুদ্ধে ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ)-এর দ্ব্যর্থহীন ও চিরন্তন বক্তব্য অনুধাবন করুন!

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا عَلَى تَثْبِيْتِ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْاِنْتِهَاءِ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ أَحَدٌ إِلَّا قَدْ ثَبَّتَهُ جَازَ لِى وَلَكِنْ أَقُوْلُ، لَمْ أَحْفَظْ عَنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ أَنَّهُمْ اِخْتَلَفُوْا فِى تَثْبِيْتِ خَبَرِ الْوَاحِدِ-

'পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের সকল মুহাদ্দিছ খবরে ওয়াহেদ দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন এবং তার দিকে ইতি টেনেছেন। কেননা মুহাদ্দিছ ফক্বীহগণের এমন কেউ ছিলেন বলে জানা যায়নি, যিনি তার দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করেননি। আমার নিকটেও তা-ই; বরং আমি বলব, মুহাদ্দিছ ফক্বীহগণ কখনো খবরে ওয়াহেদ দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন মর্মে আমি জানতে পারিনি'।[৫৬]

মূলনীতি (২)ঃ

وَإِنْ عُرِفَ بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ دُوْنَ الْفِقْهِ كَأَنَسٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ إِنْ وَافَقَ حَدِيْثُهُ الْقِيَاسَ عَمِلَ بِهِ وَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا بِالضَّرُوْرَةِ-

'রাবী ন্যায়নিষ্ঠ ও স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও যদি ফক্বীহ না হন- যেমন আনাস ও আবু হুরায়রাহ, তাহ'লে তাঁর হাদীছ যদি ক্বিয়াসের অনুকূলে হয় তবে আমল করা যাবে। কিন্তু যদি ক্বিয়াসের বিরোধী হয়, তবে অত্যাবশ্যক না হ'লে ক্বিয়াসকে পরিত্যাগ করা যাবে না'।[৫৭] শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ) বলেছেন এভাবে,

أَصَّلُوْا أَنَّهُ لَايَجِبُ الْعَمَلُ بِحَدِيْثِ غَيْرِ الْفَقِيْهِ إِذَا انْسَدَّ بِهِ بَابُ الرَّأْىِ-

'তারা উছূল প্রণয়ন করেছেন যে, ফক্বীহ নন এমন রাবীর হাদীছের উপর আমল করা যাবে না যদি তার দ্বারা 'রায়'-এর দরজা বন্ধ হয়ে যায়'।[৫৮]

পূর্বোক্ত মূলনীতির চেয়ে এই মূলনীতিটি আরো হিংস্র। এর মাধ্যমে ছহীহ হাদীছের বিশাল ভাণ্ডারকে যেমন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে, তেমনি ছাহাবীগণের নিষ্কলুষ জীবনের উপর মিথ্যা অপবাদের কালিমা লেপন করা হয়েছে। বর্ণনাকারী ছাহাবী ন্যায়নিষ্ঠ ও স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন হওয়ায় হাদীছটি ছহীহ হিসাবে রাসূলের বাণী বলে নিশ্চিত হওয়ার পরও কথিত 'রায়' (ক্বিয়াস)-এর বিরোধী হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয়, এমন নীতি মুহাম্মাদের উম্মত হিসাবে প্রণয়ন করা কখনো সম্ভব কি? অথচ ফক্বীহ ছাহাবী বলতে

৫৩. *ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ১/১০২ পৃঃ।*

৫৪. *বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ আলবানী, ওজূবুল আখযি বি হাদীছিল আহাদ ফীল আক্বীদা, পৃঃ ৪৯-৫২।*

৫৫. *ঐ, পৃঃ ৭।*

৫৬. *ইমাম শাফেঈ, কিতাবুর রিসালাহ, পৃঃ ৪৫৭।*

৫৭. *আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ নাসাফী, আল-মানার শরহে নূরুল আনওয়ার সহ (পূর্বোক্ত), পৃঃ ২৬১।*

৫৮. *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১/৩৮৮ পৃঃ; উল্লেখ্য, তিনি এখানে ক্বিয়াস না বলে সরাসরি 'রায়' শব্দ উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ রায়-ই যে ক্বিয়াসের ছদ্মনামে রয়েছে সেদিকেই তিনি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন।*

তারা যাদেরকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন তাঁরা সংখ্যায় যেমন কম তেমনি মুহাদ্দিছগণের হিসাব অনুযায়ী তাঁদের হাদীছও কম। পক্ষান্তরে তাদের নিকটে ফক্বীহ নন, এমন ছাহাবীর সংখ্যা যেমন বেশী, তেমনি তাঁদের বর্ণিত হাদীছও বেশী। অতএব এই উছূলের দ্বারা মাত্র কিছু হাদীছ ছাড়া বাকী সবই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেমন সূক্ষ্ম চিন্তায় এসব মূলনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে, কেউ ভাববার আছে কি?

সুধী পাঠক! হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে রাবীর ফক্বীহ হওয়া শর্ত, এমন বক্তব্য পূর্ববর্তী কোন মুহাদ্দিছ বিদ্বানের পক্ষ হ'তে আসেনি, বরং এগুলি এসেছে পরবর্তী যুগে ক্বিয়াসপন্থী মুক্বাল্লিদ আলেমদের পক্ষ থেকে। এজন্যই মোল্লা মুঈন সিন্ধী হানাফী (রহঃ) পরবর্তীকালে সৃষ্ট উক্ত উদ্ভট ও বানাওয়াট বক্তব্যকে ইমাম আবু হানীফার দিকে সম্বন্ধ করার বিরুদ্ধে বলেন,

دَلَّ الْعَقْلُ عَلَى أَنَّ فِقْهَ الرَّاوِى لاَ أَثَرَ لَهُ فِى صِحَّةِ الرِّوَايَةِ فَلاَ يُسْتَنَدُ قَوْلُ ذَلِكَ إِلَى أَبِى حَنِيْفَةَ دَلَّ النَّقْلُ عَنِ الثِّقَاتِ عَلَى أَنَّهُ قَوْلٌ مَوْضُوْعٌ مُخْتَلَقٌ عَلَى السَّلَفِ الصَّالِحِ وَمُسْتَحْدَثٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ-

'জ্ঞানের দাবী এটাই যে, রাবীর ফক্বীহ হওয়া তাঁর বর্ণনা ছহীহ হওয়ার উপরে প্রভাব বিস্তার করে না। সুতরাং এ বক্তব্য ইমাম আবু হানীফার দিকে সম্বন্ধ করা ঠিক নয়। কারণ নির্ভরযোগ্য গবেষকদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই কথা বানাওয়াট-ভিত্তিহীন যা পূণ্যবান পূর্বসূরীদের নাম দিয়ে রচিত এবং তা পরবর্তীদের আবিষ্কৃত।[৫৯] শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ) বলেন,

إِنَّ هَذَا مَذْهَبُ عِيسَى بن أَبان وَاخْتَارَهُ كَثِيْرٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ-

'এটি কেবল ঈসা ইবনু আবানের মত। আর এমতকেই পরবর্তীদের অনেকে সমর্থন দিয়েছেন'। অতঃপর তিনি বলেন,

وَكَثِيْرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ فِقْهِ الرَّاوِى لِتَقَدُّمِ الْخَبْرِ عَلَى الْقِيَاسِ قَالُوْا لَمْ يَنْقُلْ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَصْحَابِنَا بَلِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُمْ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ-

'আলেমগণের অধিকাংশই খবরে ওয়াহেদকে ক্বিয়াসের উপর প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে রাবীকে ফক্বীহ হওয়ার শর্ত আরোপ করেন না। তাঁরা বলেন, এরূপ কোন কথা আমাদের সাথীদের পক্ষ হ'তে বর্ণিত হয়নি; বরং তাঁদের পক্ষ থেকে সরাসরি এসেছে যে, 'নিশ্চয়ই খবরে ওয়াহেদ ক্বিয়াসের উপর সর্বদাই প্রাধান্যশীল'।[৬০]

মূলতঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) যিনি সর্বাধিক (৫৩৭৫টি) হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী, আনাস (রাঃ) যিনি রাসূল (ছাঃ)-এর দীর্ঘ ১০ বছরের খাদেম প্রমুখসহ অসংখ্য জলীলুল ক্বদর ছাহাবীদের বর্ণনাকে সাধারণ মানুষের কথার সাথে এক করে দেখার কারণেই উক্ত মন্তব্য করার সাহস হয়েছে। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) তাই এমন নোংরা মানসিকতার বিরুদ্ধে ভর্ৎসনা করে বলেন, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ سَوَّى بَيْنَ خَبَرِ الْوَاحِدِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ خَبَرِ الْوَاحِدِ مِنَ النَّاسِ فِىْ عَدَمِ إِفَادَةِ الْعِلْمِ؟ 'ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম আর কে আছে, যে ব্যক্তি ছাহাবীদের একজনের বর্ণনাকে সাধারণ মানুষের একজনের বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করে, নিশ্চিত জ্ঞান না দেওয়ার ক্ষেত্রে'?[৬১] সাধারণ মানুষ ও ছাহাবীদের মধ্যে জ্ঞানগত ও মর্যাদাগত কত যে পার্থক্য তা জানা থাকলে হয়ত এমন বক্তব্য উচ্চারিত হ'ত না। ছাহাবীদের বিশ্বস্ততা ও ন্যায় পরায়ণতার উপর অভিযোগ করা হ'ত না। ছাহাবীদের মহান মর্যাদার উপর এমন অভিযোগ আনয়নের বিরুদ্ধে আল্লামা শানক্বীতী (রহঃ) বলেন,

أَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُوْلٌ لِلثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ فِىْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُوْرِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَعَلَى هَذَا فَجَهَالَةُ الصَّحَابِىِّ لاَتَضُرُّ لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ عُدُوْلٌ-

'কুরআন-সুন্নাহ্তে ছাহাবীদের সম্পর্কে যে ওজস্বিনী প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে তাঁরা প্রত্যেকেই নিষ্ঠাসম্পন্ন। এটা সকল মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামেরই বক্তব্য, আর আল্লাহ চাহে তো এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। এমনকি তাদের অজ্ঞতাও কোন যায় আসে না, কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই ছাহাবী'।[৬২] ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) বলেন,

اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ الْجَمِيْعَ عُدُوْلٌ وَلَمْ يُخَالِفْ فِىْ ذَلِكَ إِلاَّ شُذُوْذٌ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ-

'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এ মর্মে ঐক্যমত পোষণ

৫৯. মাল্লা মুঈন বিন সিন্ধী, দিরাসাতুল লাবীব (লাহোরঃ ১২৮৪ হিঃ/১৮৬৮ খৃঃ), পৃঃ ১৮৩।

৬০. হুজ্জাতুল্লাহ, ১/৩৮৯ পৃঃ।

৬১. ঐ, ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন ২/৩৭৭ পৃঃ।

৬২. মুযাক্কারাতুন ফী উছূলিল ফিক্বহ, পৃঃ ১৪৮।

করেছেন যে, নিশ্চয়ই প্রত্যেক ছাহাবীই নিষ্ঠাবান। কিছু সংখ্যক বিদ'আতী ছাড়া কেউই এর বিরুদ্ধাচরণ করেনি'।[৬৩]

এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্পষ্ট করেই বলেন, '...তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে তবুও ছাহাবীগণের কোন একজনের (আমলের) সমপরিমাণ হবে না। এমনকি তার অর্ধেকও হবে না'।[৬৪]

মূলনীতি (৩)ঃ

اَلْخَاصُ لاَيَحْتَمِلُ الْبَيَانَ لِكَوْنِهِ بَيِّنًا-

'খাছ (আল-কুরআন) নিজেই নিজের ব্যাখ্যা হওয়ার কারণে অন্যের ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না'।[৬৫] এই মূলনীতিতে কোন প্রকার হাদীছকে ছাড় দেওয়া হয়নি; বরং পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত সমস্ত হাদীছকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তাই এর দ্বারা 'হাদীছ কুরআনের ব্যাখ্যা' আল্লাহ তা'আলার নিম্নের বাণী থেকে প্রমাণিত এই চিরন্তন কুরআনী হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ-

'আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যেন আপনি মানুষকে বুঝিয়ে দেন, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে' *(নাহল ৪৪)*। উক্ত আয়াতকে সামনে রেখে মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল-ওয়াযীর বলেন, إِنَّ السُّنَّةَ هِيَ الْمُبَيِّنَةُ لِلْقُرْآنِ وَالشَّارِحَةُ لَهُ... وَلاَيُمْكِنُ فَهْمُ الْقُرْآنِ وَلاَ الْعَمَلُ بِهِ إِلاَّ بِوَاسِطَتِهَا- 'নিশ্চয়ই সুন্নাহ কুরআনের সুস্পষ্ট বিবরণ পেশকারী এবং তার ব্যাখ্যা দানকারী। .... সুন্নাহ্‌র মাধ্যম ছাড়া কুরআন বুঝা এবং তার উপর আমল করা কখনই সম্ভবপর নয়'।[৬৬]

যেমন আল্লাহ বলেন, يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا- 'হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ কর এবং সিজদা কর...*(হজ্জ ৭৭)*। সাধারণত এর শাব্দিক অর্থ হ'ল, 'তোমরা মাথা ঝুঁকাও এবং মাটিতে কপাল স্পর্শ কর'। কিন্তু হাদীছে এর ব্যাখ্যা এসেছে, তা'দীলে আরকান বা স্বস্তির সাথে রুকু-সিজদা করা। অন্যথায় কেউ এক ছালাত যতবারই আদায় করুক তার ছালাত হবে না।[৬৭] অথচ এ সংক্রান্ত হাদীছগুলি সিংহভাগ মুছল্লীই আমল করে না। এমনই একটি দৃশ্য এখানে লক্ষ্যণীয়। উক্ত হাদীছগুলির প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করে তারা পরিষ্কারভাবে বলেছেন,

لايجوز إلحاق تعديل الأركان وهو الطمانينة فى الركوع والسجود والقومة بعد الركوع والجلسة بين السجدتين بأمر الركوع والسجود-

'অতএব রুকূ ও সিজদা করার উক্ত (কুরআনী) নির্দেশের সাথে (হাদীছে বর্ণিত) তা'দীলে আরকানকে সম্পৃক্ত করা ঠিক হবে না। আর সেগুলি হ'ল, রুকূ এবং সিজদায়, রুকূর পর দাঁড়ানোর অবস্থায় এবং দুই সিজদার মাঝের বৈঠকে স্বস্তি লাভ করা'।[৬৮] এজন্যই আজকাল ছালাতের মাঝে তাড়াহুড়া আর উঠা-বসা ছাড়া কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। এর ফলে ছালাতের রূহ কবয হয়ে গেছে।

সুধী পাঠক! লক্ষ্য করুন, এভাবেই তারা এক এক করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ সমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাহ'লে আর কি অবশিষ্ট থাকল। অথব এখানে মাত্র তিনটি উল্লেখ করা হ'ল যেগুলির মূল লক্ষ্যই হ'ল, হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করা, তাকে আমলহীন সাব্যস্ত করা এবং নিজেদের তৈরী অসংখ্য ক্বিয়াসী ফৎওয়াকে প্রতিষ্ঠা করা। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ সমূহকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য এ সমস্ত মূলনীতি প্রণয়নের অধিকার তাদের কে দিল? অথচ স্বর্ণ যুগের লোকেরা কেবল কুরআন-সুন্নাহ্‌র অনুসরণ করে বিদায় নিয়েছেন, এসমস্ত সর্বনাশা মূলনীতির সেদিন যেমন অস্তিত্ব ছিল না তেমনি এর প্রয়োজনও কোনদিন হয়নি। অতএব আজকে যারা তাঁদেরই প্রকৃত উত্তরসুরী তাদের জন্যও এ সমস্ত হাদীছ বিধ্বংসী নীতির নিঃসন্দেহে কোনই প্রয়োজন নেই এবং ক্বিয়ামত পর্যন্তও হবে না ইনশাআল্লাহ।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) পরবর্তীকালে রচিত ফেক্বহী অন্যান্য মূলনীতি সমূহের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন,

وَأَمْثَالُ ذَلِكَ أُصُوْلُ مُخَرَّجَةٌ عَلَى كَلاَمِ الْأَئِمَّةِ وَإِنَّهَا لاَتَصِحُّ بِهَا رِوَايَةٌ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَصَاحِبَيْهِ-

'অনুরূপ অন্যান্য মূলনীতিগুলিও, যেগুলি ইমামগণের বক্তব্য সমূহের উপরে ভিত্তি করে নির্গত হয়েছে, সেগুলি আবু হানীফা ও তাঁর দুই শিষ্য (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ)-এর বলে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়'।[৬৯]

শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত মূলনীতি সমূহের বিরুদ্ধে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেন,

إِنَّ جَمَاهِيْرَ الْعُلَمَاءِ يُخَالِفُوْنَ تِلْكَ الْقَوَاعِدَ

---

৬৩. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তামঈযিছ ছাহাবাহ, ভূমিকা (১৩৮৯ হিঃ/১৯৬৯ খৃঃ); ১/১০ পৃঃ।*

৬৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬০০৭; বঙ্গানুবাদ ১১ খণ্ড, হা/৫৭৫৪; এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুনঃ মাসিক আত-তাহরীক, মার্চ ২০০৩ পৃঃ ৯-১৪।*

৬৫. *আল-মানার (পূর্বোক্ত), পৃঃ ১৮।*

৬৬. *আল-হাদীছু হুজ্জিয়াহ, পৃঃ ২৫।*

৬৭. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯০।*

৬৮. *নূরুল আনওয়ার, পৃঃ ১৮।*

৬৯. *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/৩৮৭ পৃঃ।*

Contents

وَيُقَدِّمُوْنَ الْحَدِيْثَ الصَّحِيْحَ اِتِّبَاعًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ– 'নিশ্চয়ই অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ সমস্ত মূলনীতি সমূহের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকেন এবং শুধুমাত্র কিতাব ও সুন্নাহ্র অনুসরণার্থেই ছহীহ্ হাদীছকে এ সমস্ত মূলনীতির উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন'।[৭০]

উল্লেখ্য, হাদীছ যদি ঐ সব লোকদের গৃহীত ফৎওয়ার বিরোধী হয়, তাহ'লে বিনা অজুহাতেও যে তারা হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং নিজেদের রচিত বিধানের উপরে অটল থাকেন, মুহাদ্দিছ আলবানী তার বাস্তব প্রমাণ সমূহ পেশ করেছেন। তিনি এমন ৬৮টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যেগুলি তাদের রচিত মূলনীতি সমূহের আওতায় পড়ে না। অথচ সেগুলির উপরে তারা কখনই আমল করে না। শুধু কি তাই! তিনি ইবনু হাযম-এর উদ্ধৃতি পেশ করে বলেন, لَوْتَتَبَّعُهَا الْمُتَتَبِّعُ لَرُبَّمَا بَلَغَتِ الْأُلُوْفُ 'যদি কোন অনুসন্ধিৎসু এরূপ অনুসন্ধান পরিচালনা করেন, তবে এর সংখ্যা হাযারে হাযারে পৌঁছে যাবে'।[৭১] 'ইন্না-লিল্লাহি...! হায়! এভাবে মাযহাবী তাক্বলীদের মোহবন্ধনে হাযার হাযার হাদীছ আর কত দিন গ্রন্থাবদ্ধ থাকবে!

অতএব নিজেদের রচিত মাযহাবের শাস্ত্রীয় ফিক্বহ রচনা, ইজমা-ক্বিয়াস ও তথাকথিত উছূলে ফিক্বহের ভেলকিবাজি আমাদের সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। মূলতঃ এই ফেক্বহী গ্রন্থসমূহ রচিত হওয়ার কারণেই যেমন মুসলমানদের মাঝে যত ধর্মীয় বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি কুরআন-সুন্নাহ্র উপর আমল করা ও তার পঠন-পাঠন এবং অনুধাবন থেকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে লোকেরা সে দিকেই ধাবিত হয়েছে। যেমন আল্লামা আব্দুর রহমান আবু শামা মুসলমানদের এই করুণ পরিণতির কথা ব্যক্ত করে বলেন, وَقَدْ حَرَّمَ الْفُقَهَاءُ فِىْ زَمَانِنَا النَّظَرَ فِىْ كُتُبِ الْحَدِيْثِ وَالْآثَارِ وَالْبَحْثَ عَنْ فِقْهِهَا وَمَعَانِيْهَا وَمُطَالَعَةَ الْكُتُبِ النَّفِيْسَةَ الْمُصَنَّفَةِ فِىْ شُرُوحِهَا وَغَرِيْبِهَا بَلْ أَفْنَوْا زَمَانَهُمْ وَعُمْرَهُمْ فِىْ النَّظْرِفِىْ أَقْوَالِ مَنْ سَبَقَهُمْ مِنَ الْمُتَأَخِّرِىْ الْفُقَهَاءِ وَتَرَكُوْا النَّظْرَ فِىْ نُصُوْصِ نَبِيِّهِمْ الْمَعْصُوْمِ عَنِ الْخَطَاءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآثَارِ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ شَهِدُوْا الْوَحْىَ وَعَايَنُوْا الْمُصْطَفَى وَ فَهِمُوْا أَنْفَائِسَ الشَّرِيْعَةِ– 'আমাদের যামানার ফক্বীহগণ হাদীছ ও আছারের গ্রন্থসমূহের প্রতি দৃষ্টি দান করা, তার অর্থ ও ফিক্বহী তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা করা এবং তার ব্যাখ্যা ও দুর্বোধ্য শব্দের বিশ্লেষণ সম্বলিত মূল্যবান গ্রন্থ সমূহের পঠন-পাঠন হারাম করে দিয়েছেন। বরং তারা তাদের জীবন ও সময় নিঃশেষ করে দিয়েছেন পরবর্তী ফক্বীহদের বক্তব্য সমূহের মধ্যে ডুবে থেকে, যারা গত হয়ে গেছেন। তারা তাদের নিষ্পাপ নবীর বিধান সমূহের প্রতি দৃষ্টি দান করা বর্জন করেছেন এবং তারা পরিত্যাগ করেছেন ছাহাবীগণের আছার সমূহ, যারা ছিলেন 'অহি'-র প্রত্যক্ষ সাক্ষী। যারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং যারা ছিলেন শরী'আতের সৌন্দর্য সম্পর্কে সূক্ষ্মতম ওয়াকিফহাল'।[৭২]

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রকৃত বাস্তবতা প্রতিভাত হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত সংস্কারক শায়খ ইবনু তায়মিয়াহ্র বক্তব্যে وَجَمْهُوْرُ الْمُتَعَصِّبِيْنَ لاَ يَعْرِفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِلاَّ مَاشَاءَ اللهُ بَلْ يَتَمَسَّكُوْنَ بِأَحَادِيْثٍ ضَعِيْفَةٍ وَآرَاءٍ فَاسِدَةٍ أَوْ حِكَايَاتٍ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَالشُّيُوْخِ– 'মাশাআল্লাহ দু'একজন ছাড়া মাযহাবী গোঁড়ামী প্রদর্শনকারীদের কেউই কুরআন-সুন্নাহ বুঝে না; বরং তারা আঁকড়ে ধরে যঈফ-জাল হাদীছের ভাণ্ডার, বিভ্রান্তিকর 'রায়'-এর বোঝা এবং কতক বয়োজ্যেষ্ঠ ও কথিত আলেমদের কল্প-কাহিনীর সমাহার'।[৭৩]

আরো শুনুন সাড়ে বারোশ' বছর পূর্বের জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর অবিস্মরণীয় ভাষণ, أَمَّا أَصْحَابُ الرأىِ فَإِنَّهُمْ يُسَمُّوْنَ أَصْحَابَ السُّنَّةِ نَابِتَةً وَحَشْوِيَةً وَكَذِبَ أَصْحَابُ الرأىِ هُمْ أَعْدَاءُ الله بَلْ هُمُ النَّابِتَةُ وَالْحَشْوِيَةُ تَرَكُوْا آثَارَالرَّسُوْلِ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيْثَهُ وَقَالُوْا بِالرأىِ وَقَاسُوْا الدِّيْنَ بِالاسْتِحْسَانِ وَحَكَمُوْا بِخِلاَفِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُمْ أَصْحَابُ بدعةٍ جَهَلَةٌ ضُلاَّلٌ وَطُلَّابُ دُنْيَا بِالْكِذْبِ وَالْبُهْتَانِ– 'রায়পন্থীরা বিদ্বেষাপন্ন ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে নিজেদের নামকরণ করেছে 'আছহাবুস সুন্নাহ'। মূলতঃ এভাবে তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। তারা আল্লাহ্র শত্রু বরং তারা (কুরআন-সুন্নাহ্র সাথে) বিদ্বেষ ও ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী। তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছকে বর্জন করে রায়ের দ্বারা তারা ফৎওয়া দেয়, ভাল-এর নামে শরী'আত রচনা করে এবং কুরআন-সুন্নাহ্র বিরুদ্ধে ফায়ছালা দেয়। তারা বিদ'আতী, নিরেট মূর্খ, পথভ্রষ্ট এবং মিথ্যা তোহমতের দ্বারা দুনিয়ার সন্ধানী'।[৭৪]

[চলবে]

৭০. *আল-হাদীছু হুজ্জিয়াহ, পৃঃ ৪১।*

৭১. *আল-হাদীছু হুজ্জিয়াহ, পৃঃ ৪৫-৫০।*

৭২. *আব্দুর রহমান আবু শামা, কিতাবুল মুউওয়াল; দ্রঃ আল-ইরশাদ (আনছারী ছাপা), পৃঃ ৮৭।*

৭৩. *শায়খ ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'আহ ফাতাওয়া ২২/২৫৪-২৫৫ পৃঃ; বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ছালাহুদ্দীন মাক্ববূল আহমাদ, যাওয়াবে' ফী ওয়াজহিস সুন্নাহ (রিয়াযঃ দারু আলামুল কুতুব, ১৯৮৮), পৃঃ ৩১১।*

৭৪. *কাযী আবুল হুসাইন (মৃঃ ৫২৭ হিঃ), তাবাক্বাতুল হানাবিলাহ (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, তাবি), ১/৩৫-৩৬।*

Contents

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

কবিতা

আমার অস্তিত্বের গভীরে

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

আমার অস্তিত্বের গভীরে অনুভূত হয়
অনাকাঙ্খিত অনুভূতির সূক্ষ্ম অনুভবগুলি,
অব্যক্ত বেদনার স্বপ্নীল স্বপ্নের মত
দীর্ঘ প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষিত
অবাঞ্ছিত প্রতিশোধের মত
বুকের ভেতর আবদ্ধ রোষাণলের প্রচণ্ড অবরোধ।
পিঞ্জরে পুরা সোহাগী পাখী নয়
আমার দু'চোখ ভরা আর কোন স্বপ্ন নয়
মাটির পিদিম কিবা পিলসুজে বাতি নয়
তীব্র দহন দাহে জ্বলন্ত আগুন,
অসীম আকাশ তলে সন্ত্রাসী পাখা মেলে
হাওয়া খায় কতিপয় রাঘব শকুন।
ছেয়ে যায় কালিমায়
পৃথিবীর প্রান্ত হ'তে প্রান্ত পরে
টকটকে লাল হয়ে মানুষের খুন
কার অভিসারে জ্বলে শান্ত পৃথিবীর বুকে
অশান্ত প্রলয়ের উগ্র প্রতিহিংসার তীব্র আগুন?
আমার অস্তিত্বের গভীরে জাগে
অতৃপ্ত বাসনায় ওয়াহ্‌দানিয়াতের
তীব্র আকর্ষণ
তাই তো এ সত্ত্বায় জাগে সু-তীব্র কামনায়
পবিত্র মানবতার পূর্ণ আবেদন।
***

রাব্বী যিদনী ইলমা

-মুহাম্মাদ শাহজাহান আলী
মহেশ্বরপাশা বাজার, দৌলতপুর, খুলনা।

কবিতা মাঝে মাঝে লিখছি। বলতে গেলে
সেই ছেলেবেলা থেকে। কিন্তু ইদানীং
মনে হচ্ছে কবিতাগুলি কি স্থান-কাল-পাত্র
মোতাবেক সাবলীল হ'ল? তাতে কি
সঙ্গীতের দোলা আছে; হৃদয় ভেদে?
মুফাককিরে ইসলাম আল্লামা ইকবালের
মিল্লাতি চেতনা তো নিতান্তই অনুপস্থিত।
ইনসাফ এবং হিকমত সংযোজন হ'ল কই?
শরী'আত মোতাবেক চলমান যুগ সমস্যা
অনুধাবনে কবিতাগুলি বৃহদাকারে ব্যর্থ। অথচ
অনায়াসে পেরেছেন কায়কোবাদ, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী,
নজরুল ইসলাম, ফররুখ, আলী আহসান ও আল মাহমূদ।
সাইয়েদ কুতুব-এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানানুশীলনের
ছিটেফোঁটার প্রতিফলন নেই কবিতায়।
মুসলিম উম্মাহর হাযারো সমস্যা উঠে আসেনা
আমার কবিতায়, যা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক
মেধা ও মননের পরিচর্যায় সমাধান আনতে পারে।
মুশারাকা-মুদারাবা বোধ না থাকায় বন্টন ও
অর্থনীতির ওপর আলোকপাত করে না কবিতা।
এখন মনে হচ্ছে কবিতাগুলি হইচই হয়ে গেছে
তাই কায়মনোবাক্যে দো'আ করি 'রাব্বি যিদনী ইলমা'।
***

ভোট ও ভিক্ষা

-আব্দুল খালেক
পাটকেলঘাটা, তালা, সাতক্ষীরা।

ভোট চাওয়া আর ভিক্ষা চাওয়া সমান কথা
দু'য়ের মাঝে নেইকো ফারাক সবে নোয়ায় মাথা।
ভোটে নেতা হয় যে খুশী কয়েক বছর ধরে
ভিখারীরা তেমন খুশী সারা দিবস ঘুরে।
নেতা হওয়ার আশায় সে ভোট চায় সবার দ্বারে
পেটের ক্ষুধা মিটায় কেহ ভাত ভিক্ষা করে।
দিন ফুরালে নেতার দেমাক রোদন রুদ্ধ দ্বারে
ভিখারীরা তেমনি কাঁদে নিশি এলে ঘরে।
জনগণের ভোটে নেতার হয় যে অহংকার
দিনে খুশী, দুঃখ নিশি ভিক্ষা জীবন সার।
নেতা হ'লে তোদের আমি দেখব হৃদয় ভরে
ভিখারী কয় দানের মাঝে অভাব যাবে ফিরে।
ভোট না পেয়ে বলে সবে আমায় চিনলি না
ভিখারী কয় দুঃখীর দুঃখ তোরা বুঝলি না।
শক্তি আর পয়সাতে হয় ভোটের বেচা কেনা
ভেখ ধরে ভিক্ষা করে ফকীর না যায় চেনা।
গীবতকারী মিথ্যাবাদী ভোটে বড় নেতা
চাওয়ার অধিক কম দিলে কয় আসব না আর হেথা।
ভোটে হয় মাথা গোনা জ্ঞানের কদর নেই
ভিক্ষা দিলে ভিখারী কয় বড় উদার সেই।
সংখ্যাধিক্যে হয় যে নেতা আমল, এলেম নেই
বেশী ভিক্ষায় কয় যে উদার আয়ের খবর নেই।
ভোট চেয়ে নেতা হওয়া নিষেধ নবীর বাণী
ভিক্ষা নয় শ্রমে জীবন ক'জনে বা জানি।
হারাম মাঝে নেই যে আরাম হয় যে অপমান
ভোট ভিক্ষা ত্যাগে ভবে নবীর নীতি মান।
***

হে মুমিন

-তারিক
ঈদগাহ বাজার, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

ভ্রান্তির বেড়াজাল ছিঁড়ে
হে মুমিন এসো আজ ফিরে।
কুরআনের কথা তুমি বল
রাসূলের পথে সদা চল।
আর নয় মাযহাব চার
নয় পীর কোন তরীকার
আল্লাহ পাঠালেন অহী
হাদীছের কথা হ'লে ছহীহ
আর কিছু চাইবেনা তুমি
দাও চাষ অনাবাদি ভূমি।
***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

❑ ইসলামপুর, জামালপুর থেকেঃ মারূফা খাতুন।

❑ খেসবা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকেঃ আব্দুল্লাহ আল-মাসঊদ, সুফইয়ান বিন মোস্তফা, ফাতেমা খাতুন ও আয়েশা খাতুন।

❑ বিশ্বনাথপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকেঃ শামীম হোসাইন, রেযা, আবূ সাঈদ ও হারূনুর রশীদ।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বর্ণজট)-এর সঠিক উত্তর

১। কুচকাওয়াজ। ২। অতিথিশালা। ৩। ছিনতাইকারী।
৪। অকৃতকার্য। ৫। হারমোনিয়াম।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান-এর সঠিক উত্তর

১। জাপান। ২। শিকাগো। ৩। কোরিয়া।
৪। রোম। ৫। থাইল্যান্ড।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বর্ণজট)

১। মারাযান হেমা। ২। দঈ বারাকমো। ৩। তাবীরাহ।
৪। ফিরত কাতুলছাদা। ৫। মছিয়া।

❑ মুহাম্মাদ অহীদুল ইসলাম
পাঁচরুখী মাদরাসা, আড়াই হাযার, নারায়ণগঞ্জ।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১। কোন্ গাছ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে?
২। সর্বাধিক ফল দেয় কোন্ গাছ?
৩। কোন্ গাছের পাতা নেই?
৪। পৃথিবীর বৃহত্তম বট গাছটি কোথায় অবস্থিত?
৫। কোন্ গাছ আগুনে পুড়ে না?

❑ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২০ আগস্ট শুক্রবারঃ

অদ্য ৯ ঘটিকায় স্থানীয় বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' কানসাট এলাকার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আছগার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ও মাওলানা আব্দুল লতীফ। উক্ত প্রশিক্ষণে বিপুল সংখ্যক সোনামণি অংশগ্রহণ করে।

তালা, সাতক্ষীরা ৬ আগস্ট শুক্রবারঃ

অদ্য সকাল ১০ ঘটিকায় মানিকহার (দঃ পাঃ) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সা'দিয়া খাতুন মৌসুমীর কুরআন তেলাওয়াত এবং জাহিদ ইকবালের ইসলামী জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন অত্র শাখা পরিচালক মুহাম্মাদ মানছুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর এলাকা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান সানা, অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আ,ন,ম, ছাইফুল্লাহ এবং যশোর যেলার সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অত্র প্রশিক্ষণে প্রায় আড়াই শতাধিক সোনামণি এবং ১০ জন দায়িত্বশীল উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, একই দিন বাদ মাগরিব হ'তে রাত ১০ টা পর্যন্ত অত্র শাখা 'সোনামণি' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ৭ আগস্ট শনিবারঃ

অদ্য বাদ আছর দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া, বাঁকাল-এর সোনামণিদের নিয়ে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন অত্র মাদরাসার অধ্যক্ষ ও অত্র যেলার 'সোনামণি' পরিচালক জনাব মাওলানা আহসান হাবীব। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দান করেন যশোর যেলা সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। সমাপনী ভাষণ পেশ করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ও অত্র মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আশরাফ আলী। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে আসাফুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি আবু রায়হান।

কালদিয়া, বাগেরহাট ৮ আগস্ট রবিবারঃ

অদ্য দুপুর ১২-টা হ'তে বিকাল ৩-টা পর্যন্ত আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা মসজিদে অত্র মাদরাসার ৫২ জন সোনামণি এবং ৮ জন উপদেষ্টার উপস্থিতিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদির। প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, যশোর যেলা সোনামণি পরিচালক জনাব আবুল কালাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অত্র মাদরাসার মুহাতামিম মাওলানা মুহাম্মাদ অলিউল্লাহ। কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ ছিদ্দীক হোসাইন।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

উপকূলীয় ভূমি উদ্ধার ও রক্ষায় পৌনে ৪ লাখ একর বনবাগান

দেশের ৭শ' কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল ভাগে ভূমি পুনরুদ্ধার ও রক্ষা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রায় পৌনে ৪ লাখ একর বনবাগান তৈরী করা হয়েছে। এর বাইরেও সুন্দরবনের ৫ লক্ষাধিক একর প্রাকৃতিক বন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও ঝড়-ঝঞ্ঝার হাত থেকে দেশের বিশাল উপকূলভাগে বসবাসকারী ১ কোটিরও বেশি মানুষের জানমাল রক্ষায় বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ১৯৭০-এর ১১ নভেম্বর ও ১৯৯১-এর ৩০ এপ্রিলের স্মরণকালের ভয়াবহ ও ভয়াল ঘূর্ণিঝড়ে দেশের ৫ লক্ষাধিক মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যুর পরে উপকূলীয় বনায়নের গুরুত্ব অনেকখানি বৃদ্ধি পায়।

বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ কয়েকটি দাতা সংস্থার সহায়তায় ইতিমধ্যেই দেশের ৭শ' কিলোমিটার উপকূলীয় এলাকায় এখন সবুজের সমারোহ। ১৯৬০ সাল থেকে 'উপকূলীয় বনায়ন প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয় বিশ্বব্যাংকের সহায়তায়। ২০ বছর মেয়াদী ঐ প্রকল্পের কাজ ১৯৮০ সালে শেষ হয়। যার আওতায় ৮০,৬৫০ একর উপকূলীয় ভূমিতে বনায়ন করে তা পুনরুদ্ধার করা হয়। ১৯৮০ থেকে '৮৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ১ লাখ ৮ হাযার একর উপকূলীয় জমিতে বনায়ন করা হয়েছে। এরপর '৮৫ থেকে '৯২ সাল পর্যন্ত 'সেকেন্ড ফরেস্ট্রি প্রকল্পে'র আওতায় প্রায় ৯৭ হাযার একর জমিতে বনায়ন করা হয়েছে। 'ফরেস্ট রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট' (এফআরএমপি)-র আওতায় আরো ৮৩ হাযার ৭৪৪ একর উপকূলীয় ভূমিতে বনায়ন করা হয়েছে। এর বাইরে ১৯৯৪-৯৫ সাল থেকে ২০০১-২০০২ সাল পর্যন্ত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় 'উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প'-এর আওতায় ১১ হাযার স্ট্রিপ বাগান তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে।

সরকার দেশের বর্তমান ১৭.৪৯ ভাগ বনকে ২৫ ভাগে উন্নীত করার পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে। বিশ্বমান অনুযায়ী একটি দেশের ২৫ ভাগ সেদেশের প্রাকৃতিক বনভূমির জন্য আবশ্যক। বর্তমানে বাংলাদেশে ১০.৪৫ ভাগ সরকারী বন, ৫.০৭ ভাগ অশ্রেণীভুক্ত বন ও ১.৮৮ ভাগ গ্রামীণ বন রয়েছে। সরকারী ১০.৫৪ ভাগ বনের মধ্যে উপকূলীয় প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনের পরিমাণ ৪.০৯ ভাগ, ম্যানগ্রোভ বাগান ০.৯৭ ভাগ, পাহাড়ী বন ৪.৬৫ ভাগ ও শালবন ০.৩৮ ভাগ।

দেশের উপকূল ভাগে সৃজিত বাগান রক্ষার মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারলে তা একদিকে ভয়াল ঘূর্ণিঝড়ের মত দুর্যোগ থেকে উপকূলের জানমাল রক্ষা এবং আরো নতুন ভূমি জেগে উঠতে সহায়তা করবে। এলক্ষ্যে বন অধিদফতরের বর্তমান গতিশীল কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার কোন বিকল্প নেই।

[বন বিভাগের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও বনদস্যুদের যোগসাজশে সরকারের এই সুন্দর পরিকল্পনা যেন ধ্বংস না হয়ে যায়, সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখার অনুরোধ জানাই (স.স)]

এখন থেকে নদী ভাঙ্গনের পূর্বাভাস দেওয়া হবে

বৃষ্টি ও বন্যার পূর্বাভাসের পর এখন থেকে দেশের নদী ভাঙ্গনেরও পূর্বাভাস দেওয়া হবে। আর নদী ভাঙ্গনের এই পূর্বাভাস পাওয়া যাবে ৬ মাস থেকে ১ বছর পূর্বে। মূলতঃ যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনার মত বড় বড় নদ-নদীর ক্ষেত্রেই এ পূর্বাভাস দেওয়া হবে প্রতিবছর জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে। এজন্য সংশ্লিষ্ট নদ-নদীর স্যাটেলাইট চিত্র ব্যবহার করা হবে এবং এতে বার্ষিক ২৫/৩০ লাখ টাকার মত খরচ হবে। এর ফলে ভাঙ্গণপ্রবণ এলাকার ক্ষয়ক্ষতি অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হবে এবং সরকার প্রয়োজনে ভাঙ্গণ প্রতিরোধেও পূর্বপ্রস্তুতি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হবে।

ঢাকায় 'পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা' (ওয়ারপো) এবং 'সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস' (সিইজিআইএস) আয়োজিত 'নদী ভাঙ্গন পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস' সংক্রান্ত দিন ব্যাপী এক কর্মশালায় গত ১৮ সেপ্টেম্বর এ তথ্য দেওয়া হয়।

এ কর্মশালা থেকে আরো জানা যায়, প্রতিবছর নদী ভাঙ্গনে ৩০ হাযার একর জমি বিলীন হয় এবং মাত্র ৫ হাযার একরের মত জমি চর হিসাবে জেগে ওঠে। এর ফলে গড়ে ২৫ হাযার একর জমি প্রতিবছর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। এতে অন্তত ১৫ থেকে ২০ হাযার পরিবার ভিটেমাটি হারিয়ে প্রতিবছর পথের ভিখারীতে পরিণত হচ্ছে এবং রাজধানীসহ বিভিন্ন যেলা শহরে বস্তির সংখ্যা ভারী হচ্ছে। আরো জানা যায় যে, স্বাধীনতার পর মাত্র ২৫ বছরে যমুনা নদীতে কমপক্ষে ২ লাখ একরেরও বেশী জমি বিলীন হয়। যার মূল্য ৫শ' কোটি টাকারও বেশী। এ সময় যমুনা নদীতে মাত্র ৩০ হাযার একরের মত জমি চর হিসাবে জেগে উঠেছে। দেশের এই ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য সরকারের উপরোক্ত পদক্ষেপ।

[বৃষ্টি, বন্যা ও ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিতে বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ যেমন নিয়মিত ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে, তেমনি এক্ষেত্রে না হ'লে বাঁচি (স.স)]

মাশরুম চাষঃ দৈনিক ১০ হাযার টাকা আয়

ঢাকা যেলার সাভারের ঘরে ঘরে সুস্বাদু খাবার মাশরুম চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান 'সোবহানবাগ মাশরুম চাষ কেন্দ্র' থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বাড়ীর স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় স্বল্প ব্যয়ে মাশরুম চাষ করে লাভবান হচ্ছে গৃহবধূরা। গড়ে উঠছে মাশরুম ভিলেজ। সাভারের ছায়াবীথি, রেডিও কলোনি, ডগরমুড়া, পিএটিসি, জালেশ্বর, সোবহানবাগ, শাহীবাগ, দেওগাঁও রাজপথ এলাকায় প্রায় ৫০টি পরিবার এখন তাদের বাড়ীর আঙ্গিনায় চাষ করছে মাশরুম। প্রতিদিন প্রায় ২শ' কেজি মাশরুম উৎপাদন হচ্ছে। উৎপাদিত মাশরুম বাজারে চাহিদা মিটিয়ে রাজধানীর অভিজাত হোটেল ও মার্কেটে সরবরাহ করা হচ্ছে। গত এক বছরে সাভারের 'মাশরুম হর্টিকালচার সেন্টারে' প্রায় ৯ শতাধিক প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ঢাকা যেলা ছাড়াও চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, কুমিল্লা, পাবনা, রংপুর, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও সৈয়দপুর থেকে আগত চাষীরা প্রশিক্ষণ নেয় এখানে। সরকারী পর্যায়ে সাভারে এই মাশরুম কেন্দ্র ছাড়াও রাঙ্গামাটিতে আরও একটি সেন্টার খোলা হয়েছে।

স্থানীয়ভাবে ওয়েস্টার মাশরুম চাষ করেই বাড়তি আয় করছে

চাষীরা। এই মাশরুমের ঔষুধী গুণ ও পুষ্টির মান বেশী হওয়ায় ওই প্রজাতি চাষের প্রতি ঝুঁকছে চাষীরা। প্রতিদিনই ২শ' কেজি চাষের মধ্য দিয়ে ৫০টি পরিবার দৈনিক আয় করছে প্রায় দশ হাযার টাকা। গৃহবধূদের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীরাও কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাশরুম চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছে। বিনামূল্যে মাশরুম চাষ কেন্দ্র থেকে দেওয়া হচ্ছে মাশরুম বীজ। মাশরুম চাষকেন্দ্র আরো নতুন নতুন প্রজাতির মাশরুম চাষ শুরু করেছে। এগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সিল্কি হোয়াইট মাশরুম। ট্রেমাশরুম, কানমাশরুম সহবাটন মাশরুম ইত্যাদি সারা বছর সহজ প্রযুক্তির মাধ্যমে এগুলো স্থানীয়ভাবে চাষ করা যায়। পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে মাশরুম দিয়ে তৈরী হচ্ছে কেক, বিস্কুট, ফুলবোড়ি, চিপস, স্কুয়াশসহ জেলী, আচার, সস, জ্যাম ও মাশরুমের শরবত সামগ্রী।

৬ মাসে আড়াইশ' ঘটনায় সোয়া ২শ' কোটি টাকার দুর্নীতি

দেশে দুর্নীতি অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। দুর্নীতি নিয়ে গবেষণাকারী সংস্থা 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল অব বাংলাদেশ' (টিআইবি) ২০০৩ সালের জুলাই-ডিসেম্বরে ২৩টি জাতীয় ও আঞ্চলিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত ১ হাযার ১১৫টি দুর্নীতির ঘটনার মধ্যে ২৫৩টি (১৫%) ঘটনা তদন্ত ও সত্যতা যাচাই করে রাষ্ট্রের প্রায় সোয়া ২শ' কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতির অভিযোগ করেছে। অবশিষ্ট ঘটনাগুলি যাচাই করা হয়নি। তবে এসব ঘটনায় আরো প্রায় ৬৬৫ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। গত ৩১ আগস্ট জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে টিআইবির এই 'করাপশন ডাটাবেজ' রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এই রিপোর্ট অনুযায়ী আর্থিক দুর্নীতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী যোগাযোগ খাতে (৩২.৮%)। এরপরই রয়েছে পুলিশ (১৫.৮%), স্থানীয় সরকার (১২%), শিক্ষা (১০.৪%) এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (১০.১%)। এছাড়া খাদ্য, অর্থ, স্বরাষ্ট্র এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়েও উল্লেখ করার মত যথেষ্ট দুর্নীতি হয়েছে।

দুর্নীতি করছে বৈদেশিক দাতা সংস্থা এবং এনজিওরাও। ঢাকায় দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে সবচেয়ে বেশী। দুর্নীতি সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ১৭.৪% ঘটনা ঘটেছে ঢাকা যেলায়। আর থানা হিসাবে ঢাকার রমনা থানা এবারও শীর্ষে রয়েছে। সেখানে ৫৮টি দুর্নীতি সংক্রান্ত খবর প্রকাশিত হয়েছে। টিআইবি'র অন্যতম ট্রাস্টি প্রফেসর ডঃ মুযাফফর আহমাদ বলেন, দুর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (৪২.৩%)। এরপর সরকার (৩১.৪%), ব্যবসায়ী (৯.৮%), ছাত্রছাত্রী (৮%), শিক্ষক (২%), কৃষক (১.২%) এবং অন্যান্য পেশাজীবি মানুষ। ২৫৩টি দুর্নীতির ঘটনায় যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তার ৪৭% অর্থ সরকারী এবং প্রায় ৪২% অর্থ বেসরকারী বা জনগণের। দাতা সংস্থার অর্থ ৩.৬% এবং এনজিওদের অর্থ ২.৮%। দুর্নীতিতে জড়িত ৬৭% হচ্ছে সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ২৫.২% বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী। আর ৭.৭% হচ্ছে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি।

[দুর্নীতির এই রিপোর্ট দুর্নীতিমুক্ত কি-না জানি না। তবে এ থেকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সকলের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত (স.স)]

আগস্টে সারাদেশে ৭৭৯টি হত্যাকাণ্ড

বিচারপতি সুলতান হোসাইন খান ও এ্যাডভোকেট সিগমা হুদা পরিচালিত বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার হিসাব অনুযায়ী আগস্ট মাসে সারাদেশে ৭৭৯টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এ হিসাবে প্রতিদিন খুন হয়েছে ২৫ দশমিক ১২ জন। সামাজিক সহিংসতার কারণে খুন হয়েছে ১৪০ জন। রাজনীতি সংশ্লিষ্ট হত্যার শিকার হয়েছে ৮২ জন। গণপিটুনিতে নিহত হয়েছে ২২, ধর্ষণের পর হত্যা ৭, যৌতুকের কারণে ৩৯ ও পুলিশ হেফাযতে ২৪ জন। একমাসে সারাদেশে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৬৮টি। তার মধ্যে নারী ৪৮ জন, শিশু ১৩টি। আর দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ৩৯৭ জন।

[মানুষের মধ্যেকার পশুত্বকে জাগিয়ে তোলার সকল ব্যবস্থা এদেশের নোংরা রাজনীতিতে, শোষণমূলক অর্থনীতিতে ও মারদাঙ্গা ছায়াছবি ও পর্ণো সাহিত্যে ভরপুর। এমতাবস্থায় হত্যাকাণ্ড বাড়বে বৈ কমবে না। কর্তৃপক্ষ ও জনগণ সাবধান হৌন (স.স)]

বাংলাদেশকে ঘিরে ভারতের নতুন প্রচারণা

ভারতে বাংলাদেশকে ঘিরে নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছেই। শুধুমাত্র সেখানকার পত্র-পত্রিকার অপপ্রচার চালানো নয়, উদ্ভট সব কল্পকাহিনী আবিষ্কার করা হচ্ছে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার নতুন এক প্রচারণা শুরু করেছে যে, বাংলাদেশীরা নাকি এখন ভারতে অনুপ্রবেশের জন্য ভুটান সীমান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। গত ৩ সেপ্টেম্বর দৈনিক 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় 'ব্যাপক অনুপ্রবেশ ভুটান সীমান্তেও, সতর্ক করল কেন্দ্র' শিরোনামের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, এবার ভুটান সীমান্ত পথে ভারতে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ঘটছে। কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে অনুপ্রবেশ রুখতে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনা করতে সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামকে নিয়ে দিল্লীতে বৈঠক করে সে দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এতদিন পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলেই কেবল বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের অবস্থিতি লক্ষ্য করে আসছিল। এই প্রথম তারা ভুটান সীমান্তেও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বসবাসের বিষয়ে সতর্কতা জারি করল। পত্রিকাটি আরো লিখেছে, কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান হচ্ছে, গত ২০ বছরে বাংলাদেশ থেকে প্রায় দেড় কোটি অনুপ্রবেশকারী ভারতে এসেছে। ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাম্প্রতিক বিশেষ রিপোর্টে আশংকা প্রকাশ করে উল্লেখ করেছে যে, অনুপ্রবেশ রুখতে ভুটান সীমান্ত পাহারায় বিএসএফ-এর বদলে বিশেষ ফোর্স 'স্পেশাল সার্ভিস ব্যুরো' কিংবা 'সেনা সুরক্ষা দলকে' নযরদারীর দায়িত্ব দিতে হবে।

[দেশপ্রেমিক নেতা ও জনগণ সাবধান হৌন!- (স.স)]

সুন্দরবন এলাকায় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানঃ ভারতের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবে

বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথভাবে সুন্দরবন এলাকায় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান করার কথা থাকলেও বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে এককভাবে আগামী বছরের জানুয়ারী মাস থেকেই সুন্দরবন এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল উত্তোলন কার্যক্রম শুরু করবে ভারত। এতে বাংলাদেশের সাথে আলোচনা করে যৌথভাবে গ্যাস ও তেল উত্তোলনের যে সমঝোতা হয়েছিল, তা ভারত বাতিল করে দিল। ফলে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবে বাংলাদেশ। গত ২০ আগস্ট ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকাসহ বেশ কয়েকটি বাংলা ও ইংরেজী দৈনিকে ফলাও করে খবরটি প্রকাশিত হয়।

Contents

তেল ও গ্যাস উত্তোলনের ফলে ভারত অত্যন্ত সহজে বাংলাদেশ সীমানার তেল ও গ্যাস নিয়ে যেতে পারবে। তেল ও গ্যাস উত্তোলনের জন্য ইতিমধ্যে 'অয়েল এন্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন' (ওএনজিসি) নামক একটি সংস্থার সাথে ভারত চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। 'ওএনজিসি'র চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুবির সাহা গত ১৯ আগস্ট সাংবাদিক সম্মেলন শেষে জানান, সুন্দরবন থেকে ১৫০ কিঃ মিঃ দূরে বঙ্গোপসাগর উপকূলে আগামী জানুয়ারী মাসেই তারা তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের উদ্দেশ্যে খননকার্য শুরু করবে। কোথায় কোথায় তেল ও গ্যাস পাওয়া যেতে পারে তার একটি মানচিত্র ইতিমধ্যেই তারা তৈরী করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৪টি কূপ তৈরী করে খননকার্য চালানোর পরিকল্পনা করছে সংস্থাটি।

উল্লেখ্য, গোটা সুন্দরবন এলাকার ৬২ ভাগ বাংলাদেশ সীমানায় এবং অবশিষ্ট ৩৮ ভাগ ভারত সীমানায় অবস্থিত। কিন্তু ভারত সরকার একতরফাভাবে সুন্দরবন এলাকা থেকে তেল ও গ্যাস উত্তোলনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের আবেদনে আজও কোন সাড়া দেয়নি। বরং তারা একক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে নিজেদের সুন্দরবনের অংশ কম থাকলেও আগেই প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল উত্তোলনের কর্মকাণ্ড চালিয়ে বাংলাদেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে আগামী বছরের প্রথমেই কাজ শুরু করবে। বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলের অভ্যন্তরে থাকা গ্যাস ও তেল সম্পদ বেহাত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে।

[উজানের নদীতে বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশকে ইচ্ছামত ডুবিয়ে ও শুকিয়ে মারার ব্যবস্থা করার পর এখন তেল-গ্যাস শোষণের ব্যবস্থা করে 'রক্তচোষা' বন্ধু (?) রাষ্ট্রটির হিংস্রতা থেকে বাঁচার পথ বের করুন হে দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ (স.স)]

ইউএনএফপিএ-র রিপোর্ট
বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটি

বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। এর মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগই বাস করছে দারিদ্র্যসীমার নীচে। সারা বিশ্বের জন্মহার বর্তমানে ১ দশমিক ২ হ'লেও বাংলাদেশের জন্মহার ২। এই হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে ২০৫০ সালে দেশের জনসংখ্যা হবে ২৫ কোটি ৪৬ লাখ। বর্তমানে বিশ্বের মোট প্রজনন হার ২ দশমিক ৬৯ এবং বাংলাদেশের ৩ দশমিক ৪৬। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫ বছরের নীচে নারী শিক্ষার হার ৬৯ ভাগ এবং পুরুষ ৫০ ভাগ। বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৬শ' ৩৭ কোটি ৭৬ লাখ। ২০৫০ সালে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা হবে ৮শ' ৯১ কোটি ৮৭ লাখ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা বর্তমানে ১৪ কোটি ৯৭ লাখ অর্থাৎ প্রায় ১৫ কোটি। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের 'বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০০৪'-এর প্রকাশনা উপলক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

[আল্লাহ সবকিছু পরিমাণমত সৃষ্টি করেন (ক্বামার ৪৯)। অতএব জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থ জনসম্পদ বৃদ্ধি। নেতারা অহেতুক দুশ্চিন্তা না করে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার চেষ্টা করুন (স.স)]

মাদকের তালিকায় নতুন ওষুধ 'টিক্সি'

এবার সর্বনাশা মাদক দ্রব্যের তালিকায় আরো একটি নতুন দ্রব্য সংযোজিত হয়েছে। নেশাখোররা 'টিক্সি' নামে সদ্য বাজারজাতকৃত একটি ঔষধকে মাদকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। দেশের বিভিন্ন শহরের ড্রাগ স্টোরগুলিতে ব্যাপকভাবে বিক্রি হচ্ছে 'টিক্সি'। ফার্মাসিস্টরা জানিয়েছে, টিক্সি হচ্ছে দেশের একটি ওষুধ কোম্পানীর তৈরী এবং সদ্য বাজারজাতকৃত কফের সিরাপ। এর উপাদান সমূহের মধ্যে রয়েছে 'কোডিন' যা অন্যান্য নারকোটিকের মতই নেশার উদ্রেক করে। অনেক নেশাখোর টিক্সির সাথে বিভিন্ন ধরনের নারকোটিকের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে পান করে নেশা করছে। এক বোতল ফেনসিডিলের দাম ১২০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা। অপরদিকে ১ বোতল টিক্সির দাম ৫০ টাকা।

[ইসলাম যাবতীয় মাদক দ্রব্যকে হারাম করেছে। অতএব হে মুসলিম তরুণ-তরুণী! মাদক সেবন থেকে বিরত হও! তওবা করে জান্নাতের পথে ফিরে এসো (স.স)]

মারকায সংবাদ

মার্কিন প্রতিনিধির নওদাপাড়া সফর

রাজশাহী ২১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারঃ অদ্য সকাল ৯-৩৫ মিনিটে আমেরিকার বাংলাদেশ ও ভারত বিষয়ক রাজনৈতিক উপদেষ্টা মিঃ ডগলাস সি ম্যাকেইগ ঢাকা থেকে বিমানে রাজশাহী নেমে আমেরিকান এমব্যাসির গাড়ীতে করে সরাসরি নওদাপাড়া মারকায পরিদর্শনে আসেন। তিনি প্রথমে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ক্লাসসমূহ ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের সাথে পরিচিত হন। অতঃপর মাসিক **'আত-তাহরীক'** অফিস পরিদর্শন করেন। অতঃপর দারুল ইমারতে এসে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হন। তিনি বলেন যে, আমরা পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন কথা পড়ি। তাই সরাসরি আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে এসেছি। মাদরাসাগুলিকে আপনারা জঙ্গীবাদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র মনে করেন কি-না এরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি পরিষ্কারভাবে 'না' সূচক জবাব দেন। এ সময় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও তার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে তার বিস্তারিত আলোচনা হয়। দু'ঘন্টা মারকাযে অবস্থানের পর তিনি 'পর্যটন মোটেলে' চলে যান। অতঃপর আমীরে জামা'আতের আমন্ত্রণক্রমে পুনরায় মারকাযে এসে দুপুরে খানাপিনা করেন। তিনি ইসলামী আতিথেয়তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং পরিদর্শন বইয়ে তাঁর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন।

এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন মাদরাসার অধ্যক্ষ জনাব আব্দুছ ছামাদ সালাফী, শিক্ষক মোহাম্মাদ শাহীন, আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, **'আত-তাহরীক'** সম্পাদক জনাব সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব আব্দুল লতীফ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক জনাব সোহরাব উদ্দীন আহমাদ প্রমুখ।

মুদার্রিস আবশ্যক

দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা-এর আলেম ও প্রস্তাবিত দাওরা ক্লাসে শিক্ষকতার জন্য দু'জন তাক্বওয়াশীল ও যোগ্য মুদার্রিস আবশ্যক। থাকা-খাওয়া ফ্রি। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। পূর্ণ বায়োডাটা সহ সত্বর অধ্যক্ষ বরাবর যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগঃ

অধ্যক্ষ, দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, পোঃ বাঁকাল, সাতক্ষীরা। মাদরাসা ফোনঃ ০৪৭১-৬৩৮৭২

বিদেশ

১০ কোটি ডলার চাঁদা

১০০ মিলিয়ন ডলার চাঁদা পেয়েছে মিশিগান ইউনির্ভাসিটি। এই চাঁদা প্রদান করল নিউইয়র্ক সিটির একজন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী। ডেট্রয়েটে জন্মগ্রহণকারী এবং মিশিগান ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্নকারী রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী স্টিফেন এমরোস বলেছেন, আমি চাই মিশিগান ইউনিভার্সিটি হবে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ বিজনেস স্কুল এবং আমার এ অর্থ সে জন্যই ব্যয় করতে হবে। ইউনিভার্সিটির বিজনেস স্কুলের ডীন রোবার্ট যো ডোলেন বলেছেন, এত বড় অংকের চাঁদা ইতিপূর্বে এই ইউনিভার্সিটি পায়নি। আমরা সমুদয় অর্থ যথাযথভাবে ব্যয়ে সচেষ্ট থাকব। ৯ সেপ্টেম্বর গ্রহণ করা হয়েছে এই অনুদানের চেক। আরো উল্লেখ্য, এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বিখ্যাত টাফ্ট ইউনিভার্সিটিও এ বছর ৫০ মিলিয়ন ডলারের চাঁদা পেয়েছে ম্যাসেচুসেট্স-এর রিয়েল এস্টেট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কামিঙ্গস ফাউণ্ডেশন থেকে।

[বাংলাদেশের ধনীরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন কি? (স.স)]

বিশ্বে প্রতিবছর ১০ লাখ লোক আত্মহত্যা করে

প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ১০ লাখ লোক আত্মহত্যা করে থাকে। পৃথিবীতে যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডে যত লোক মারা যায়, তার চেয়ে বেশী মারা যায় আত্মহত্যা করে। ২০২০ সালে আত্মহত্যায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াবে ১৫ লাখে। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' একথা জানিয়েছে।

'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' আরো জানায়, আত্মহত্যা প্রতিরোধ করা যায়। এজন্য কিছু বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। যেমন- কীটনাশক বিষ, আগ্নেয়াস্ত্র ও ব্যথা নিরাময়কারী ওষুধ। এসবের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকলে আত্মহত্যা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আত্মহত্যার মত সমস্যার ব্যাপারে গণসচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আত্মহত্যা প্রতিরোধ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা গত ১০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস পালন করে। মহিলাদের চেয়ে পুরুষরাই বেশী আত্মহত্যা করে থাকে বলে রিপোর্টে প্রকাশ। অপরদিকে প্রতিবছর ১ কোটি থেকে ২ কোটি লোক আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, পূর্ব ইউরোপে আত্মহত্যার হার সর্বোচ্চে এবং সর্বনিম্নে রয়েছে, ল্যাটিন আমেরিকার মুসলিম দেশসমূহ ও এশিয়ার কিছু দেশ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আরো জানায়, বয়সের সাথে সাথে আত্মহত্যার হার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বর্তমানে ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সের লোকদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা সর্বাধিক।

[দুঃখ-বেদনা অপমান, রোগ ও দারিদ্র্যের কষাঘাত ইত্যাদি কারণে মানুষ অবশেষে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। আমাদের উচিত হবে মানুষ হিসাবে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। বর্তমানের সন্ত্রাসবিক্ষুব্ধ নিষ্ঠুর পৃথিবী মানুষকে সামান্য ভালবাসা দিতেও প্রস্তুত নয়। আসুন! আমরা পরস্পরকে ভালবাসি ও তাকে বাঁচতে সাহায্য করি। 'আত্মহত্যা মহাপাপ' একথা স্মরণ রেখে ধৈর্যধারণ করি (স.স)]

থাইল্যান্ডে এক কলিজা খেকো!

ছেলেটি মুরগি বা শূকরের তাজা কলিজা খেতে পসন্দ করে এটা সবাই জানত। কিন্তু মানুষের কলিজা ও হৃৎপিন্ড খাবে, তাও আবার নিজের ছোট ভাইকে খুন করে, এটা কেউ ভাবেনি। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে সুরিয়া ফোলসায়েনা নামের ১৮ বছরের এক তরুণ এই লোমহর্ষক কাণ্ডটিই ঘটিয়েছে। বাড়ীর পার্শ্ববর্তী ধানক্ষেতের মধ্যে তার আট বছর বয়সী ছোট ভাইয়ের ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়ার পর সন্দেহের তীর বর্ষিত হয় মাদকাসক্ত ও মানসিক বিকারগ্রস্ত সুরিয়ার ওপর। লাশের পেট কেটে কলিজা ও হৃৎপিন্ড বের করে নিয়েছিল সে।

[মানুষ যে পশুর চাইতে নিকৃষ্ট হ'তে পারে আল্লাহর এই অমোঘ বাণীর (ত্বীন ৫) কথা স্মরণ রেখে মানুষকে উন্নত করার জন্য দ্বীনী শিক্ষা দিতে হবে (স.স)]

বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম চীনের প্রাচীর হুমকির সম্মুখীন

বিশ্বের প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম চীনের প্রাচীর। মানুষের অপরিণামদর্শিতার জন্য এই অনুপম স্থাপত্যকর্মও আজ হুমকির সম্মুখীন। সারা বিশ্বের পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে চীনের এই বিশাল প্রাচীর। লোকজন এই সুদীর্ঘ প্রাচীরের বিভিন্ন স্থানে অপরিকল্পিত উন্নয়নের কারণে এর প্রতি হুমকি দেখা দেয়ায় সারা বিশ্বে এই প্রাচীরের স্থায়িত্ব নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। একারণে কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সরকারগুলির কাছ থেকে আড়াই হাযার কিলোমিটার দীর্ঘ এই প্রাচীরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পদক্ষেপ নিচ্ছে।

[প্রাচীন যুগের দাজ্জালের হাত থেকে বাঁচার জন্য যুল-ক্বারনাইন এই প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন বলে কথিত আছে। ঐতিহাসিক এই স্মৃতি রক্ষার জন্য যরূরী পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাই (স.স)]

চীনে সাড়ে ৪ হাযার বছর পূর্বের মৃত্তিকাপট আবিষ্কার

চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ গানসুর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ একটি ব্যতিক্রমধর্মী মৃত্তিকাপট বা ভাণ্ড আবিষ্কারের কথা জানিয়েছে। এই মৃত্তিকা ভাণ্ডটির বয়স প্রায় সাড়ে ৪ হাযার বছর। হাতির মুখের আকৃতির এই ধরনের প্রাচীন পট এই এলাকা থেকে এই প্রথম আবিষ্কার হ'ল। এটি প্রথম দেখতে পায় গুয়ানজি এলাকার এক কৃষক। লাল রঙ্গে রঞ্জিত মৃত্তিকার ভাণ্ডটি ৯.৫ সেন্টিমিটার উঁচু ও ৮.৫ সেন্টিমিটার চওড়া।

[প্রাচীন এসব সভ্যতা হ'তে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আল্লাহ বারবার কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ মুসলমানরা বিজ্ঞান থেকে অনেক পিছিয়ে আছে (স.স)]

ব্যায়ামের অভাবে শিশুরা ডায়াবেটিক ও ক্যান্সারের ঝুঁকিতে

থাইল্যাণ্ডের প্রায় ২০ লাখ শিশু ব্যায়ামের অভাবে ডায়াবেটিক ও ক্যান্সার ঝুঁকির মুখে রয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাংকক পোস্ট গত ৬ সেপ্টেম্বর এ তথ্য জানায়। ১৯৯৮ সালের জরিপের ফলাফল উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, থাইল্যাণ্ডে মাত্র ৬৪ শতাংশ শিশু ও বয়স্ক লোক ব্যায়াম ও খেলাধুলা করে, যাদের বয়স ৬ থেকে ১৪ বছর। ৬ থেকে ১১ বছর বয়স্ক শিশুর মধ্যে ৩৬ শতাংশ এবং ১২ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে মাত্র ২৩ শতাংশ লোক নিয়মিত ব্যায়াম করে থাকে। মন্ত্রী সতর্ক করে বলেন, ১২ থেকে ১৪ বছর বয়স্কদের মধ্যে যারা ব্যায়াম করছে না, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যান্সার ও ডায়াবেটিক হওয়ার আশংকা রয়েছে। এ বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন শিশুদের আধ ঘন্টা ও সপ্তাহে

অন্তত ৩ বার করে ব্যায়াম করার জন্য প্রচারণা চালাচ্ছে। সরকারের লক্ষ্য এ বছরের মধ্যে ৩ কোটি ৩৩ লাখ লোককে নিয়মিত ব্যায়ামের ব্যাপারে উৎসাহিত করা। এছাড়া সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জনগণকে প্রচুর শাক-সবজি ও ফলমূল খেতেও উৎসাহিত করছে।

[ইসলাম অলসতা ও বিলাসিতাকে ঘৃণা করেছে। অল্পে তুষ্ট থাকার নির্দেশ দিয়েছে। খাওয়ার সময় পেটকে তিনভাগ করে একভাগ খাদ্য, একভাগ পানীয় ও একভাগ খালি রাখতে বলেছে। দেহের ও প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হক আদায় করতে বলেছে। আমরা কি তা মানতে পেরেছি? (স.স)]

রাশিয়ার ওসেটিয়া স্কুল ঃ যিম্মী সংকটের রক্তাক্ত অবসান

রাশিয়ার সংঘাত-বিক্ষুব্ধ দক্ষিণাঞ্চলের উত্তর ওসেটিয়ার বেসলান শহরের একটি স্কুলে গত ১ সেপ্টেম্বরে সৃষ্ট যিম্মী সংকটের রক্তাক্ত অবসান ঘটেছে। চেচেন স্বাধীনতাকামীদের হাতে আটক স্কুলের ছেলেমেয়ে, শিশু ও তাদের অভিভাবক, নারী-পুরুষ মিলে প্রায় দেড় হাযার জিম্মীকে মুক্ত করার জন্য গত ৩ সেপ্টেম্বর রুশ সেনাবাহিনী কমাণ্ডো অভিযান চালালে যিম্মীদের যেখানে আটক রাখা হয়েছিল স্কুলের সেই ব্যায়ামগারে এলোপাতাড়ি গোলাগুলি শুরু হয়। অতঃপর সেনা সদস্যরা আটক রাখা স্কুলের দেয়াল সংলগ্ন কয়েকটি বিস্ফোরণ ঘটালে দেয়ালের নীচে চাপা পড়ে প্রায় ৩২২ জন নিহত হয়। তার মধ্যে ১৫৫ জন শিশু। আহত হয় প্রায় ৭ শ' জন। বিস্ফোরণ ঘটানোর উদ্দেশ্য ছিল দেয়াল ভেঙ্গে গেলে যিম্মীরা যেন বের হয়ে আসতে পারে। এ ঘটনায় রুশ সৈন্যরা চেচেন যোদ্ধাদের ২৭ জনকে হত্যা করে এবং ৩ জনকে আটক করে।

গত ১ সেপ্টেম্বর বুধবার রাশিয়ার বেসলানের ওসেটিয়া স্কুলে ক্লাশ শুরু উপলক্ষ্যে ছেলেমেয়ে এবং তাদের অভিভাবকদের নিয়ে স্থানীয় রীতি মাফিক অনুষ্ঠান চলছিল। স্কুলে ভর্তি হওয়া ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ৮৬০ জন ছিল বলে রুশ পত্রিকা 'ইজভেস্তিয়া' জানায়। তবে অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অভিভাবক বিশেষ করে মাতা-পিতারাও তাদের শিশুদের স্কুলে নিয়ে আসেন। ফলে সব মিলিয়ে এর মোট সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দুই হাযার। এদিকে মূল অনুষ্ঠানের সূচনাতেই একদল বন্দুক ধারী যোদ্ধা সে স্কুলে প্রবেশ করে এবং এখানে থেকেই শুরু হয় যিম্মী ঘটনার সূত্রপাত।

জানা গেছে, তারা চেচেন থেকে রুশ সৈন্য প্রত্যাহার, গত জুন মাসে ইঙ্গুশটিয়ায় অভিযানকালে আটক বিদ্রোহীদের মুক্তি, ঐ অভিযানে যে ৯৮ জনের প্রাণহানি ঘটে তাদের প্রতিশোধ নেয়া ইত্যাদির জন্য যিম্মী ঘটনা ঘটায়। এজন্য দীর্ঘ ৫৩ ঘন্টা তারা যিম্মীদেরকে সম্পূর্ণ উপোস রাখে। ব্যায়ামাগারের ভিতরে শিশুরা পানির পিপাসায় ছটফট করলেও তাদেরকে পানি পান হ'তে বিরত রাখা হয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত বাথরুমে পানি সরবরাহ বন্ধ করা হয়।

উক্ত মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রথমদিকে তাদের সাথে সাধারণ আলোচনা করলে এবং জাতিসংঘের পক্ষ থেকে এ সংকট নিরসন ও নিন্দা জানালেও কোন ফল হয়নি। ফলে প্রেসিডেন্ট দৃঢ় অবস্থান নিয়ে সেনা সদস্যদের মোতায়েনের নির্দেশ জারী করেন। কিন্তু যোদ্ধাদের পক্ষ থেকে হুমকি আসে তাদের একজন নিহত হ'লে তার বিনিময়ে ৫০ জন শিশুকে হত্যা করা হবে। তবুও দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হ'লে এবং পরিস্থিতি তীব্র সংকটের সম্মুখীন হ'লে অবশেষে গোলাগুলি ও বিস্ফোরণের মাধ্যমে যিম্মী নাটকের রক্তাক্ত পরিসমাপ্তি ঘটে।

[আমরা এই ঘটনায় দারুণভাবে দুঃখিত ও মর্মাহত। সাথে সাথে ঘটনার মূল কারণটির সমাধানের জন্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানাই। সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙ্গে ১৬টি রাষ্ট্র হ'লে চেচনিয়াও তাদের অন্যতম ছিল। কিন্তু সকলের স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হ'লেও কেবল মুসলমান হওয়ার অপরাধে চেচনিয়ার স্বাধীনতাকে পরে মেনে নেওয়া হলো না। অতঃপর শুরু হ'ল তাদের উপরে দমন নিপীড়ণ। যা এখনো চলছে। যিম্মী সংকট তারই ধারাবাহিকতা মাত্র। অতএব রাশিয়াকে ন্যায়নিষ্ঠ হ'তে হবে' (স.স)]

যুক্তরাষ্ট্রে গণভোটে মাইকে আযান প্রদানের রায়

যুক্তরাষ্ট্রের হ্যামট্রামিক সিটিতে গণভোটে মসজিদে মাইকে আযান প্রদানের পক্ষে রায় প্রদান করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে মুসলিম সম্প্রদায়ের এ এক অবিস্মরণীয় বিজয়। বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের উত্থানে ঐতিহাসিক এই ঘটনাটি ২০ জুলাই ২০০৪ ঘটলো আমেরিকার মিশিগান স্টেটের হ্যামট্রামিক সিটিতে। আর ধর্মীয় এই অধিকার আদায়ের আন্দোলন শুরু হয়েছিল বাংলাদেশী মুসলমানদের মাধ্যমেই।

হ্যামট্রামিক সিটিতে বাংলাদেশীদের পরিচালনাধীন মসজিদ 'আল-ইছলাহ ইসলামিক সেন্টার' থেকে সিটি কাউন্সিলে আবেদনটি জানানো হয়েছিল গত বছর। কিন্তু সেটি তেমন গুরুত্ব পায়নি। এমনি অবস্থায় এ বছরের নির্বাচনে সাহাব আহমেদ মুমিন একজন বাংলাদেশী আমেরিকান এই সিটি কাউন্সিলে মেম্বার হিসাবে বিজয়ী হন। পুনরায় উত্থাপন করা হয় মসজিদে মাইকযোগে আযান প্রদানের বিলটি। তিনি তার সহকর্মীদের সাথে এ ব্যাপারে শক্তিশালী একটি লবিং গড়ে তুলেন। গত ২৭ এপ্রিল বিলটি পাশ হয় এবং সিটি মেয়র টম জেনকস্কি বিলে স্বাক্ষর করেন।

২৮ মে আনুষ্ঠানিকভাবে ছালাতের আযান প্রচার করা হয় মাইকে। কিন্তু এ বিষয়টিকে মেনে নিতে পারেননি আশেপাশের চরমপন্থী লোকজন। তারা বিধি অনুযায়ী সিটি মেয়র বরাবরে আবেদন জানান, মাইকে আযান প্রদানের বিষয়টি রহিতের জন্য।

এরপর সিটি মেয়র বিষয়টি গণভোটে দেন এবং ২০ জুলাই ২০০৪ সকাল ৮-টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত ভোট অনুষ্ঠিত হয়। ভোটে মাইকে আযান প্রদানের পক্ষে ১৪৬২ ভোট এবং বিপক্ষে ১২০০ ভোট পড়ে। শেষ পর্যন্ত ছালাতের আযান মাইকযোগে প্রদানের রায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

[ভোটের মাধ্যমে নয়, বরং ধর্মীয় স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে এই রায়টি হওয়া উচিত ছিল। কেননা পরে কখনো ভোটে হেরে গেলে রায়টি আবার রহিত হয়ে যেতে পারে। যাই হোক আমরা একে স্বাগত জানাই (স.স)]

জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারে ঈমানের মশাল নিয়ে এগিয়ে এসো হে তরুণ! জান্নাতের সুগন্ধি তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

মুসলিম জাহান

সঊদী আরবে ১৩শ' বছরের পুরাতন কুরআন মজীদের সন্ধান লাভ

সঊদী আরবের দক্ষিণাঞ্চলীয় আভা শহরের জনৈক ব্যক্তি দাবী করেছেন যে, তার কাছে হাতে লেখা পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে প্রাচীন একটি কপি রয়েছে। এর পার্শ্বটীকায় লেখা আছে কপিটি ১১৬ হিজরীতে লিখিত অর্থাৎ ১৩শ' বছর আগের। মুহাম্মাদ ইবনু নাছের আল-কুর্দি বলেন, কয়েক বছর আগে তিনি এক বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট থেকে কুরআন মজীদটি প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করেন। ইসলামী ক্যালিওগ্রাফিসহ প্রাকৃতিক চামড়ায় আবৃত এই কুরআনটি গোটা গোটা হরফে নেসফি নামক আরবী বর্ণমালায় লিখিত। আভার সাদা প্রত্নতত্ত্ব প্রাসাদের সুপারভাইজার আনোয়ার মুহাম্মাদ আল-খলীল এ কুরআনের কপিটি সম্পর্কে বলেন, এটা কোন সময় লিখিত তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। প্রকৃত সময় বের করতে হ'লে আমাদের অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের দিয়ে এটি পরীক্ষা করাতে হবে। সঊদী সংবাদ সংস্থার দেওয়া তথ্যানুসারে এই কুরআনটি প্রাকৃতিক কাগজে লিখিত।

ইরাকে বন্দী নির্যাতনের দায়ে মার্কিন সেনা গোয়েন্দা কর্মকর্তার ৮ মাস কারাদণ্ড

দখলীকৃত ইরাকে বন্দী নির্যাতনের অভিযোগে মার্কিন সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞ আরমিন ক্রুজ (২৪)-কে মার্কিন সামরিক আদালতে ৮ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং আদালত তার সামরিক মর্যাদা নীচে নামিয়ে দেয়। ক্রুজের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বলা হয়, ক্রুজ বাগদাদের আবু গারীব কারাগারে বন্দীদের উলঙ্গ হয়ে ফ্লোরে হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করেন এবং পরে তাদেরকে একত্রিত করে নিষ্ঠুরভাবে হাতকড়া পরান। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, কৃত অপরাধের তুলনায় তার এই দণ্ডাদেশ খুবই লঘু।

উল্লেখ্য, উক্ত কারাগারে বন্দী নিপীড়নের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের কোন সেনা গোয়েন্দাকে কারাদণ্ড দেওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম। গত ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন সামরিক আদালতের বিচারক কর্নেল জেমস পলের জেরার জবাবে বন্দী নির্যাতনের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি দেওয়ার সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন দণ্ডপ্রাপ্ত ক্রুজ। এর আগে গত মে মাসে একই অভিযোগে মার্কিন সেনাবাহিনীর জেরিমি সিভিট নামক এক সৈনিককে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আবু গারীব কারাগারে চারটি বন্দী নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করা হয়। তবে ইরাকের কারাগারে বন্দী নিপীড়নের সাথে জড়িত মার্কিন সেনাবাহিনীর যেসব সৈনিককে দায়ী হিসাবে শনাক্ত করা হয়, তারা সবাই নিম্নস্তরের সৈনিক। এ ব্যাপারে অনেক সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনা হ'লেও তাদের কাউকেই বিচারের জন্য সামরিক আদালতে দাঁড়াতে হয়নি। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলির সোচ্চার দাবী সত্ত্বেও পরিকল্পিতভাবেই এসব অপরাধীকে বিচার থেকে পরিত্রাণ দেয়া হয়েছে।

[আন্তর্জাতিক বিশ্বকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এটা একটা 'আইওয়াশ' মাত্র। পুরা ইরাককে আবু গারীবের নির্যাতন কেন্দ্রে পরিণত করেছে যে বুশ-ব্লেয়ার চক্র' তাদেরকেই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া ন্যায়বিচারের দাবী (স.স)]

মালয়েশিয়ায় কিশোর ধূমপায়ীদের জন্য জরিমানার বিধান

মালয়েশিয়ায় ধূমপানবিরোধী নতুন আইনের আওতায় ১৮ বছরের কম বয়সী ধূমপায়ীদের সর্বোচ্চ ২৬৩ ডলার পর্যন্ত জরিমানা করা হবে। এছাড়া কিশোর-কিশোরীদের কাছে যারা সিগারেট বিক্রি করবে তাদের ২ হাযার ৬৩০ ডলার জরিমানা অথবা সর্বোচ্চ দু'বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়া হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী চুয়া সুই লেক ২৭ সেপ্টেম্বর একথা বলেন। চুয়া সুই লেক বলেন, মালয়েশিয়ায় প্রায় ৩৬ লাখ ধূমপায়ী তরুণ আছে। সরকারের লক্ষ্য এ সংখ্যা কমিয়ে আনা। গত ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে বলবৎ হওয়া তামাক উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ (সংশোধনী ২০০৪) অনুযায়ী সরকারী কর্মকর্তার কাজ করতে পারবেন।

সংশোধনীর পর এ আইনের আওতায় ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসাবে পাবলিক টয়লেট, সাইবার ক্যাফে, লাইব্রেরী, ধর্মীয় উপাসনালয় এবং স্কুল যাত্রীবাহী বাসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব স্থানে কেউ সিগারেট পান করলে তাকে সর্বোচ্চ ২ হাযার ৬৩০ ডলার জরিমানা অথবা দু'বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়া হবে।

[এই শুভ উদ্যোগের জন্য মালয়েশীয় সরকারকে ধন্যবাদ। আমাদের দেশের সরকার কি এ থেকে মোটেই লজ্জা পান না? (স.স)]

ঝলক জুয়েলার্স
প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।
সাহেব বাজার, রাজশাহী।
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

Contents

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মায়ের খাবার গ্রহণ দেখে গর্ভের সন্তান চেনা যায়

মায়ের গর্ভের সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে, এ বিষয়ে জানার একটি উপায় উদ্ভাবন করেছেন বিজ্ঞানীরা। আর তা হচ্ছে মায়ের খাবার গ্রহণের পরিমাণ। যেসব মহিলা গর্ভধারণকালে মাছ, পেস্তা, সালাদ, চিপস, চকলেট ও অন্যান্য প্রিয় খাবার বেশী পরিমাণে গ্রহণ করে, তাদের মেয়ে সন্তানের তুলনায় ছেলে সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথ ও স্টকহোমের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে এ উপায় উদ্ভাবন করেছেন। গবেষণার ফলাফলে বলা হয়, ছেলেদের আকার মেয়েদের চেয়ে বড় এবং জন্ম নেয়ার সময় মেয়ে শিশুদের তুলনায় ছেলে শিশুদের ওযন একশ' গ্রাম বেশী হয়ে থাকে। কারণ মার্তৃগর্ভে ছেলে ভ্রূণ মেয়ে ভ্রূণের তুলনায় অধিক পরিমাণে ক্যালরী গ্রহণ করতে চায় এবং এর ফলে মায়েরা অধিক পরিমাণে ক্যালরী গ্রহণ করেন। বিজ্ঞানীরা বোস্টনের বেইথ হাসপাতালে সন্তান জন্ম দেবার পূর্বে পরীক্ষার জন্য আসা ২৪৪ জন মহিলার মধ্যে এ জরিপ চালিয়ে দেখেন, মেয়ে সন্তান গর্ভধারিণীদের তুলনায় ছেলে সন্তান গর্ভাধারিণীরা প্রতিদিন ১০ ভাগ বেশী ক্যালরী গ্রহণ করতে চায়।

মেঘলা রাতে গরম বেশী মনে হয় কেন?

সূর্যোদয় ঘটলে তার তাপ ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় এবং ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে তোলে। ভূপৃষ্ঠ যে উত্তাপ গ্রহণ করে তার অংশবিশেষ পুনরায় বিকিরিত করে দেয়। ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা সামান্য হ'লেও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এতে সামান্য হ'লেও শীতল হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত তাপ বায়ুমণ্ডলে মিশে যায় এবং তাকে উত্তপ্ত করে তোলে। পৃথিবীকে যে পরিমাণ তাপ বিকিরিত করে তার সাত-দশমাংশ বায়ুমণ্ডল দ্বারা শোষিত হয়। ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি অংশের বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা ও জলীয় বাষ্পের পরিমাণ উপরের অংশের তুলনায় বেশী থাকে। তাই নিচের স্তরের বায়ুর তাপ গ্রহণ ও তা ধরে রাখার ক্ষমতা বেশী। আকাশে মেঘ ভেদ করে তা উপরে উঠতে পারে না। তা মেঘের নিচে অবস্থান করতে বাধ্য হয়। ফলে উষ্ণবায়ু ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি অবস্থান করে। এ উষ্ণবায়ু আমাদের শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এ কারণে আমরা বেশী গরম বোধ করি।

উদ্ভিদ কখন কিভাবে ঘুমায়

উদ্ভিদ ঘুমায় রাতে, যখন সালোক সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস চলে। রাতের বেলা দিনের সালোক সংশ্লেষণের ফলে তৈরী খাদ্য প্রোলিয়াম নামক টিস্যুর মাধ্যমে উদ্ভিদের সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং অদ্রবণীয় স্টাচ হিসাবে জমা হয়। অসমোসিটির চাপের কারণে কোষগুলি ভেঙ্গে যায় এবং কোষ মধ্যস্থ জলীয় দ্রব্য উদ্ভিদের দেহকোষের বাইরের দিকে প্রবাহিত হয়। এতে বাইরের কোষগুলি দ্রবীভূত হয়ে যায়। এই কোষের প্রাচীরগুলির পরিবর্তনের মাধ্যমে স্টোমা বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থাকে নিদ্রার সঙ্গে তুলনা করা হয়।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

বার্ষিক কর্মী ও কেন্দ্রীয় পরিষদ সম্মেলন ২০০৪ সম্পন্ন

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার আহ্বানের মধ্য দিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর তিনদিন ব্যাপী বার্ষিক কর্মী ও কেন্দ্রীয় পরিষদ সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে। মুহতারাম আমী[illegible]'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ **আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** সভাপতিত্বে গত ২২ সেপ্টেম্বর হ'তে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে নওদাপাড়াস্থ প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, গাযীপুর, কুড়িগ্রাম, কুষ্টিয়া, পিরোজপুর, মেহেরপুর, জামালপুর, নীলফামারী, লালমণিরহাট, রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, টাঙ্গাইল, রাজবাড়ী, পাবনা, নরসিন্দী, যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা সহ দেশের প্রায় অধিকাংশ যেলা থেকে বিপুল সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা কর্মী যোগদান করেন। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন মাননীয় নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী।

সম্মেলনের প্রথম দিন সাধারণ পরিষদ সদস্য ও সদস্যাদের মৌখিক পরীক্ষা এবং টার্গেটকৃত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যাদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিন কেন্দ্রীয় ও সাধারণ পরিষদ সদস্যদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর দ্বিতীয়দিন আছরের পর থেকে শেষদিন জুম'আ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কর্মীসম্মেলন'০৪ অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণমূলক বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ডঃ মুছলেহুদ্দীন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম আযীযুল্লাহ, মাসিক **আত-তাহরীক**-এর সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন যেলার পক্ষ থেকে পরামর্শ মূলক বক্তব্য পেশ করেন গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন বিন আমীন, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, পাবনা যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন, জয়পুরহাট যেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান, ঝিনাইদহ যেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আলীম, বাগেরহাট যেলা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ ইস্রাফীল হোসাইন, ময়মনসিংহ যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ ওমর ফারূক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ,

সিরাজগঞ্জ যেলা সভাপতি জনাব মুর্তযা, কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা সভাপতি জনাব গোলাম যিল-কিবরিয়া, রাজবাড়ী যেলা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, রাজশাহী যেলা সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ, নওগাঁ যেলা সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, কুড়িগ্রাম যেলা সাধারণ সম্পাদক মফীযুল হক, কুষ্টিয়া-পূর্ব যেলা সহ-সভাপতি আবদুল্লাহেল বাকী, ঢাকা যেলা সভাপতি ইঃ নিয়ার আব্দুল আযীয, জামালপুর যেলা সভাপতি বযলুর রহমান, নরসিংদী যেলা সাধারণ সম্পাদক জনাব আমীর হামযাহ প্রমুখ।

সম্মেলনে দেশের সরকারের প্রতি দাবী জানিয়ে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা সমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়-

১. আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে আইন রচনার মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

২. বৈষয়িক ও কারিগরী শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে দেশে একক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৩. পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী অর্থ ও বিচার ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করতে হবে। বিশেষ করে সূদভিত্তিক কৃষি ঋণ ব্যবস্থা বাতিল করে গরীব কৃষক, জেলে, তাঁতী ও বেকার যুবক ও উদ্যোগী মহিলাদেরকে সহজ শর্তে সূদ বিহীন ঋণ দান ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৪. 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশকে' জঙ্গী সংগঠন আখ্যায়িত করে বিভিন্ন বামঘেঁষা পত্র-পত্রিকায় সম্প্রতি যেসব রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, এই সম্মেলন তার তীব্র প্রতিবাদ করছে এবং অত্র সংগঠনের নেতা কর্মীদেরকে ও সংগঠনের আওতাভুক্ত মাদরাসা, মসজিদ সমূহকে অহেতুক হয়রানী না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

৫. নারী ও শিশু নির্যাতন, চাঁদাবাজী ও সন্ত্রাস দমন পূর্বক জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য এই সম্মেলন সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

৬. রেডিও, টেলিভিশনসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে অশ্লীল অনুষ্ঠানাদি ও সিগারেটের বিজ্ঞাপন সমূহ এবং যৌনোদ্দীপক নোংরা সিনেমা পোষ্টার সমূহ যত্রতত্র দেওয়ালে ও পত্রিকা সমূহে প্রচার বন্ধ করতে হবে।

৭. সরকারী অফিস-আদালতে ব্যাপক ঘুষ ও দুর্নীতি এবং মদ, জুয়া, লটারী, নগ্নতা ও বেহায়াপনা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

৮. সম্প্রতি সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীতে গৃহীত অফিস-আদালতে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ছবি টাংগানোর ইসলাম বিরোধী আইন অনতিবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৯. দেশব্যাপী সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ভাই-বোনদের প্রতি এই সম্মেলন গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে এবং বন্যার্তদের যথাযথ পুনর্বাসনের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

১০. এই সম্মেলন সম্প্রতি সিলেট, ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দেশবিরোধী চক্রের বোমা ও গ্রেনেড হামলার তীব্র নিন্দা করছে এবং দোষী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জোর দাবী জানাচ্ছে।

১১. আজকের এই সম্মেলন বাংলাদেশকে অনতিবিলম্বে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা দাবী জানাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় পরিষদ সম্মেলনঃ সম্মেলনের শেষের দিন ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল ৮.৩০ ঘটিকায় দারুল ইমারত আহলেহাদীছের পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ২য় তলায় কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সমবেত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য ও সদস্যাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, আপনারাই সংগঠনের স্তম্ভ। সংগঠনকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করার জন্য সর্বদা আপনাদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ অপরিহার্য। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবারের নবাগত চারজন কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যকে স্বাগত জানান।

সম্মেলনে 'আন্দোলন'-এর বার্ষিক বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অডিট রিপোর্ট ও বার্ষিক পরিকল্পনা পেশ করেন অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান এবং প্রস্তাবনা পেশ করেন সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

সোনামণি সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণীঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি'-এর ৬ষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী ২০০৪ সম্মেলনের শেষ দিন ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে সকাল ১০-ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিষ্ঠাতা মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ও জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব মিজানুর রহমান মিনু।

প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় মেয়র কচিপ্রাণ সোনামণিদের সুন্দর পরিচর্যার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, পবিত্র ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আজকের সোনামণিদেরকেই সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। কেননা এরাই আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম। এদেরকে আদর্শবান করে গড়ে তুলতে পারলে জাতি আদর্শ নেতৃত্ব উপহার পাবে। সমাজে শান্তি ফিরে আসবে। দেশ সন্ত্রাস মুক্ত হবে। তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে 'সোনামণি' সংগঠনের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের প্রতি আহ্বান জানান।

সভাপতির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সমবেত সুধী ও অভিভাবকদেরকে তাদের আদরের সোনামণিদের এই আদর্শ শিশু-কিশোর সংগঠনের সদস্য করার আহ্বান জানান। তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের চতুর্মুখী কর্মসূচী তুলে ধরে বলেন, ১৩ বছরের নীচের শিশু-কিশোরকে 'সোনামণি' ১৪-৩২ বছরের তরুণ ও যুবককে 'যুবসংঘ', ৩২ পরবর্তী বয়সের জন্য 'আন্দোলন' এবং মহিলাদের জন্য 'মহিলা সংস্থা' এই চতুর্মুখী সংগঠনের মাধ্যমে একটি পরিবারকে পূর্ণাঙ্গভাবে আদর্শ পরিবার হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি বলেন, বুলেট ও ব্যালেটের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়। সমাজ পরিবর্তনের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ'ল আক্বীদা ও আমলের সংশোধন। তিনি সোনামণি সংগঠনের উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে সোনামণি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০৪-এর বিভিন্ন বিষয়ের বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন যৌথভাবে মাননীয় প্রধান অতিথি জনাব **মিজানুর রহমান** মিনু ও অনুষ্ঠানের সভাপতি **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। সম্মেলনে 'কবর পূজা' শিরোনামে একটি মনোজ্ঞ সংলাপ পরিবেশিত হয়।

আইনজীবীদের মাঝে আমীরে জামা'আতঃ গাযীপুর যেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গাযীপুর যেলা আইনজীবী সমিতির ১২ জন নেতৃস্থানীয় আইনজীবী এবারের কর্মী সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রচুর ব্যস্ততার মধ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাদের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও মাননীয় নায়েবে আমীরের বক্তব্যের পরে মুহতারাম আমীরে

জামা'আত নবাগত আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আসুন! কবরে মুক্তি পাওয়ার স্বার্থে মানব রচিত বিধান বাদ দিয়ে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সমবেত ভাবে চেষ্টা করি। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এ দেশের আইন ও শাসন সংবিধানকে ঢেলে সাজাতে চায়। আমরা এজন্য আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।

অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

গত ১৬ ও ১৭ই সেপ্টেম্বর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে নাযিরাবাজার মাদরাসাতুল হাদীছ কিন্ডারগার্টেন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, সকল বিধান বাতিল করে অহি-র বিধান কায়েম ব্যতীত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানের দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই। তিনি তরুণ সমাজকে সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানান। 'যুবসংঘে'র ঢাকা যেলা সভাপতি হাফেয আবদুছ ছামাদ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নূরুল আলমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, যেলা 'আন্দোলন'এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আযীয, সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল প্রমুখ।

শিরক ও বিদ'আতমুক্ত আমল ব্যতীত জান্নাত পাওয়া সম্ভব নয়

-আমীরে জামা'আত

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার ঢাকার সুরিটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন আন্দোলন হিসাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। আহলেহাদীছ আন্দোলন কখনই কোনরূপ চরমপন্থী আন্দোলনের সাথে আপোষ করেনি। তিনি বলেন, আমাদের ধর্মীয় জীবন ও বৈষয়িক জীবনকে মানব রচিত যাবতীয় মতবাদ হ'তে মুক্ত করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানোর মধ্যেই ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি নিহিত।

দেশব্যাপী যেলা দায়িত্বশীল, অগ্রসর কর্মী প্রশিক্ষণ ও যেলা অফিস অডিট

ময়মনসিংহ ১৭ ও ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্র ও শনিবারঃ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ওমর ফারূক-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক-এর পরিচালনায় ফুলবাড়িয়া থানার অন্তর্গত আন্ধারিয়াপাড়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ২দিন ব্যাপী যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস, এম, আব্দুল লতীফ, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা জোবায়েদ আলী, ধানীখোলা ঝাইয়ার পাড় সিনিয়ার মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল মান্নান প্রমুখ।

তাবলীগী সভা

পবা, রাজশাহী ২রা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর স্থানীয় দেওয়ানবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা তোযাম্মেল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক জনাব মুযাফফর বিন মুহসিন ও রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ।

আল-মিছবাহ্‌র (জেদ্দা) চেয়ারম্যান শায়খ মনছূর বিন মুহাম্মাদের বাংলাদেশ সফর

গত ১৯ই আগস্ট থেকে ২৭শে আগষ্ট পর্যন্ত সঊদী আরবের আল-মিছবাহ এলাকার চেয়ারম্যান শায়খ মনছূর বিন মুহাম্মাদ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন জেদ্দা সমূদ্র বন্দর জামে মসজিদের খত্বীব শায়খ মুহাম্মাদ বশীরুদ্দীন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, ঢাকা যেলা সভাপতি হাফেয আবদুছ ছামাদ ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট যেলা সভাপতি জনাব আবদুছ ছবূর চৌধুরী প্রমুখ। তিনি ঢাকার সুরিটোলা, বাংলাদুয়ার, নাজিরা বাজার, কুমিল্লার বুড়িচং আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, আল-হেরা মডার্ণ একাডেমী, জগতপুর, মৌলভীবাজারের দ্বীনিয়া মাদ্‌রাসা, জুরি এলাকা, চম্পক নগর গ্রাম, সিলেটের বিশ্বনাথ আতাপুর মাদরাসা, কুদরতুল্লাহ মার্কেটস্থ আন্দোলন-যুবসংঘের অফিস, ঢাকা যেলা অফিসে পৃথক পৃথক তাবলীগী বৈঠক করেন। এ সময় তিনি শিরক ও বিদ'আতমুক্ত জীবন যাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আল-মারকাযুল ইসলামী, নশিপুর, বগুড়ার ছাত্রদের কৃতিত্ব

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড-এর অধীনে অনুষ্ঠিত এবতেদায়ী বৃত্তি পরীক্ষা ২০০৪ এ অংশগ্রহণ করে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পরিচালিত আল-মারকাযুল ইসলামী নশিপুরের ৭ জন ছাত্র বৃত্তি পেয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা হচ্ছে, ১. আব্দুল মালেক (গাইবান্ধা), ২. আরীফুল ইসলাম (বগুড়া), ৩. মাসঊদুর রহমান (গাইবান্ধা), ৪. আরীফুল ইসলাম বিলু (বগুড়া), ৫. ঈসা আলী (গাইবান্ধা), ৬. মুতীউর রহমান (খুলনা) ও ৭. আব্দুল্লাহ (বগুড়া)।

যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদকের চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার বিভিন্ন এলাকা সফর

কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৬ আগস্ট শুক্রবারঃ অদ্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার

উদ্যোগে স্থানীয় বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ নযরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মশিউযযামান শাহীনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তাহের।

মহিলা ও সুধী সমাবেশঃ একই দিন বাদ জুম'আ এলাকা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে উক্ত মসজিদে মহিলা ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তাহের। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক ও কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ নিফাউর রহমান প্রমুখ। যেলা 'যুবসংঘে'র অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ তোহিরুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন ফিরোজ আহমাদ।

চক চুনাখালী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৯ আগস্ট বৃহস্পতিবারঃ অদ্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চক চুনাখালী শাখার যৌথ উদ্যোগে চক চুনাখালী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা সভাপতি মুহাম্মাদ শাহজাহান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, সহ-সভাপতি মাওলানা তাসাদ্দুক হুসাইন ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আছগার আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। সমাবেশ শেষে অত্র শাখা কমিটি পুনর্গঠিত হয়।

মাষ্টার পাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জঃ একইদিন মাষ্টারপাড়া (পিটিআই) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আলহাজ্জ মাষ্টার হাসান আলীর সভাপতিত্বে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তাহের। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ নযরুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ তাছাদ্দুক হুসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আছগার আলী প্রমুখ। সমাবেশ শেষে অত্র শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

ইসলামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২০ আগস্ট শুক্রবারঃ অদ্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বার রশিয়া শাখায় এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা নযরুল ইসলাম। পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা তাছাদ্দুক হুসাইন। সমাবেশ শেষে অত্র শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, একই দিন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' চাটাইডুবী শাখার উদ্যোগে অত্র শাখায় এক মহিলা সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা নযরুল ইসলামের সার্বিক সহযোগিতায় এবং যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ নযরুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা তাছাদ্দুক হুসাইন ও যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মশিউযযামান প্রমুখ। উক্ত সমাবেশে প্রায় দেড় শতাধিক মহিলা উপস্থিত হন।

গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৭ আগস্ট শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ গোমস্তাপুর শাখায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা তাছাদ্দুক হুসাইন। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ নযরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তাহের। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আছগর আলী।

মহিলা সংস্থা

মহিলা সমাবেশ

বাঁশদহা, সাতক্ষীরা ২৪ আগস্ট মঙ্গলবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার বাঁশদহা এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় কুশখালী (দঃ) পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আমীনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মহিলা সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার তাবলীগ সম্পাদক ও বাঁশদহা এলাকার সভাপতি মুহাম্মাদ শাহীনুর রহমান। তিনি সূরা আছরের ৪টি গুণ অর্জন করে মহিলাদেরকে জান্নাত মুখি হওয়া ও সাথে সাথে মা-বোনদেরকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ছায়াতলে সমবেত হয়ে দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

উক্ত সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাঁশদহা এলাকা সভাপতি ফিরোজ আহমাদ ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাঁশদহা এলাকার প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডাঃ রূহুল আমীন প্রমুখ। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ক্বারী শাহাদাত হোসাইন। অনুষ্ঠান শেষে কুশখালী দু'পাড়ায় দু'টি শাখা গঠন করা হয়। সমাবেশে ১০০ জন মহিলা প্রাথমিক সদস্য ফরম পূরণ করেন। মনজুয়ারাকে সভানেত্রী করে কুশখালী মোল্লাপাড়া শাখা ও রেশমা খাতুনকে সভানেত্রী করে কুশখালী দফাদার পাড়া শাখা গঠন করা হয়।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১)ঃ ঋণ নিয়ে কুরবানী করা এবং ফিৎরা দেওয়া যাবে কি? ফক্বীর-মিসকীন কিভাবে ফিৎরা আদায় করবে? ছহীহ দলীল ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মিলন আখতার
চোরকোল বাজার, গোপালপুর
ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ ঋণ নিয়ে কুরবানী করা এবং ফিৎরা দেওয়া যাবে, যদি তা পরিশোধ করার সামর্থ্য থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমনকি ছাহাবীগণও বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করার জন্য ঋণ নিতেন এবং পরে তা পরিশোধ করতেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/১৮৪ পৃঃ, 'ঋণ' অনুচ্ছেদ)*।

কোন স্বাধীন মুসলিম ব্যক্তির নিকট যদি তার পরিবার-পরিজনের জন্য একদিনের চেয়ে অধিক পরিমাণ খাদ্য মওজুদ থাকে, তাহ'লে তার উপর ফিৎরা আদায় করা ওয়াজিব' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৪৮ পৃঃ, 'যাকাতুল ফিত্বর' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং ফক্বীর-মিসকীনের যদি এরূপ সামর্থ্য থাকে, তাহ'লে তাকেও ফিৎরা আদায় করতে হবে।

'কুরবানী' করার বিষয়টি নিজস্ব সামর্থ্যের সাথে শর্তযুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটেও না আসে' *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, হাকেম; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩২; বুলূগুল মারাম হা/১৩৪৯)*। অতএব সামর্থ্য না থাকলে কুরবানী করা যরূরী নয়।

প্রশ্নঃ (২/২)ঃ আমরা কয়েক বছর থেকে একটি ঈদগাহে মহিলা ও পুরুষ এক সঙ্গে ছালাত আদায় করে আসছি। কিন্তু ঈদগাহটি ওয়াক্বফ করা নয়, ব্যক্তি মালিকানায় রয়েছে। এমন ঈদগাহে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মিম সু স্টোর
চৌডালা বাজার, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ঈদগাহের জমির মালিকের পক্ষ থেকে যদি কোন প্রকার আপত্তি ও বাধা না থাকে, তাহ'লে উক্ত ঈদগাহে ছালাত আদায় করাতে শারঈ কোন বাধা নেই। তবে জমির মালিকের উচিত হবে জনসাধারণের কল্যাণার্থে স্বত্ব ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে উক্ত জমিকে ওয়াক্বফ করে দেওয়া *(ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ, পৃঃ ৩৫৯-৩৬০)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩)ঃ মসজিদে ই'তেকাফকারীগণ শাওয়ালের চাঁদ দেখা দিলে এশার ছালাত আদায় করে বাড়ীতে চলে আসেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি এই রাত্রে ঘরে ফিরে যেতেন, নাকি ঈদের ছালাত আদায় করে ফিরতেন?

-আল-আমীন
গ্রাম ও পোঃ পশ্চিম দুবলাই
কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ই'তেকাফ শেষ করে কখন বাড়ী ফিরতেন, এ মর্মে স্পষ্ট কোন ছহীহ হাদীছ জানা যায় না। তবে একথা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ই'তেকাফ করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯৭ 'ইতেকাফ' অনুচ্ছেদ)*। রামাযানের শেষ দশক শাওয়ালের চাঁদ দেখার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। সুতরাং চাঁদ দেখার পর বাড়ী ফিরে আসাই সুন্নাতের অনুকূলে। উল্লেখ্য যে, ঈদের রাতকে অধিক ফযীলতের মনে করে অনেকে সে রাতটি মসজিদে থেকে পরদিন ঈদের ছালাত আদায় করে বাড়ী ফিরেন। এ সম্পর্কে বর্ণিত সবক'টি হাদীছ 'জাল' *(দ্রঃ আত-তাহরীক, অক্টোবর ২০০০ 'প্রচলিত জাল ও যঈফ হাদীছ সমূহ' সংখ্যা ২৯; সিলসিলা যাঈফাহ হা/১৪৫২)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪)ঃ জনৈক আলেম বললেন, সূরা বাক্বারাহর ১৮৭ নং আয়াতে রাত পর্যন্ত ছিয়াম পূর্ণ করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং সূর্য ডোবার ১২/১৩ মিনিট পর রাত হ'লে ইফতার করতে হবে। এটা কি ঠিক।

-আবুল কালাম আযাদ
উপযেলা কৃষি অফিস
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উল্লিখিত ব্যাখ্যা ছহীহ হাদীছ সম্মত নয়। কারণ সূর্যাস্তের পরেই রাত্রি শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পরই ইফতার করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত। তিনি বলেন, 'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা কেউ অধিক অবগত নয়। রাসূল (ছাঃ) স্পষ্ট করে বলেন, 'লোকেরা ততদিন কল্যাণে থাকবে যতদিন তারা জলদি ইফতার করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৪)*। বিলম্বে ইফতার করাকে তিনি ইহুদী-নাছারাদের আচরণ বলেছেন *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫)*। অতএব সূর্যাস্তের পরপরই ইফতার করা শরী'আত সম্মত। কিছুক্ষণ দেরী করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে অমান্য করার শামিল *(দ্রঃ আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০০০, প্রশ্নোত্তর ২১/৯১)*।

প্রশ্নঃ (৫/৫)ঃ ছিয়াম অবস্থায় সকাল-বিকাল পেস্ট দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা যাবে কি?

-যাকারিয়া
সত্যজিৎপুর, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় মিসওয়াক করার ন্যায় পেস্ট দ্বারা সকাল-বিকাল দাঁত পরিষ্কার করাও জায়েয। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিসওয়াক করার সময়সীমা বেঁধে দেননি। তিনি বলেন, 'আমি আমার উম্মতের উপর ভারী মনে না করলে প্রত্যেক ওযূর সময় মিসওয়াক করার আদেশ করতাম'। অন্য বর্ণনায় এসেছে 'প্রত্যেক ছালাতের সময় মিসওয়াক করতে বলতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৮; তোহফা ৩/৩৪৪ পৃঃ; হাইআতু কিবারিল ওলামা ১/৪২৩ পৃঃ)*। আর

পেস্টটাও মিসওয়াকের ন্যায় দাঁত পরিষ্কারের মাধ্যম বটে' *(দ্রঃ আত-তাহরীক, ২০০১ নভেম্বর প্রশ্নোত্তর ১৯/৫৪)।*

প্রশ্নঃ (৬/৬)ঃ জনৈক মহিলার বয়স ৭৫ বছর। ছিয়াম পালন করা তার জন্য খুবই কষ্টকর। আবার প্রতি ছিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়ানোর সামর্থ্যও তার নেই। এমতাবস্থায় তার করণীয় কি?

-মাহমূদা খাতুন
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি ছিয়াম পালনে অক্ষম এবং ফিদইয়াহ প্রদানেও সামর্থ্যহীন হ'লে সে শরী'আতের মুকাল্লাফ (দায়বদ্ধ) নয়। যেমন সামর্থ্যহীন ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয নয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। তবে কেউ যদি তার পক্ষ থেকে ফিদইয়াহ প্রদান করতে চায়, তাহ'লে তা করতে পারে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০০৪ 'ছিয়ামের পবিত্রতা রক্ষা করা' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (৭/৭)ঃ একটি বইয়ে দেখলাম, ওযূর সময় গড়গড়া কুলি করা যরূরী। তবে ছিয়াম অবস্থা করলে ছিয়ামের ক্ষতি হবে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করিবেন।

-আতিয়ার রহমান
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ওযূ করার সময় নাকে মুখে পানি দিতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যাতে কণ্ঠনালীতে পানি প্রবেশ না করে।

লাক্বীত ইবনু ছাবেরাহ বর্ণিত হাদীছে ছিয়াম অবস্থায় শুধু নাকে পানি দেওয়ায় সতর্কতা অবলম্বনের কথা এসেছে *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৪০৫)*। অন্য বর্ণনায় নাকে মুখে উভয়ের কথা এসেছে। *(মির'আতুল মাফাতীহ, পৃঃ ১০৮ 'ওযূর নিয়ম' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। তবে সতর্কতা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কণ্ঠনালীতে বা পেটে পানি প্রবেশ করে, তবে তাতে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না *(আহযাব ৫)।*

প্রশ্নঃ (৮/৮)ঃ তারাবীহ্‌র ছালাতের গুরুত্ব কতটুকু? কেউ যদি এ ছালাত নিয়মিত আদায় না করে তবে তার পরিণাম কি? নিয়মিত তাহাজ্জুদ গুযার ব্যক্তি যদি রামাযান মাসে তারাবীহ আদায় না করে পূর্বের মত তাহাজ্জুদ আদায় করে তবে তার হুকুম কি? তারাবীহ্‌র ছালাত কি নিয়মিত জামা'আতবদ্ধভাবে আদায় করতে হবে?

-বাবুল আখতার
গোবিন্দপুর, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ ছালাতের গুরুত্ব অত্যধিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের ছালাত' অর্থাৎ তাহাজ্জুদ বা তারাবীহ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও পুণ্যলাভের আশায় রামাযানের রাত্রিতে ইবাদত (তারাবীহ পড়ে) করে তার পূর্বের (ছগীরা) গুনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৫৮)*।

কেউ যদি তারাবীহ্‌র ছালাত নিয়মিত আদায় না করে, তবে সে গুনাহগার হবে না কিন্তু বড় ধরনের নেকী থেকে বঞ্চিত হবে। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টিই রাতের ছালাতের অন্তর্ভুক্ত। রাতের শেষ অংশে পড়লে তাকে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয় এবং প্রথম অংশে পড়লে তাকে 'তারাবীহ' বলা হয়। সুতরাং নিয়মিত তাহাজ্জুদ গুযার ব্যক্তি রামাযান মাসে তাহাজ্জুদ পড়লে তাকে আর তারাবীহ পড়তে হবে না *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯৮)*।

নেকী অর্জনের উদ্দেশ্যে তারাবীহ্‌র ছালাত জামা'আত সহকারে আদায় করাই সুন্নাত সম্মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন দিন জামা'আত সহকারে তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করেছিলেন। মুছল্লীদের দারুণ আগ্রহ দেখে তারাবীহ্‌র ছালাত জামা'আত সহকারে আদায় করা ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকায় তিনি আর জামা'আতে পড়েননি *(মির'আত হা/১৩১১-এর ভাষ্য, ২/২৩২ পৃঃ)*।

১ম খলীফা আবুবকর (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত খেলাফতকালে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে তারাবীহ্‌র জামা'আত পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়নি *(মির'আত ২/২৩২)*। ২য় খলীফা ওমর (রাঃ) স্বীয় যুগে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে এবং বহু সংখ্যক মুছল্লীকে মসজিদে বিক্ষিপ্তভাবে উক্ত ছালাত আদায় করতে দেখে রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ করে মসজিদে নববীতে তারাবীহ্‌র জামা'আত পুনরায় চালু করেন। যেমন সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, খলীফা ওমর বিনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) উবাই বিন কা'ব ও তামীম আদ-দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে ১১ রাক'আত ছালাত জামা'আত সহকারে আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২, 'রামাযানের রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ)*।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরনে তারাবীহ্‌র ছালাত জামা'আত সহকারে আদায় করা সুন্নাত সম্মত *(বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৯৯-১০০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে... *(আহমাদ, আবুদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৯/৯)ঃ তারবীহ ছালাতে প্রতি দুই রাকা'আত পরপর ছানা পড়তে হবে কি? বিতরের কুনূত পড়ার নিয়ম কি।

-বাবুল সরকার
যুপমাড়া, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ফরয ছালাত হোক অথবা নফল ছালাত হোক প্রত্যেক ছালাতের শুরুতে দো'আ ইস্তেফতাহ (ছানা) বা ছালাত শুরুর দো'আ পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন-ই ছালাত আরম্ভ করতেন, তখনই তাকবীরে

তাহরীমার পর দো'আয়ে ইস্তেফতাহ পড়তেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮১৩, 'তাকবীরে তাহরীমার পরে পঠনীয়' অনুচ্ছেদ)*।

যেহেতু তারাবীহ্র প্রত্যেক দুই রাক'আত পৃথক পৃথক ছালাত, সেহেতু প্রত্যেক দুই রাক'আতের শুরুতে দো'আ ইস্তেফতাহ বা ছানা পড়া সুন্নাত। বিতরের কুনূতের জন্য হাদীছে বিশেষ দো'আ বর্ণিত হয়েছে। বিতরের কুনূত সারা বছর পড়া চলে। তবে মাঝে মধ্যে ছেড়ে দেওয়া ভাল। কেননা বিতরের জন্য কুনূত শর্ত নয়। আবু হুরায়রা ও আনাস (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ হাদীছে যেহেতু রুকূর আগে ও পরে উভয় প্রকার কুনূতের বর্ণনা এসেছে, সেহেতু দু'টি পদ্ধতিই জায়েয আছে ইমাম বায়হাক্বী বলেন,

রুকূর পরে কুনূতের রাবীগণ সংখ্যায় অধিক ও অধিকতর স্মৃতিসম্পন্ন এবং এর উপরেই খোলাফায়ে রাশেদীন আমল করেছেন'। অনুরূপভাবে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ, আনাস, আবূ হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী থেকে বিতরের কুনূতে বুক বরাবর হাত উঠিয়ে দো'আ করা প্রমাণিত আছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, বিতরের কুনূত রুকূর পরে হবে, না আগে হবে এবং এই সময় দো'আ করার জন্য হাত উঠানো যাবে কি-না? তিনি বললেন, বিতরের কুনূত হবে রুকূর পরে এবং এ সময় হাত উঠিয়ে দো'আ করা যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, বিতরের কুনূতের সময় দু'হাতের তালু আসমানের দিকে বুক বরাবর উঁচু থাকবে। ইমাম ত্বাহাবী এবং ইমাম কারখীও এটাকে পসন্দ করেছেন *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৯৫-৯৬)*।

প্রশ্নঃ (১০/১০)ঃ বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত মাহে রামাযানের ক্যালেণ্ডারে সাহারী ও ইফতারের সময়ে বেশ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। হানাফীদের মধ্যে তো বটেই, আহলেহাদীছগণের মধ্যেও। অথচ প্রত্যেক ক্যালেণ্ডারেই লেখা থাকে, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত। প্রশ্ন হ'ল, একই তথ্যের ভিত্তিতে রচিত ক্যালেণ্ডারে এত তারতম্যের কারণ কি? এবং আত-তাহরীকে প্রকাশিত ক্যালেণ্ডারে উল্লেখিত 'আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ঘড়ি বেলাল- ৪' কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-এস,এম, মাযহারুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক
কেরামজানী উচ্চ বিদ্যালয়
মধুপুর, টাংগাইল।

উত্তরঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রদত্ত সময়সূচী এক ও অভিন্ন। সে অনুযায়ী সকল সংস্থা ও সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত ইফতারের সময়সূচী এক ও অভিন্ন হওয়া উচিত। কিন্তু কিছু কিছু ব্যক্তি ও মহল স্বেচ্ছায় উক্ত সময়ের মধ্যে যোগ-বিয়োগ করে পার্থক্যের সৃষ্টি করে দেশব্যাপী চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। এমনকি খোদ আবহাওয়া বিভাগও নিজেদের প্রদত্ত সূর্যাস্তের সময়সূচীর সাথে এবছর ২০০৪ সালে তিন মিনিট যোগ করে ইফতারের সময় নির্ধারণ করেছে, যা হাদীছের সম্পূর্ণ লংঘন। যেমন ৩০শে রামাযানে সূর্যাস্তের সময় হ'ল ৫-৩০-৮সেঃ। আমরা সেখানে ইফতারের সময় করেছি ৫-৩১ মিঃ। আবহাওয়া বিভাগ করেছে ৫-৩৪ মিঃ। অথচ রাসূলের নির্দেশ হ'ল 'সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৮৫)*। এ সময় দেরী করাকে তিনি 'ইহুদী-নাছারাদের স্বভাব' বলেছেন' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫)*। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন সহ অনেকেই সেটা অনুসরণ করে ছায়েমদের অহেতুক দেরী করিয়ে গোনাহগার করছেন।

'মাসিক আত-তাহরীক' ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ প্রদত্ত সূর্যাস্তের সময়সূচী যথাযথভাবে অনুসরণ করে এবং ক্যালেন্ডারের উপরে নিম্নোক্ত ছহীহ হাদীছটি উল্লেখ করা থাকে যে, 'সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে'। এক্ষণে সরকারী ক্যালেণ্ডারের সময়সূচী যদি কোন স্থানে সূর্যাস্তের সময়ের সাথে গরমিল হয়, তাহ'লে সরকারী ক্যালেন্ডার অনুসরণ করা আবশ্যিক নয়। বরং ছহীহ হাদীছের নির্দেশ অনুযায়ী সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করা আবশ্যিক হবে। উল্লেখ্য যে, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রকাশিত 'তুহফায়ে রামাযানে' আবহাওয়া বিভাগ প্রদত্ত সূর্যাস্তের সময়সূচীতে মিনিটের শেষের সেকেণ্ড গুলিকে পূর্ণ এক মিনিট ধরে এবছর ২০০৪ সালে ইফতারের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

বেলাল-৪ একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ইসলামী ঘড়ি। যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বড় বড় শহরে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ছালাতের সময়সূচী নির্দেশ করে থাকে।

প্রশ্নঃ (১১/১১)ঃ মি'রাজের সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে জুতাসহ আরশে যেতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায়। উল্লিখিত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-মীযানুর রহমান
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ উল্লিখিত হাদীছটি মীলাদের নামে তৈরী করা হয়েছে, যা জাল ও বানোয়াট *(মীলাদ প্রসঙ্গ পৃঃ ১১)*। রাসূল (ছাঃ) মিথ্যা বা জাল হাদীছ বলা থেকে কঠোর হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীছ রটনা করে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয় *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮ 'ইলম' অধ্যায়)*। মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি আমার নামে কোন হাদীছ বর্ণনা করল, অথচ সে জানে যে, সেটি মিথ্যা, তাহ'লে সে মিথ্যাবাদীদের অন্যতম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯)*।

প্রশ্নঃ (১২/১২)ঃ আমাদের দেশে কোন কোন মসজিদে দেখা যায়, শুধু রামাযান মাসে সাহারী রান্না করার জন্য আযান দেয়। আবার কোন মসজিদে বিভিন্ন কথা বলে মানুষদেরকে মাইকে ডাকাডাকি করা হয় বা ঢাক-ঢোল বাজনো হয়। প্রশ্ন হ'ল, রামাযান মাসে সাহারী রান্না

করার জন্য আযান দিতে হবে, না মুখে ডাকাডাকি করতে হবে?

-মাহমূদ হাসান
মেরীগাছা, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তরঃ সাহারীর জন্য আযান দেওয়াই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় সাহারীর আযান দেয়া হত। তিনি বলেন, 'বেলাল (রাঃ) রাত্রি থাকতে আযান দেয় এজন্য, যেন তোমাদের তাহাজ্জুদ গুযার মুছল্লীগণ সাহারীর জন্য ফিরে আসে এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিগণ যেন জেগে উঠে' *(তিরমিযী ব্যতীত কুতুবে সিত্তাহর সকল গ্রন্থ, নায়ল ২/১১৭ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৪১)*।

সুরূজী প্রমুখ কিছু সংখ্যক হানাফী বিদ্বান রাসূলের (ছাঃ) যামানার উক্ত আযানকে সাহারীর জন্য লোকজনকে আহ্বান ও সরবে যিকর বলে দাবী করেছেন। ছহীহ বুখারীর সর্বশেষ ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এই দাবী 'মারদূদ' বা প্রত্যাখ্যাত। কেননা লোকেরা ঘুম থেকে জাগানোর নামে আজকাল যা কিছু করে, তা সম্পূর্ণরূপে 'বিদ'আত' বা ধর্মের নামে নতুন সৃষ্টি। উক্ত আযানের অর্থ সকলেই 'আযান' বুঝেছেন। যদি ওটা আযান না হয়ে অন্য কিছু হ'ত, তাহ'লে লোকদের ধোঁকায় পড়ার প্রশ্নই উঠতো না। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাবধান করারও দরকার পড়তো না *(ফাৎহুল বারী শরহ বুখারী, 'ফজরের পূর্বে আযান' অধ্যায় ২/১২৩-২৪, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৪২)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩)ঃ গত রামাযানে সাহারীর আযান দিলে কিছু সংখ্যক আলেম যুক্তি পেশ করে বলেন, সাহারীর আযান দিলে সারা বছর দিতে হবে এবং তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করতে হবে। এ দাবীর সত্যতা জানতে চাই।

-এফ,এম, নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ স্বর্ণযুগে অধিকাংশ ছাহাবী নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত ছিলেন। সেকারণ তখন সারা বছর সাহারীর আযান চালু ছিল *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩৮২ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায় 'আযান' অনুচ্ছেদ)*। কিন্তু বর্তমান যুগে উম্মতে মুহাম্মাদী নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত না হওয়ায় সারা বছর সাহারীর আযানের প্রচল নেই। বরং শুধু রামাযান মাসে প্রয়োজন হয়। উল্লেখ্য যে, মক্কা-মদীনায় এখনো সারা বছর উক্ত আযান চালু রয়েছে।

প্রশ্নঃ (১৪/১৪)ঃ ঋতুবতী মেয়েদের রামাযানের ছিয়াম ক্বাযা হ'লে এবং তারা শাওয়াল মাসের ৬টি নফল ছিয়াম আদায় করতে চাইলে তাদেরকে কি প্রথমে রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম আদায় করতে হবে? মেয়েরা তাদের ক্বাযা ছিয়াম অথবা মানতের ছিয়াম শা'বান মাসে আদায় করতে পারবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ ঋতুবতী মহিলাদের রামাযানের ছিয়াম যদি ক্বাযা হয়ে যায়, অতঃপর তারা যদি শাওয়াল মাসের ৬টি নফল ছিয়াম আদায় করতে চান, তবে তাঁরা ক্বাযা ও নফল পরপর অথবা আগেপিছে দু'ভাবেই আদায় করতে পারেন। কেননা আল্লাহ পাক রামাযানের ক্বাযা আদায়ের জন্য কোন সময়সীমা নির্দেশ করেননি। বরং বলেছেন, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 'সে অন্য দিনগুলিতে গণনা পূর্ণ করবে' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। অতএব তা বছরের যেকোন সময়ে করা যায়। কিন্তু শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম উক্ত মাসের মধ্যেই করতে হয়। সুতরাং আগে পিছে হওয়ায় দোষ নেই। যদি কেউ শাওয়ালের মধ্যে উক্ত ৬টি নফল ছিয়াম পালন করতে না পারেন, তবে তা অন্য সময় ক্বাযা করার আবশ্যকতা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযান মাসের ছিয়াম আদায় করল অতঃপর তার সাথে শাওয়াল মাসের ৬টি নফল ছিয়াম আদায় করল সে যেন পূর্ণ বছরেরই ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম, 'ছিয়াম' অনুচ্ছেদ, ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৪৮৭, মাসআলা নং ৪৩৭)*।

মহিলাগণ তাদের ক্বাযা অথবা মানতের ছিয়াম শা'বান মাসে আদায় করতে পারবেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন শা'বান মাসে নফল ছিয়াম আদায় করতেন, আমি তখন রামাযানের ক্বাযা আদায় করতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩০, 'ক্বাযা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৫)ঃ মুসলিম ও মুমিনের মধ্যে পার্থক্য কি?

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
আটুলিয়া (চরের বিল), সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ 'ঈমান' অর্থ ভীতিশূন্য নিশ্চিন্ত বিশ্বাস (الإيمان قد اشتق من الأمن أى الثقة ضد الخوف) পারিভাষিক অর্থে বিশ্ব প্রভু আল্লাহ্র উপরে একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাকে 'ঈমান' বলে। এই ঈমান কেবল বিশ্বাসেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং মুহাদ্দেছীনের পরিভাষায় ঈমান হ'ল- التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية- 'হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম হ'ল ঈমান, যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গুনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়'।

আর 'ইসলাম' অর্থ, আত্মসমর্পণ করা। পারিভাষিক অর্থে, আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে সকল বিধি-বিধান কুরআন-হাদীছের মাধ্যমে মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন, তা আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস করা ও মৌখিকভাবে স্বীকার করতঃ ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার নাম 'ইসলাম'।

ঈমান ও ইসলামঃ ঈমান যখন ইসলাম-এর সাথে একত্রে উল্লেখিত হবে, তখন ঈমান অর্থ হবে হৃদয়ের বিশ্বাস এবং ইসলাম অর্থ হবে বাহ্যিক নেক আমল সমূহ। যেমন

হাদীছে জিবরীলে বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২)*। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী... *(আহযাব ৩৫)*।

বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলুন যে, তোমরা ঈমান আনয়ন করনি, বরং বল যে, আমরা ইসলাম কবুল করেছি' *(হুজুরাত ১৪)*।

পক্ষান্তরে যখন ঈমান এককভাবে উল্লেখিত হবে তখন তার মধ্যে ইসলাম তথা বাহ্যিক আমল সমূহ প্রবেশ করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই মুমিন তারাই... *(আনফাল ২-৪) (বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ মাসিক আত-তাহরীক 'দরসে কুরআন' 'ঈমান' ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর '৯৭, পৃঃ ২০-৩০)*।

সারকথা হ'ল ইসলাম দেহ স্বরূপ, আর ঈমান তার রূহ স্বরূপ। ঈমান হ'ল মূল, আর ইসলাম হ'ল তার শাখা-প্রশাখা।

প্রশ্নঃ (১৬/১৬)ঃ খারাপ কাজের সংকল্প করে তা বাস্তবায়ন না করলে পাপ হবে কি?

-আকরাম হুসাইন
বড় বেলঘরিয়া, নাটোর।

উত্তরঃ পাপ কার্য সম্পাদনের সংকল্প করার পর না করলে তাতে গুনাহ হয় না, বরং নেকী হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নেকী ও গুনাহ লিখে রাখেন। কোন ব্যক্তি নেকী করার ইচ্ছা করে যদি তা না করে তবে তার জন্য পূর্ণ একটি নেকী লেখা হয়। আর ইচ্ছা করার পর যদি বাস্তবায়ন করে তবে তার জন্য ১০ হ'তে সাতশ' পর্যন্ত নেকী বৃদ্ধি করা হয়। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি গুনাহ করার ইচ্ছা করে তা বাস্তবায়ন না করে, তবে আল্লাহ তার জন্য পূর্ণ এক নেকী লিখেন। আর তা বাস্তবায়ন করলে আল্লাহ তার জন্য মাত্র একটি গুনাহ লিখেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৭৪)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৭)ঃ সাড়ে সাত ভরির কম ব্যবহৃত স্বর্ণ থাকলে তার যাকাত দিতে হবে কি?

-যহীরুল হক্ব
দৌলতপুর কলেজ, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ সাধারণ স্বর্ণ যেমন সাড়ে সাত ভরি না হ'লে যাকাত দেওয়া লাগে না, তেমনি ব্যবহৃত স্বর্ণও সাড়ে সাত ভরির কম হ'লে যাকাত দেওয়া লাগবে না। উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমি স্বর্ণের গয়না পরিধান করতাম। একদা আমি বললাম হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এই ব্যবহৃত স্বর্ণও কি সঞ্চিত সম্পদ? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'ব্যবহৃত স্বর্ণ যখন নিছাব পরিমান হবে এবং তার যাকাত প্রদান করা হবে তখন তা আর সঞ্চিত সম্পদ হবে না' *(মুওয়াত্ত্বা, আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৮১০ 'যাকাত' অধ্যায়, 'কোন বস্তুতে যাকাত ওয়াজিব' অনুচ্ছেদ; ছহীহ আবুদাউদ হা/১৩৮৩)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৮)ঃ যেসব টাকা ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে মানুষকে দেওয়া আছে তার যাকাত দিতে হবে কি?

-শরীফুল ইসলাম
মহিষামুড়া, একডালা, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে দেওয়া টাকা যদি সহজে পাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে, তবে তার যাকাত দিতে হবে। কিন্তু যদি সেরূপ সম্ভাবনা না থাকে, তাহ'লে হাতে না পাওয়া পর্যন্ত যাকাত দিতে হবে না। এমন সম্পদ একাধিক বছর পর হাতে আসলে মাত্র এক বছরের যাকাত দিতে হবে *(আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩০ পৃঃ, 'যাকাত' অধ্যায়, 'ঋণগ্রস্তের যাকাত' অনুচ্ছেদ; উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, মাসআলা নং ৩৫৭)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১৯)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন মর্মে হাদীছটি কি ছহীহ? হানাফীগণ উক্ত হাদীছ দ্বারা ক্বিয়াসের দলীল পেশ করে থাকেন। ক্বিয়াস ও ইজতিহাদের পার্থক্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুছ ছবূর চৌধুরী
হাজী কুদরতুল্লাহ মার্কেট, সিলেট।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে যাকাত আদায়ের জন্য ইয়ামনে প্রেরণ করেছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭২)*। তবে হানাফীগণ আবুদাউদ ও তিরমিযী বর্ণিত মু'আয (রাঃ)-এর যে প্রসিদ্ধ হাদীছটিকে ক্বিয়াসের দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন, তা নিতান্তই যঈফ *(দ্রষ্টব্যঃ যঈফ তিরমিযী হা/২২৪, 'আহকাম' অধ্যায়, 'কিভাবে বিচার করা হবে' অনুচ্ছেদ; আবুদাউদ 'বিচার কার্য' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১১; আলবানী, সিলসিলা যঈফা হা/৮৮১)*।

'ক্বিয়াস' শব্দের অভিধানিক অর্থঃ অনুমান করা, নির্ধারণ করা। শারঈ পরিভাষায় 'ক্বিয়াস' হ'ল একটি বিষয়কে অন্য একটি বিষয়ের সদৃশ কল্পনা করা। যেমন আল্লাহ্র বাণী, كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ– 'আমি যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করেছি পুনরায় সেভাবে করবে' *(আম্বিয়া ১০৪)*। এখানে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাকে প্রথম বারের সদৃশ কল্পনা করা হয়েছে।

'ইজতিহাদ' শব্দের অর্থ, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। শারঈ পরিভাষায় ইজতিহাদ হচ্ছে, কোন বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমায়ে ছাহাবার মধ্যে স্পষ্ট সমাধান না পাওয়া গেলে উক্ত মূলনীতিগুলির আলোকে সমাধান দানের সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো।

প্রশ্নঃ (২০/২০)ঃ তাহাজ্জুদ, তারাবীহ ও ক্বিয়াম এগুলির পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য কি? রামাযানের শেষ দশ রাতে ক্বিয়াম করলে তারাবীহ পড়া লাগবে কি?

-হাসান
আল-নূর ব্রিগেড, আল-জাহরা, কুয়েত।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদ, তারাবীহ ও ক্বিয়াম সবই ছালাতুল লায়ল বা রাত্রির নফল ছালাত। নবী করীম (ছাঃ) ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত সহ মোট ১৩ রাক'আত রাত্রির নফল

ছালাত আদায় করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৯১)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত ৭, ৯ কিংবা ১১ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৯২)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, তারাবীহ হচ্ছে 'ক্বিয়ামুল্লায়ল' *(মুসলিম ১/২৫৯ পৃঃ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ২৩, ২৫ ও ২৭শে রামাযান তিন রাতে জনগণকে নিয়ে যে রাতের ছালাত আদায় করেছিলেন, তা এশার ছালাতের পরে শুরু করে ১ম দিন রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, ২য় দিন মধ্য রাত্রি পর্যন্ত ও শেষের দিন সাহারীর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ছালাত আদায় করেন *(দ্রঃ মির'আত হা/১৩১১-এর ভাষ্য, ২/২৩২ পৃঃ)*। অন্য সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে শেষ রাতে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত রাত্রির ছালাত আদায় করতেন। উল্লেখ্য, পারিভাষিক অর্থে প্রথম রাতের নফল ছালাতকে 'তারাবীহ' এবং শেষ রাতের নফল ছালাতকে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয় *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৯৯-১০০)*।

প্রশ্নঃ (২১/২১)ঃ ইফতারের দো'আ اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ... মর্মে হাদীছটি 'মুরসাল'। মুরসাল হাদীছের প্রতি আমল করা যায় কি?

-মুহাম্মাদ দুররুল হুদা
হুগলী, পঃ বঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ 'মুরসাল' হচ্ছে এমন হাদীছ যা কোন তাবেঈ ছাহাবীকে বাদ দিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন *(শারহু নুখবা, পৃঃ ১১০)*। এমন হাদীছ আমলযোগ্য নয়। কারণ বিলুপ্ত ব্যক্তি ছাহাবী হ'তে পারেন, তাবেঈও হ'তে পারেন। এমন ব্যক্তি স্মৃতিতে শক্তিশালী হ'তে পারেন দুর্বলও হ'তে পারেন। তবে বিলুপ্ত ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য হ'লে ইমাম আহমাদ ও জমহুর বিদ্বানগণের নিকট হাদীছটি আমলযোগ্য। মালেকীদের মতে 'মুরসাল' হাদীছ সাধারণভাবে আমলযোগ্য। ইমাম শাফেঈর মতে হাদীছটি অন্য কোন সূত্র দ্বারা শক্তিশালী হ'লে আমলযোগ্য। হানাফীদের মতে এমন হাদীছ দলীলযোগ্য নয় *(শারহু নুখবা, পৃঃ ১১১)*। ইফতারের এই দো'আটির সনদ দুর্বল। কারণ মু'আয ইবনু যুহরা নামক অপরিচিত রাবী হ'তে অত্র হাদীছটি একমাত্র হুছাইন বিন আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন, অন্য কেউ নয় *(ইরওয়া, হা/৯১৯-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

মিশকাতের সর্বশেষ ভাষ্যে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছের কতগুলি সমর্থনকারী হাদীছ রয়েছে, যা একে শক্তিশালী করে। কিন্তু আমার নিকটে এখন এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, যেসব শাওয়াহেদ-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেগুলি হ'ল ইবনু আব্বাস ও আনাস বর্ণিত হাদীছ। যেখানে 'কঠিন দুর্বলতা' (ضعف شديد) রয়েছে, যা মূল্যায়নযোগ্য নয়' *(হেদায়াতুর রুওয়াত, হা/১৯৩৫-এর টীকা নং ৩, ২/৩২৩ পৃঃ)*। তবে সঊদী আরবের মুফতী শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, যদিও হাদীছটিতে দুর্বলতা রয়েছে, তবুও অনেক বিদ্বান একে 'হাসান' বলেছেন। অতএব ইফতারের সময় এটি বা অন্য দো'আ পাঠ করলেও তা কবুলযোগ্য হবে। কেননা এটি দো'আ কবুলের স্থান' *(ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম নং ৪৩৬)*।

প্রশ্নঃ (২২/২২)ঃ অসুস্থতার কারণে গত দুই রামাযানে ছিয়াম পালন করতে পারিনি। পূর্ণ গত রামাযানে মাত্র কয়েকটি ছিয়াম পালন করেছিলাম। বাকীগুলি ক্বাযা হয়ে আছে। এখনো অসুস্থ আছি। এছাড়া আমার সন্তানের বয়স ১১ মাস। সে দুধ পান করে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-উম্মে লাবীব শাহীদা
দিগদানা, যশোর।

উত্তরঃ যখন কোন ব্যক্তি এমন অসুস্থ হবে, যা থেকে আরোগ্য লাভের আশা করা যায় না। সে ব্যক্তি পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, তাকে প্রত্যেকটি ছিয়ামের বিনিময়ে একজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করতে হবে। তাই বিগত ক্বাযা ছিয়ামগুলির ফিদইয়া প্রদান করাই শরী'আত সম্মত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা ছিয়াম পালন করতে সক্ষম নয়, তারা ছিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে *(বাক্বারাহ ১৮৪)*। দুগ্ধ দানকারিনী মা সন্তানের দুধের কমতির আশংকা করলে তিনিও ফিদইয়া দিবেন। দৈনিক একজনকে অথবা মাস শেষে একদিনে ৩০ জনকে খাওয়ানো চলবে *(নায়ল ৫/৩০৯-১১; তাফসীর ইবনু কাছীর ১/২২১)*। ফিদইয়া দানের ক্ষমতা না থাকলে আল্লাহর নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করবে।

প্রশ্নঃ (২৩/২৩)ঃ মাসিক বেতন যদি নেছাব পরিমাণ হয় তাহ'লে যাকাত দিতে হবে কি?

-আবুল কাসেম
আব্বাসীয়া, কুয়েত।

উত্তরঃ মাসিক বেতন নেছাব পরিমাণ হ'লেও যাকাত দিতে হবে না। কেননা উৎপন্ন শস্য ব্যতীত যেকোন অর্থ-সম্পদ নেছাব পরিমাণ হওয়ার সাথে সাথে এক বছর পার হ'তে হবে। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন সম্পদের উপর এক বছর সময় পার না হওয়া পর্যন্ত যাকাত দিতে হবে না' *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৫৯২)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৪)ঃ আমার কিছু হিন্দু সহপাঠি আছে, যারা আমাকে নমস্কার করে। কিন্তু আমি কোন উত্তর দেইনা। আমি কি তাদের নমস্কার করব, না অন্য কোন পন্থা আছে?

-মনীরুল ইসলাম
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ কোন অমুসলিম ব্যক্তি মুসলমানকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য যতটুকু করে, তার প্রতি ততটুকুই করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন আহলে কেতাব তোমাদের সালাম দেয় তখন তোমরা বল, وعليكم (ওয়ালায়কুম)' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৭)*।

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তার বলা কথার উত্তরে 'ওয়া আলায়কুম' বলা যায়। কিন্তু 'ওয়া আলায়কুমুস সালাম' বলা যাবে না।

প্রশ্নঃ (২৫/২৫)ঃ আরবীতে কুরআন পড়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও না পারলে বাংলায় উচ্চারণ করে পড়া জায়েয হবে কি?

-লাবু
নবীনগর, খুলনা।

উত্তরঃ একেবারে অক্ষম হ'লে বাংলা অক্ষরের মাধ্যমে আরবীতে উচ্চারণ করে কুরআন পড়া যাবে। তবে আরবী অক্ষর চিনে পড়ার চেষ্টা করা যরূরী। কারণ বাংলায় 'মাখরাজ' সঠিকভাবে উচ্চারিত হয় না। কাজেই কুরআন সরাসরি পড়ার মত জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, 'তুমি ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে কুরআন আবৃত্তি কর' *(মুযযাম্মিল ৪)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬)ঃ শবে বরাত উপলক্ষে যেসব খাদ্য রান্না করা হয়, তা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের বাড়ীতে দেওয়া হয়। আমরা কি এ খাদ্য খেতে পারি?

-মাহমূদ আকবর
গোবরচাকা, খুলনা।

উত্তরঃ বিদ'আতী খাদ্য খাওয়া যাবে না। কারণ এতে অন্যায়ের সহযোগিতা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে তোমরা একে অপরের সাহায্য কর। গুনাহ ও সীমা লংঘনের ব্যাপারে সাহায্য কর না' *(মায়েদাহ ২)*। তাদের খাদ্য গ্রহণ না করার কারণ বলে দিতে হবে। কেননা ক্বিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহ্‌র আরশের নীচে ছায়া পাবেন, তাদের এক শ্রেণী হবেন তারাই, যারা পরস্পরের সাথে মিলিত হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশে এবং বিচ্ছিন্ন হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২৭)ঃ বিড়ি তামাক, জর্দা, সিগারেট প্রভৃতি বস্তু দ্বারা উপার্জিত অর্থ হালাল হবে কি?

-নাজমুল হোসাইন
খানসামার হাট, হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ বিড়ি, সিগারেট, জর্দা ইত্যাদি তামাকজাত দ্রব্য অপবিত্র এবং হারাম। এ সমস্ত বস্তু দ্বারা উপার্জিত অর্থ হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল করেন এবং যাবতীয় অপবিত্র বস্তু হারাম করেন' *(আ'রাফ ১৫৭)*। অতএব এসমস্ত বস্তুর মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ হালাল হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, '... নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ভিন্ন কবুল করেন না...' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'হালাল উপার্জন' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে বস্তুটি হারাম, তার মূল্যও হারাম' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৪৮৮ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২৮)ঃ জনৈক খত্বীব ছাহেব বলেন, ত্বাবারাণী শরীফে আছে, ইমাম মিম্বরে থাকা অবস্থায় তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন কোন ছালাত আদায় না করে এবং কোন কথা না বলে। অথচ অনেকে খুৎবা চলাকালীন সময়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন। এর সঠিক সমাধান কি?

-আমানুল্লাহ
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ত্বাবারাণীর উল্লিখিত হাদীছটি যঈফ। *(দেখুনঃ সিলসিলা যঈফা হা/৮৭)*। এছাড়া উক্ত হাদীছ সরাসরি ছহীহ হাদীছের বিরোধী। যেমন জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা খুৎবা দানকালে বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ জুম'আর দিন খুৎবা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১ 'খুৎবা ও ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। জাবের বর্ণিত অন্য হাদীছে এর ব্যাখ্যা এসেছে যে, একদা (সালীক আল-গাত্বফানী নামক) জনৈক ব্যক্তি রাসূলের খুৎবা চলা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি ছালাত আদায় করেছ? লোকটি বলল, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর' *(বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি বুলূগুল মারাম হা/৫৪৫; নায়ল ৪/১৯৩ পৃঃ)*। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে প্রবেশ করে বসে গেলেও 'তাহিইয়াতুল মসজিদ'-এর সুন্নাত ফউত হয়ে যায় না, বরং তাকে পুনরায় উঠে তা আদায় করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৯/২৯)ঃ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে নাকি চুলার মুখ রাখা যায় না? এই দুই দিকে চুলার মুখ হ'লে নাকি মোর্দার বুকে আগুন জ্বলে? একথা কি সত্য?

*-জিন্নাত রেহানা**
দারুশা, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ শরী'আতে এসব কথার কোন ভিত্তি নেই। এগুলি বিশ্বাস করলে গোনাহগার হ'তে হবে। তবে উত্তর ও দক্ষিণের বাতাস চুলায় ঢুকে ঘরে আগুন লাগার ভয়ে কেউ এটা করলে সেটা স্বতন্ত্র কথা।

** 'জিন্নাত' অর্থ মহিলা জিন। 'যীনাত' নাম রাখা উচিত। যার অর্থ সৌন্দর্য (স.স)।*

প্রশ্নঃ (৩০/৩০)ঃ আব্বার দেওয়া গয়না আম্মা দান করে দিলে আব্বা তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, গয়না ফেরত নিয়ে এসো। এক্ষণে এ গয়না ফেরত নেওয়া শরী'আত সম্মত হবে কি?

-এনামুল হক
উত্তর পতেংগা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ গহনাটি স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে পূর্বেই উপঢৌকন স্বরূপ দান করা হয়েছে বিধায় ঐ গহনার মালিক এখন স্ত্রী নিজে। অতএব স্ত্রী ইচ্ছা করলে তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করতে পারেন। তবে দান করার সময় সংসারের স্বচ্ছলতার

প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এ মর্মে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাকে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) সাবধান করেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৪২ 'বিবাহ' অধ্যায়, 'সাংসারিক খরচ' অনুচ্ছেদ)*। প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় স্ত্রীকে তার দান ফিরিয়ে নিতে বলা ঠিক হবে না। আল্লাহ্‌র পথে দানকৃত বস্তু ফেরত নেওয়া যায় না। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি একটি ঘোড়া আল্লাহ্‌র পথে একজনকে দান করেছিলাম। লোকটি ঘোড়াটিকে দুর্বল করে দেয়। সে কম দামে দিবে মনে করে আমি ক্রয়ের ইচ্ছা করি। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানালে তিনি বললেন, তুমি এটি ক্রয় কর না এবং তোমার ছাদাক্বায় ফিরে যেয়ো না, সে একটি দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলেও। নিশ্চয়ই ছাদাক্বা প্রদান করে পুনরায় তা ফিরিয়ে নেওয়া কুকুরের বমন করে তা পুনরায় ভক্ষণ করার ন্যায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৪ 'যাকাত' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য, সংসার বিনষ্টকারী নয়, এরূপ পরিমাণ মাল যদি স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্বামীর মাল থেকে ব্যয় (ছাদাক্বা) করে, তাহ'লে স্বামী তার অর্ধেক নেকী পাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৪৭-৪৮ 'স্বামীর মাল হ'তে স্ত্রীর ছাদাক্বা করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১)ঃ জনৈকা স্ত্রী তার স্বামীকে বলেছে যে, তোমাকে তালাক দিলাম। উক্ত তালাক কার্যকর হয়েছে কি?

-আমজাদ হোসাইন
বিলচাপড়ী, ধুনট, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত তালাক কার্যকর হয়নি। কেননা স্ত্রী তার স্বামীকে তালাক দিতে পারে না। কারণ তালাক প্রদানের অধিকার হ'ল স্বামীর। তবে স্ত্রী বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে চাইলে সে 'খোলা'-এর মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২৭৫ 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ)*। 'খোলা'-এর নিয়ম হ'ল, স্ত্রী তার এলাকার স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি অথবা সরকারী ক্বাযী বা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকটে গিয়ে তার স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা দিবে। চেয়ারম্যান স্বামীর দেওয়া মোহর স্ত্রীর কাছ থেকে নিয়ে স্বামীকে ফেরৎ দানের বিনিময়ে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা নিবেন। বিচ্ছেদের দিন থেকে ঐ মহিলার ইদ্দত হবে মাত্র এক ঋতু। এটি মূলতঃ 'ফিসখে নিকাহ' বা বিবাহ বিচ্ছেদ *(দ্রঃ বুলূগুল মারাম হা/১০৬৬-৬৮)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩২)ঃ আল্লাহ্‌র দেওয়া নে'মত সমূহ ইচ্ছামত ভোগ করা যাবে কি?

-মিনহাজুল আবেদীন
ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইচ্ছামত সবকিছু ভোগ করা যাবে না, বরং সকল ক্ষেত্রে হালাল-হারাম বাছাই করে চলতে হবে। আল্লাহ্‌র নে'মত ভোগ করার সময় সর্বদা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতি ও স্বীকৃতি থাকতে হবে *(বাক্বারাহ ১৭২)* এবং সকল প্রকারের বাড়াবাড়ি ও অপচয় হ'তে দূরে থাকতে হবে *(আ'রাফ ৩১)*। খাদ্যের বিষয়ে আরও দু'টি মূলনীতি মনে রাখতে হবে, সেটি যেন হালাল হয় এবং পবিত্র হয় *(বাক্বারাহ ১৬৮)*। তাই হারাম ও অবিত্র বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বস্তু খাওয়া যাবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যা খুশী খাও এবং যা খুশী পরিধান কর। তবে এ বিষয়ে তোমাকে দু'টি ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তা হ'ল অপচয় ও অহংকার' *(বুখারী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৩৮০-৮১ 'পোষাক' অধ্যায়)*। মিক্বদাদ বিন মা'দীকারিব হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোমরদাঁড়া সোজা রাখার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই মাত্র খাবে। যদি তার চেয়ে অতিরিক্ত খেতেই হয়, তবে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য দ্বারা ও এক-তৃতীয়াংশ পানীয় দ্বারা পূর্ণ করবে এবং বাকী এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫১৯২ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৯৬৫; হাদীছ ছহীহ, ইরওয়া হা/১৯৮৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৩)ঃ জুম'আর ছালাতের এক রাক'আত জামা'আতের সাথে পেলে আর এক রাক'আত মিলিয়ে সালাম ফিরালে জনৈক ব্যক্তি বলেন, তোমার জুম'আ হয়নি। তোমাকে চার রাক'আত যোহরের ছালাত আদায় করতে হবে। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান
জামদহ বৈদ্যপুর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ আপনার ছালাত সঠিক হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর এক রাক'আত পেল, সে যেন তার সাথে আর এক রাক'আত মিলিয়ে নেয়' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৯২৭, 'যে ব্যক্তি জুম'আর এক রাক'আত পেল তার হুকুম' অনুচ্ছেদ; ইরওয়াউল গালীল ৩/৮৪ পৃঃ, হা/৬২২)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৪)ঃ জনৈক বক্তার মুখে একটি হাদীছ শুনলাম যে, দুধ পিতা বা দুধ মাতা আসলে রাসূল (ছাঃ) স্বীয় চাদর বিছিয়ে তাদের বসতে দিতেন (আবুদাঊদ)। এটা কি ঠিক?

-আবুবকর
কলারোয়া বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হাদীছটি 'যঈফ' *(যঈফ আবুদাঊদ হা/৫১৪৫, 'আদব' অধ্যায়; সিলসিলা যঈফা ৩/৩৪১ পৃঃ, হা/১১২০)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৫)ঃ হিন্দুদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে তাদেরকে ঈদে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে আমরা দাওয়াত করি এবং তারা আমাদের দাওয়াতে সাড়া দেয়। অনুরূপ তারাও আমাদেরকে তাদের পূজাতে দাওয়াত দেয়। আমরা তাদের দাওয়াত খেতে পারব কি?

-শফীকুল ইসলাম
কাঁকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুসলমানদের দাওয়াত হিন্দুরা খেতে পারবে। কিন্তু তাদের পূজা উপলক্ষে মুসলমানগণ কোনক্রমেই দাওয়াত কবুল করতে পারবে না এবং উক্ত উপলক্ষে তৈরী খাবারও খেতে পারবে না। কারণ এতে শিরকের মত বড় পাপের সাহায্য করা হবে, যা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা পরস্পর ভাল ও তাক্বওয়াশীল কাজে সহযোগিতা কর। পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করনা' *(মায়েদাহ ২)*। তবে পূজা-পার্বন ব্যতীত অন্য উপলক্ষে তাদের সাধারণ নিমন্ত্রণ কবুল করা যাবে। এমনকি তাদের দেওয়া উপঢৌকনও গ্রহণ করা যাবে *(বুখারী ১/৩৫৬ পৃঃ প্রভৃতি, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৮৪; দ্রঃ আত-তাহরীক, মে ২০০০ প্রশ্নোত্তর ২৮/২৩৮)*। উল্লেখ্য যে, তাদের বলি দেওয়া পশুর গোশত কখনোই খাওয়া যাবে না। কারণ তা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করা হয়। আর আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবহকৃত পশুর গোশত খাওয়া আল্লাহ হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ১৭৩, মায়েদাহ ৩, আন'আম ১৪৫, নাহ্ল ১১৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৬)ঃ উম্মাহাতুল মু'মিনীনের মধ্যে সর্বাধিক শুদ্ধভাষী ও অধিক মাসআলা-মাসায়েল কে জানতেন?

-আসাদুযযামান
তাহেরপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ নবী করীম (ছাঃ)-এর সহধর্মিনীদের মধ্যে আয়েশা (রাঃ) অধিক শুদ্ধভাষী ছিলেন ও অধিক দ্বীনী মাসআলা জানতেন। মূসা ইবনু ত্বালহা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-এর চেয়ে অন্য কাউকে অধিক শুদ্ধভাষী দেখিনি *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬১৮৬ 'নবী সহধর্মিনীদের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মাঝে যখন কোন হাদীছ বোধগম্য হ'ত না, তখন আমরা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট হ'তে তার সমাধান নিতাম *(তিরমিযী, মিশকাত, হা/৬১৮৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৭)ঃ আহমাদিয়া সম্প্রদায় মুসলিম না অমুসলিম? 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' তাদের সম্পর্কে কি মত পোষণ করে জানতে চাই।

-আব্দুল হাকীম
বখশীবাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ 'আহমাদিয়া' মূলতঃ ক্বাদিয়ানী সংগঠনের নাম। যারা ক্বাদিয়ানী মতবাদ গ্রহণ করে, তারা নিঃসন্দেহে অমুসলিম। কারণ ক্বাদিয়ানীরা গোলাম আহমাদ ক্বাদিয়ানীকে নবী বলে মানে। তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষনবী বলে স্বীকার করে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মুহাম্মাদ হচ্ছেন শেষ নবী' *(আহযাব ৪০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার ও অন্যান্য নবীদের উদাহরণ একটি ইমারতের ন্যায়। সেখানে একটিমাত্র ইটের জায়গা খালি রাখা ছিল। আমি সেই জায়গাটি বন্ধ করেছি ও আমাকে দিয়ে ইমারতটি পূর্ণ করা হয়েছে এবং আমাকে দিয়েই রাসূলদের সিলসিলা সমাপ্ত করা হয়েছে। আমিই হচ্ছি ঐ শেষ ইটটি এবং আমিই শেষ নবী' *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/৫৭৪৫ 'মর্যাদাসমূহ' অধ্যায় 'নবীকুল শিরোমনির মর্যাদা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব গোলাম আহমাদ যে মিথ্যা ও ভণ্ড নবী এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর ভণ্ডনবীর তাবেদাররা কখনও মুসলমান হ'তে পারে না। আর এ বিষয়ে যে সন্দেহ পোষণ করবে সেও মসলমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে। তাই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের চূড়ান্ত ফায়ছালাই হচ্ছে আহলেহাদীছগণের চূড়ান্ত মতামত *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ দরসে হাদীছঃ খতমে নবুওয়াত, আত-তাহরীক, অক্টোবর '৯৯)*।

উল্লেখ্য যে, মুসলমান হওয়ার শর্ত হ'ল কলেমায়ে শাহাদাত কবুল করা। যার প্রথমাংশে রয়েছে আল্লাহ্কে একমাত্র উপাস্য হিসাবে স্বীকার করা এবং দ্বিতীয়াংশে রয়েছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ্র রাসূল অর্থাৎ শেষনবী হিসাবে স্বীকার করা। ক্বাদিয়ানীরা কলেমায়ে শাহাদাতের দ্বিতীয়াংশকে অস্বীকার করে। সেকারণ তারা মুসলিম নয়। কথিত ক্বাদিয়ানী ভণ্ড নবী গোলাম আহমাদের বিরুদ্ধে 'ফাতেহে ক্বাদিয়ান' নামে খ্যাত উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আহলেহাদীছ বিদ্বান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)-এর আপোষহীন জিহাদ ও মুবাহালার ইতিহাস সর্বজনবিদিত।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৮)ঃ আজকাল অধিকাংশ বাজারে মাছ-গোশত ক্রয় করলে দেখা যায় কেজিতে প্রায় একশ' গ্রাম করে কম হয়। অধিকাংশ বিক্রেতারা এরূপ ধোঁকা দিয়ে থাকে। এদের পরিণতি সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?

*-গোলাম মোস্তফা**
নওদপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ওযনে কম দেওয়া একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'ধ্বংস তাদের জন্য, যারা ওযন ও মাপে কম-বেশী করে। যারা নেওয়ার সময় পুরোপুরি নেয় ও দেওয়ার সময় কম করে দেয়' *(মুত্বাফফিফীন ১-৩)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন কোন কওমের মধ্যে আমানতের খেয়ানত ব্যাপ্তি লাভ করে, তখন আল্লাহ তাদের অন্তর সমূহে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করেন। যখন কোন জনপদে যেনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেই সমাজে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়। যখন কোন সমাজে মাপ ও ওযনে কম দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়, সেই সমাজে রূযীর স্বচ্ছলতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। যখন কোন সমাজে অবিচার শুরু হয়, তখন সেই সমাজে খুন-খারাবী সস্তা হয়ে যায়। যখন কোন কওম চুক্তি ভঙ্গ করে, তখন তাদের উপরে শত্রু জয় লাভ করে' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/৫৩৭০ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, হাদীছটি মওকূফ; বিস্তারিত দেখুনঃ দরসে কুরআন, 'দশটি হারাম থেকে বেঁচে থাকুন' মে '৯৯)*।

** প্রশ্নকারীর নামটি 'গোলাম মোস্তফা'র পরিবর্তে 'গোলাম রহমান' রাখার পরামর্শ রইল। কারণ সৃষ্টি কোন সৃষ্টির গোলামী করেনা, বরং সৃষ্টিকর্তার গোলামী করে (স.স)।*

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৯)ঃ একদা জনৈক মুসাফির জুম'আ চলাকালীন সময় এক ব্যক্তির বাড়ীতে উপস্থিত হয়, অন্যেরা তাড়াতাড়ি করে জুম'আ পড়তে গেল, আর মুসাফির ব্যক্তি সামান্য বিশ্রাম নিয়ে যোহরের ক্বছর করলেন। অন্যান্য মুছল্লীগণ তার কড়া সমালোচনা করলেন। উক্ত মুসাফিরের এরূপ করা কি শরী'আত সম্মত হয়েছে?

-মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান
পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা।

উত্তরঃ মুসাফিরের জন্য জুম'আর ছালাত আদায় করা যরূরী নয় *(দারাকুৎনী, মিশকাত হা/১৩৮০; ইরওয়া হা/৫৯২)*। বরং তার জন্য যোহরের ক্বছর করাই সুন্নাত *(নিসা ১০)*। তিনি যা করেছেন তা শরী'আত সম্মত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সফর সঙ্গীসহ হজ্জ-এর সফর করেন। কিন্তু তাঁদের কেউ জুম'আর ছালাত আদায় করেননি *(ইরওয়া হা/৫৯৪)*। জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছেও অনুরূপ প্রমাণ রয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫; বিস্তারিত দেখুনঃ নায়ল ৩/২২৬ পৃঃ 'কোন্ ব্যক্তির উপর জুম'আ ফরয আর কোন্ ব্যক্তির উপর ফরয নয়' অধ্যায়; দ্রঃ আত-তাহরীক, মার্চ ২০০০ প্রশ্নোত্তর ১৯/১৬৯)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪০)ঃ للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب- অর্থাৎ ইমামের জন্য দু'টি সাকতা রয়েছে। এ দু'টিতে তোমরা সূরা ফাতিহা পাঠের সুযোগ গ্রহণ কর' হাদীছটি কি ছহীহ? এবং উক্ত সাকতার সময়েই কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়তে হবে, এ মর্মে রাসূলের কোন বিশেষ নির্দেশ আছে কি?

-আব্দুল্লাহ
কুলবাড়ী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্যটি তাবেঈ বিদ্বান আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান বিন আওফ-এর নিজস্ব। শায়খ আলবানী বলেন, আবু সালামা পর্যন্ত সনদ 'হাসান'। কিন্তু لا أصل له مرفوعًا 'বক্তব্যটি রাসূলের মরফূ' হাদীছ হওয়ার কোন ভিত্তি নেই' *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪৬, ২/২৪ পৃঃ)*। তিনি বলেন, এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বক্তব্য নয়। বরং উক্তিটি আবু সালামা পর্যন্ত হওয়ার কারণে মাক্বতূ'। আর যদি এটাকে মারফূ ধরে নেওয়া হয়, তবে আবু সালামা 'মুরসাল' তাবেঈ হওয়ার কারণে হাদীছটি যঈফ' *(ঐ, ২/২৫)*। সাকতা সম্পর্কে বর্ণিত ২য় হাদীছটি হাসান বাছরী কর্তৃক ছাহাবী সামুরা বিন জুনদুব হ'তে বর্ণিত, যা 'যঈফ' *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪৭; যঈফ আবুদাউদ হা/৭৭৭-৭৮০; ইরওয়া হা/৫০৫; মিশকাত হা/৮১৮)*।

৩য় হাদীছটি আমর বিন শু'আইব তার পিতা ও তিনি তার দাদা হ'তে বর্ণিত, যেখানে ছাহাবীগণের আমল বর্ণিত হয়েছে এমর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ক্বিরাআতের মধ্যে চুপ করতেন, তখন তারা ক্বিরাআত করতেন। আর যখন তিনি ক্বিরাআত করতেন, তখন তারা চুপ থাকতেন' *(বায়হাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআত (দিল্লী ছাপা) পৃঃ ৬৯)*।

শায়খ আলবানী উক্ত মর্মের হাদীছগুলিকে সিলসিলা যাঈফাহ হা/৯৯১ ও ৯৯২-তে জমা করে সবগুলিকে 'যঈফ' গণ্য করেছেন। অতঃপর ইমাম বায়হাক্বীর বক্তব্যের জবাবে মন্তব্য করেছেন যে, এ বিষয়ে ছাহাবীগণের আমলের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে (অতএব তা দলীলযোগ্য নয়) এবং রাসূলের ছহীহ মরফূ হাদীছসমূহের বিরুদ্ধে এসবের কোন মূল্য নেই' *(যাঈফাহ ২/৪২০)*। কেননা ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পাঠের নির্দেশটি ইমামের সাকতা করার সাথে শর্তযুক্ত নয়। ইমাম সাকতা করুন বা না করুন, মুক্তাদীকে নীরবে সূরা ফাতিহা পড়তেই হবে।

অতঃপর যারা জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে নীরবে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করাকে কুরআনী নির্দেশের বিরোধী ভেবেছেন ও সেকারণে সাকতার সময় সূরা ফাতিহা পাঠ করাকেই একমাত্র সমাধান মনে করেছেন, তাঁদের এই চিন্তাও যথার্থ নয়। কেননা সূরা মুযযাম্মিল ২০ আয়াতে ইমাম ও মুক্তাদী সকল মুছল্লীকে 'কুরআন থেকে সহজমত পড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে'। অন্যদিকে সূরা আ'রাফ ২০৪ আয়াতে 'কুরআন পাঠের সময় চুপ থেকে শুনতে' বলা হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা (জেহরী ছালাতে) ইমামের পিছনে কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ কর' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৫৪)*। কেননা 'সূরা ফাতিহা ব্যতীত ছালাত সিদ্ধ হয় না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২)*। রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে মুক্তাদীদের ক্বিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'তুমি এটা নীরবে পড়বে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকেও ইমামের ক্বিরাআত রত অবস্থায় মুক্তাদীগণের চুপেচুপে কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠের নির্দেশ এসেছে *(ছহীহ ইবনু হিব্বান, বায়হাক্বী, তুহফা হা/৩১০-এর ভাষ্য)*।

অতএব এটাই ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সমাধান যে, ইমামের পিছে পিছে মুক্তাদীগণ কেবলমাত্র সূরায়ে ফাতিহা নীরবে পাঠ করবে। এ সময় সূরায়ে ফাতিহা পাঠ না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে 'কুরআন থেকে তোমরা সহজমত পাঠ কর' *(মুযযাম্মিল ২০)* আল্লাহ্র এই নির্দেশ অমান্য করা হয় এবং রাসূলের হাদীছও অমান্য করা হয়। অন্যদিকে চুপে চুপে সূরা ফাতিহা পাঠ করলে কুরআন ও হাদীছ সবই মান্য করা হয়। ইমামের ক্বিরাআতের সময় প্রতি আয়াত শেষে ওয়াক্ফের সময়ও মুক্তাদী ওটা চুপে চুপে পড়তে পারে।

কিন্তু নির্ধারিত সাকতার সময়ে ইমামের দীর্ঘ বিরতি দিয়ে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, এ মর্মে রাসূল ও ছাহাবীগণ থেকে কোন বর্ণনা বা আমলের দৃষ্টান্ত নেই। তাকবীরে তাহরীমার পরে দীর্ঘ বিরতি দেওয়ার কারণ কিঃ ছাহাবীগণ রাসূলকে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তারা জানতে পারেন যে, ঐ সময় রাসূল (ছাঃ) দো'আয়ে ইস্তেফতাহ (ছানা) পড়তেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত*

হা/৮১২)। এক্ষণে যদি সূরা ফাতিহা সকল ক্বিরাআত শেষে পুনরায় রাসূল (ছাঃ) ঐরূপ দীর্ঘ সাকতা বা বিরতি দিতেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই ছাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন। কিন্তু কোন ছাহাবী থেকে যেহেতু এরূপ কোন বর্ণনা বা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, সেহেতু কেবলমাত্র মুক্তাদীর সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করার স্বার্থে ইমামের দীর্ঘ সাকতা করাকে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, শায়খ আলবানী প্রমুখ বিদ্বানগণ দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি হিসাবে 'বিদ'আত' গণ্য করেছেন *(দ্রঃ সিলসিলা যাঈফাহ হা/৫৪৭-এর আলোচনা, তামামুল মিন্নাহ পৃঃ ১৮৭; এই সাথে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৫০-৫৬ এবং জুলাই '০৪ সংখ্যা প্রশ্নোত্তর ৪০/৪০০ পাঠ করুন- সম্পাদক)*।

উপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বর্ণিত দু'টি সাকতার সময় মুক্তাদীগণের সূরা ফাতিহা পাঠের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন নির্দেশ নেই। বরং ইমামের ক্বিরাআতের সময় মুক্তাদীর নীরবে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পাঠের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, যা ছাহাবী উবাদাহ বিন ছামিত, আবু হুরায়রা ও আনাস (রাঃ) প্রমুখ বর্ণিত ছহীহ মরফূ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

এই সাথে আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত আরেকটি প্রসিদ্ধ হাদীছ যোগ করা যেতে পারে। যেমন একদা এক জেহরী ছালাতে সালাম ফিরিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুছল্লীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এইমাত্র আমার সাথে কুরআন পাঠ করেছ?' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/৮৫৫)*। হাদীছের বক্তব্যে বুঝা যায় যে, মুক্তাদীগণের মধ্যে কেউ রাসূলের সাথে সাথে সরবে ক্বিরাআত করছিল, যা তাঁর ক্বিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল। অতএব ইতিপূর্বে আবু হুরায়রা ও আনাস বর্ণিত হাদীছ দ্বারা যেমন বুঝা যায় যে, ছাহাবীগণ নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন, তেমনি অত্র হাদীছ দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সেটি ইমামের পিছে পিছে ছিল, পৃথকভাবে কোন সাকতার সময় ছিল না। কেননা সাকতার সময় পড়লে ইমামের ক্বিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টি হ'তে পারে না। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী বলেন, فليقرأ الفاتحة قراءةً لايشوّش على الإمام। 'জেহরী ছালাতে মুক্তাদী এমনভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, যাতে ইমামের ক্বিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে' *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২/৯ পৃঃ)*।

পরিশেষে একটি বিষয়ে ইঙ্গিত দিতে চাই যে, ইমাম বুখারীর জুয্উল ক্বিরাআতে বর্ণিত সকল হাদীছ ও আছার ছহীহ নয়। সেটা হ'লে তো তিনি এগুলিকে তাঁর ছহীহ বুখারীর মধ্যেই জমা করতে পারতেন। জানা উচিত যে, তাঁর জুয্উল ক্বিরাআত ও জুয্উ রাফ'ইল ইয়াদায়েন পুস্তিকা দু'টির মূল বর্ণনাকারীর হ'লেন মাহমূদ বিন ইসহাক্ব আল-খাযা'ঈ, সরাসরি ইমাম বুখারী নন। অতঃপর তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন আবু নছর আল-মালাহেমী (মৃঃ ৩৯০ হিঃ), যখন তিনি বাগদাদে আসেন ও ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। অতএব সেখানে ত্রুটি থাকতেই পারে। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থের ১৩২২টি হাদীছের মধ্যে ১৯৮টি যঈফ হাদীছ রয়েছে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

সংশোধনী

আত-তাহরীক আগস্ট '০৪ প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ৩০/৪৩০-এ 'সূরা কাহ্ফকে জুম'আর দিনের সাথে খাছ করা বিদ'আত। বরং যেকোন দিন যেকোন সময় সূরা কাহফ পড়া যাবে' উক্ত বিষয়ে সংশোধনী হবে এই যে, বর্ণিত হাদীছে জুম'আর কথা নেই। অতঃপর জুম'আর দিনকে খাছ করা ঠিক নয়। তবে ঐদিন পাঠ করলে তার বিশেষ ফযীলত রয়েছে। যেমন, হাদীছটি বায়হাক্বী স্বীয় দা'ওয়াতুল কাবীরে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন এভাবে যে, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করল, তার জন্য দুই জুম'আর মধ্যবর্তী সময়কে আলোকিত করা হবে'। শায়খ আলবানী হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন *(মিশকাত হা/২১৭৫-এর টীকা নং ৩, 'কুরআনের মাহাত্ম' অধ্যায়)*। বুখারী ও মুসলিমে বারা বিন আযেব বর্ণিত হাদীছে *(মিশকাত হা/২১১৭)* এবং ছহীহ মুসলিমে আবুদ্দারদা বর্ণিত হাদীছে *(মিশকাত হা/২১২৬)* জুম'আর দিনের কথা উল্লেখ নেই। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্য দিন পড়লেও বর্ণিত ছওয়াব পাবে এবং জুম'আর দিন পড়লে বায়হাক্বীতে বর্ণিত ছওয়াব পাবে।

বায়হাক্বীর হাদীছে জুম'আর দিনের কথাটি রয়েছে এটা জানিয়ে দেওয়ার জন্য কুয়েত ও বাহরায়নের বিজ্ঞ পাঠকদ্বয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ্‌র জন্যই সমস্ত প্রশংসা (স.স)।

দৃষ্টি আকর্ষণ

ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপর কৃত একমাত্র ডক্টরেট থিসিস **'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ'** হ্রাসকৃত মূল্যে (৫৩৮পৃঃ মূল্য ২০০/=) পাওয়া যাচ্ছে। এই সাথে মুহতারাম লেখকের সাড়া জাগানো, এটি-এন বাংলায় একাধিকবার প্রচারিত ছালাত শিক্ষার অনন্য গ্রন্থ **'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'** সহ **ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, হাদীছের প্রামাণিকতা, আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়** বইগুলি নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাওয়া যাচ্ছে। পবিত্র রামাযান উপলক্ষে নিজে খরি ক উপহার দিয়ে পরকালের

যোগাযোগঃ মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন- (০৭২১) ৭৬১৩৭৮, মোবইলঃ ০১৭১৯৪৪৯১১, ০১৭৫০০২৩৮০।